রাখালদাস স্মৃতিসংখ্যা

আয়ুর্বেদ-ভারতী

(The Ayurveda-Bharati, a multilingual Quarterly Journal of Ayurveda & Indian Culture)

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক

কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার মজুমদার, এম্-এ, আয়ুর্বেদাচার্য

'আয়ুর্বেদ-ভারতী' কার্যালয়

৪২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

৩য় সংখ্যা ৭৪ পৃ. ৪র্থ বর্ষ-শ্রাবণ, ১৩৭২ বার্ষিক—মূল্য ৬ টাকা

আয়ুর্বেদ-ভারতী—সূচীপত্র, শ্রাবণ, ১৩৭২

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	আচার্য রায়সাহেব কবিরাজ	শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার মজুমদার	১
২।	সম্পাদকীয়		২
৩।	আচার্য রায়সাহেব স্মরণে	অধ্যাপিকা শ্রীমতী চারু পাত্রী, এম-এ	৩
৪।	আয়ুর্বেদের আলোয় রায়সাহেবের অবদান	শ্রীঅমলীকান্ত বৈদ্য	৪
৫।	আচার্য কবিরাজ রায়সাহেব সেন	ডাঃ শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, এম বি	৫
৬।	শিবাম্বুধী কবিরাজ রায়সাহেব সেন স্মরণে	শ্রীহরিসেবক মল্লিক	৬
৭।	আচার্য কবিরাজ রায়সাহেব সেন	রায়সাহেব কবিরাজ শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার মজুমদার	৯
৮।	স্বর্গীয় কবিরাজ রায়সাহেব সেন	কবিরাজ শ্রীরামচন্দ্র মল্লিক	১১
৯।	কবিরাজ রায়সাহেব সেন মহাশয়ের স্মৃতি	কবিরাজ শ্রীসুধাংশু মোহন সেন, আয়ুর্বেদী	১২
১০।	স্বনামধন্য কবিরাজ রায়সাহেব সেন	অধ্যাপক শ্রীহরিসাধন চট্টোপাধ্যায়, এম-এ	১১
১১।	উৎসাহের মানুষ	শ্রীসন্তোষ কুমার রায় চৌধুরী	১৫
১২।	স্বনামধন্য বহু কবিরাজ রায়সাহেব সেন	শ্রীহেমেন্দ্রবিকাশ সেন	১৭
১৩।	আচার্য রায়সাহেব কবিরাজ	ডঃ শ্রীরামকুমার সেন, ডি-লিট্	১৯
১৪।	১৩শ বার্ষিক চরক-প্রপত্তি-বিবেক-পারায়ণোৎসবে সভাপতির অভিভাষণ	কবিরাজ শ্রীহরিপদ ভারতী, এম-এ	২১
১৫।	স্মরণী	কবিরাজ শ্রীসুকুমারকুমার রায়, সরস্বতী	১৯
১৬।	১৩শ বার্ষিক চরক-প্রপত্তি-বিবেক পারায়ণোৎসবের কার্যক্রম ও বিবরণী		৩১

আয়ুর্বেদ-ভারতী
রাখালদাস স্মৃতিসংখ্যা ২৮

আচার্য কবিরাজ রাখালদাস সেন

জন্ম—১ই আশ্বিন, ১২৮৫ মৃত্যু—১৪ই শ্রাবণ, ১৩৭২

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

রাখালদাস স্মৃতিসংখ্যা

আয়ুর্বেদ-ভারতী

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক—কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার মজুমদার, এম-এ, আয়ুর্বেদাচার্য

ত্রৈমাসিক ১ম সংখ্যা	শ্রাবণ—১৩৭২ AUGUST, 1965	৫ম বর্ষ Vol.V., No. 1

আচার্য রাখালদাস কাব্যতীর্থ

শ্রীবগলাকুমার মজুমদার

প্রসন্নিলে দীর্ঘ শীতের বিস্তৃত পরদল
বাহিরের বই-ব্যথার সহি দুখে পরম—
আত্মহীন—প্রতিপদে বিচ্ছিন্ন জীবন
আমার ভবনে। দুর্গম পথ করি লঙ্ঘন
জ্ঞানের উত্তুঙ্গ শিখরে বেঁধেছ নিজ নীড়,
নিবাসে করেছ আপন—সেবাব্রতে মুখরিত।
ত্যাগ প্রেম সহজায় ত্রিধারা নিকষে লভ
পবিত্র করেছ চিত্ত মম বরিষণে যথা
ভাষলিমা ভোলে ধরিত্রীর শুষ্ক ক্রন্দনে,
সাধনার উচ্চশৌধ রচি বর্ষাক্লান্তিনে—
জানি নীতির সমরণে স্থিতি ক্ষুণ্ণ হয়তে,
আত্মের বিজয়ারী সুস্থির বিশ্বাসের লাগে।
পাশি যথা বাঁধে বালা পালিতে নিজ আবেশে
কোল দিয়ে তেমনি শিশুে জ্ঞানের আলোকে—
চিরবন্ধন মাঝে বন্দী হতনি স্বার্থভরে
সুখে দুখে আপদে বিপদে প্রেম যুগিয়াছে
উপুক্ত করেছ দ্বার-মুক্ত যেন আকাশ
লোকের মুললিত মোহে পাছি নির্মম আশ
কলুষিত করেনি নিজেরে। রূপে রসে গন্ধে
তোমার কথা তৃপ্তি দিয়েছে অফুরন্ত আনন্দে।
চলার পথে ব্যথার ফুল ফুটেছে আবার
অঞ্চলাতে মুছে ফেলেছ কালি মলিনতার,
লোকে লোকে প্রাণের স্পর্শে করেছ মহীয়ান
বিষাদে সাথনি বিচ্ছেদ-বিষাদে হতনি ম্রিয়মান।

বহুদূর আকাশে বিচিত্রের বিকাশে
মুখরিত বনউপবন—প্রাণের উচ্ছ্বাসে—
দীর্ঘ বসন্তময় জীবনের ছেড়েছ নির্ঝর
(মৃদু মরণে) অমৃত-লভিয়া মৃত্যুরে করেছ পরাজয়।

সম্পাদকীয়

আমার এক বছর ঘুরে আমাদের হাসপাতালে এসে পৌঁছল—পঞ্চম বর্ষের মুক্তি হ'ল। চারিদিকে যেদের ঘনঘটা—মাঝখানে যেন নীরাহীন সমুদ্রের রূপ ধারণ করেছে। উত্তাল সমাবেশের মধ্যে প্রকৃতি যেন কোন বিপ্লবের আশঙ্কায় বিষণ্ণভাব ধারণ করেছে—দুর্যোগের অন্ধকারের মধ্য ধরিত্রীর সমুদ্র অঙ্গন ভিজিয়ে দিচ্ছে। এমনি সময়ে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় আচার্য কবিরাজ হাসপাতালের যেন কাণ্ডারীর হাতলটের মধ্যে দিয়ে ধরে মুক্তির অঙ্গনে যাত্রা করেছেন। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের অমলিন কৃষ্ণ সাধনার আয়ুর্বেদরূপ মহোষধি বন্টন করে যে অমৃত লাভ করেছেন, তা অকাতরে দান করে গিয়েছেন। পথে পথের বাধাবিঘ্নের মধ্য দুঃখে-নির্যাতিত জীবনের যে জ্ঞানের দীপ্তি, সৃষ্টি ও সাধনায় ঐশ্বর্য ও বীর্য আছে, তা তাঁর জীবনের নানাক্ষেত্রে—চিকিৎসা, অধ্যাপনা, কাব্যরস, কি বর্ণালোচনা প্রভৃতি বিষয়ে—রূপায়িত দেখতে পেয়েছি। বৈদিক যুগ থেকে যে জ্ঞানবর্ষার ঐতিহ্যের ও বিজ্ঞানের ধারা প্রবাহিত—তা যুগে যুগে পরিবর্তনের মধ্যে সমাহিত হলেও প্রকৃত ও শাশ্বত বৈশিষ্ট্য হারায়নি—যার ফলে আমরা আধুনিক প্রগতির যে বিভিন্ন বিজ্ঞানবিভাগ রাসায়ন-মুক্তাভস্ম-ধাতুভস্মাদি আয়ুর্বেদাচারপদ্ধতি—তান্ত্রিক-যুগের ধনলিপ্সিবিদ্যের স্বর্ণ-ঐশ্বর্যে আলোকিত হয়েছে, তার আবিষ্কার ঘটলেও সেই পরিপূর্ণ জ্ঞানবেদী প্রাচীনপন্থী যোগ-সাধকদেরই মধ্যে তিনি অন্যতম। তাঁর আদর্শ ও সাধনা ও কঠোর তপস্যার পথিক প্রেরণা যেন আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ অবদান আয়ুর্বেদের পুনরুত্থানে নিয়োজিত হয়। আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত-পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

আজ কি বিজ্ঞান রোগ, প্রতিটি বিষয়ে মৌলিক তথ্য উদ্ঘাটনের জন্য মননশক্তি উদ্বুদ্ধ হয় যেমন, পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধিৎসার তেমন চিকিৎসার সূক্ষ্ম দর্শন প্রোগনিশ্চয়ে ও ঔষধনির্বাচনে কলপ্রসূ হয়। তেমনই ব্যাধি বিশ্লেষণে কি কি জিনিস বেরি বা হয়—ইহা নির্ধারিত করবার একটা উপায় হতে পারে কিন্তু যেমের তারতম্যের ফলের কোন ইঙ্গিত সাধারণত মিলে না। আন্তরিক বিকৃতির জন্য বাইরে যে সমবায়ী প্রকাশ লক্ষিত হয়, তা যেমের আভ্যন্তরিক বিকৃতির ঠিক পরিচয় দেয় না—সমস্ত দেহে মানসিক কি বিকৃতি উপস্থিত করছে, তারও সাক্ষ্য দেয়। সুতরাং যন্ত্রের সহিত মননের মিলি ঘটি বিদ্ধ না থাকে, তবে রোগ জ্ঞান, পরিণামে যে অবস্থান্তর ঘটতে পারে, তার প্রতিক্রিয়াজনিত প্রতিরোধের ঔষধ নির্বাচনে সমস্যার অন্ত বা অন্ত রোগ হইবে, এতে সন্দেহ নেই। তাই রোগের ভাষা জানতে হলে যন্ত্রের সঙ্গে মনের মর্মন বা সুসমন্বয় থাকা একান্ত প্রয়োজন। দৈহিক ক্রিয়ার বিশ্লেষক আর আপেক্ষিক অক্রিয়-উভয়ের মধ্যে বিরোধ আছে। এই আপেক্ষিক ক্রিয়ার যে বিকৃতি ঘটে, তাই সমস্যার গুরু চিকিৎসা, আর এই প্রকৃতিকে রক্ষা করাই আরোগ্যের লক্ষণ।

এমনকি, মানসিক আঘাতের ফলে প্রকৃতি এমনভাবে

আর বিকৃতিও একরকম,—মানসিক আহারের ফলে প্রকৃতি ও বিকৃতি আর একরকম এবং তামসিক আহারের ফলে প্রকৃতি ও বিকৃতির নিয়ন্ত্রণও অসম্ভব নয়। এতে ক্ষুধার সত্ত্ব (প্রকাশ), শক্তি (তেজ) ও জড়তা (অন্ধকার) স্বভাবে প্রতিফলিত হয়। অতএব এরা রোগ, প্রকৃতি, দেহ, আহার্য, পরিবেশ প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করে। যে-বিদ্যা শারীরক স্বরাজুপতিক ব্যাখ্যায় পর্যবসিত—চিত্তের দুর্বিষহ প্রবেশে প্রাঙ্গণ হয়ে ওঠে না এবং বুদ্ধির দীপ্তির উন্মেষ করে না বাঁকা বিষয়ের বিশ্লেষণ ও ঐক্যের মিথুন মিলনসূত্রে—সেখানে পড়ে ওঠে একটা বিচ্ছেদ ও বিপরীত ভাব। তা কেবল চিকিৎসায় নয়—সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতি ক্ষেত্রেও একটা বিদঘুটে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে প্রকৃতির পৃষ্ঠায়—তা মানবীয় হোক, আর তামসিক হোক—যে দুষ্প্রাবলী বিচিত্রিত, তার সঙ্গে বিশুদ্ধ হয়ে সম্পর্ক অন্ধকারের যারা বাঁধে চিরদিনই। ইহা স্বাভাবিক—তাদের লাগে ভাল স্বার্থহীন কার্যকলাপ—মানিকতা আর প্রকৃতির তালে তোতা, মূলকল, নবীনরঙ্গ প্রভৃতি—অবশ্য মানোন-উদ্যানের মত পল্লীবালার অন্তরের কথা বলে,—কারণ, দেহের ও মনের পরিচয় তাদের সহজ ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়। মানুষের সৃষ্টি প্রকৃতির বিকৃতি বা তন্ত্রিত সত্যালোকের আদর্শ-সৃষ্টি—তাতে আছে কৃত্রিম কল্পনা—টেকনিক ও'ল স্বাভাবিক মানুষী লীলা ও নিরঙ্কুশ লালিমা—আপন অন্তঃপ্রেরণায় বিচিত্র প্রকাশ। যার ভেতরে লোক বাইরের সৌন্দর্যের টানে বেরিয়ে পড়ে—সে আত্মহারা। এরা শুধু নয়ন পরিতৃপ্ত করে না, অন্তরের উৎস খুলে দেয়—একটি মানুষ, অন্যটি চিরন্তন প্রকৃতি। চিকিৎসায় জটিলতা সামান্য এরাই।

রোগের বৈচিত্র্য বেশির ভাগই আহারীয় কারণে—বাইরের কারণ অতি সামান্য। যদি দেহের স্নায়ু, পেশী ও গ্রন্থির কার্যকারিতা স্বাভাবিক থাকে—রোগমুক্ত থাকে, তা হলে রোগ শুধু নিরোগই হয় না, সৃষ্টির নানারূপ খেলা চলতে থাকে। আর যদি দৈহিক বিকৃতির সহিত মানসিক বিকৃতি বিদ্যমান থাকে, তবে রোগ-মন পাশবিক ভাবেরই লীলাভূমি হবে। পিতৃগ্রন্থি (Sex glands) স্বাভাবিক না থাকলে মানুষ হয় কামুক—অক্ষগ্রন্থি (Thymus) বিকৃত হলে সে হয় উগ্র, নরহত্যাকারী প্রকৃতি—শিবনেত্রী গ্রন্থি (Pituitary) রোগযুক্ত হলে নীচতা পরশ্রীকাতরতা, কল্পনাহীনতা প্রকৃতি রোগ করে। এইরূপ অন্যান্য গ্রন্থির কারণও বিচিত্র। তবে স্ত্রিরোগের বিকৃতির জন্যই এইগুলির বিকৃতির সম্ভাবনা হয়। সুতরাং রোগমুক্তি না থাকলে রোগাক্রান্ত হয়। তবে পরিবর্তনও আসে না। মানসিক ও দৈহিক শক্তির মানের ওপরই জাতির ও ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে। ঐশ্বর্যের আদর্শে দেহের নির্মাণ করতে গিয়েই যত অনর্থ সংঘটিত হয়। তখন বিজ্ঞানের বিবেচনা না করে সর্বত্রের অর্থের লোলুপতা বৃদ্ধি পায়—ফলে, দুর্নীতির দুইক্ষেত্রে মানবতা ও শালিনতা ব্যাহত হয়—অধিকাংশ তখন সাধনার অতিপথে অনন্তমীর মায়া সৃষ্টি করে। প্রকাশধর্মি পৃথিবীর দেহকে নানাভাবে যে সৃষ্টির মহাযজ্ঞ চলেছে, তার প্রকাশ অবিচারা হলেও বিকৃতির আপাতরম্য বিভিন্নতা সৃষ্টি আবরণ করে মনুষ্যের অন্তরের অন্তরে তার নিরঙ্কুশ অবস্থিতির পার্থক্য যেমন প্রতিভাত হয়। বিজ্ঞানের চমৎকারত্বে সেই এক প্রাণধারা পরমধ্বনি শুনা যাচ্ছে—মানুষ বিচিত্রের বিশ্লেষণে সহজ চাতুর্যে ধরাই দেবে উঠুক।

যারা চলবার পথের সাথি—সুখে দুঃখে,সম্পদে বিপদে জনের সন্তানের সহযাত্রী—পূর্ণিমার পূর্ণযৌবন, আবার অমাবস্যার নিঃস্বতা—প্রাহক, অনুগ্রাহক, লেখক, তাদের সকলকে অন্তরের চিত্তে স্মরণ করছি—অন্তরের সম্প্রীতি জানাচ্ছি আর 'অনুর্বেদ-ভারতী' নবকলেবর শুভদিনে।

राखालदास-स्मृतितर्पणम्

एम्. ए.-पञ्चवर्षीय-विद्यालयः प्रौढशिक्षणविभाग द्वारा निर्मितः

यस्मिन् कौलिमन् मह्य धर्म-पौरुष-सद्गुण ।
राखालदासनाम्ना त्वं सेनान्वयस्य भूषण ॥ १ ॥

इतिहासपुरुषेषु कौलिन्येन सम्मतिं ।
निर्जित्य मृत्युजित् मृत्वा यस्मलोके विराजसे ॥ २ ॥

अभुक्तस्य दिने स्वापि सहस्र भुक्तवान् प्रत्यहः ।
कालजीर्ण परीक्षायां प्रवेशत्वमुद्गतः ॥ ३ ॥

दीनो विद्यसे दैन्यम् आत्मनो निरन्तरः ।
धनवान् भूरिशोऽन्यस्मै निरन्नोवस्त्र सन्तम् ॥ ४ ॥

अज्ञानस्थान्तमाकोऽपि निर्बन्धोऽपि स्वयं पुरा ।
ज्ञान-धन्य-प्रदाता त्वं पुरुषः कोऽपि भूमवे ॥ ५ ॥

शैशवे पितरं पुत्रं बाल्ये च जननीं सुताम् ।
हारयित्वा सुपुत्रत्वं विद्युद्दीने दिवाकरः ॥ ६ ॥

नास्त्यं सेवृक्षत् त्वं भो नाम्नायश्च कुलस्य ।
प्राप्तवानपि प्राप्य सत्य-न्यायपथोज्ज्वलम् ॥ ७ ॥

धर्मार्थकाममोक्षाणां वैचित्र्यं यदि नो हरिः ।
आनीयते समाजस्तो पुत्रेण हरिणं गुरुम् ॥ ८ ॥

स्वार्थनिमिरसन्नानसंहृते परजीवने ।
परार्थपरता प्राप्य कोऽपि त्वं दीनबान्धवः ॥ ९ ॥

मधुरं भाषणं साधो मधुरं चरितञ्चते ।
सारल्यं दिशुवन् स्मृत्वा इक्षुकारः प्रकाशते ॥ १० ॥

क्रन्दनं समाजस्ये खेदं वृत्तम् सुवस्ता तु गच्छति ।
राज्यस्य कोऽप्यस्य त्वं जन्यवाग्मर्हसि ॥ ११ ॥

सत्पुत्रस्ते सहस्राणि नक्षत्राणि द्युतानि ते ।
त्वां अन्यलोकमानेतुं कोऽपि नयु क्षमाः ॥ १२ ॥

आयुर्वेदের আলোয় রাখালদাসের অবদান

পার্থিব কথাশিল্পী শ্রীঅবনীকান্ত মৈত্র

আয়ুর্বেদের অনুপম আলোয়
জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমীক্ষায়
যত্নবানী মন

স্নেহে স্নেহে কত শত
অনুপ্রাসন
পরোপরি সমকুল ।

আচার্য কবিরাজ রাখালদাস সেন

· ডাঃ শ্রীনলিনীরঞ্জন সেন গুপ্ত

পরিচয়প্রসঙ্গে আমার পরম শ্রদ্ধেয় আচার্য কবিরাজ রাখালদাস সেন মহাশয়ের চিকিৎসাধীনে বঙ্গদেশের আয়ুর্বেদ-সমাজের একজন প্রকৃত প্রাচীনপন্থী চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে হইল। আয়ুর্বেদে তাঁহার অপূর্ব অধিকার ছিল। বহুকষ্টে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া বহু ছাত্রকে সেই বিদ্যা দুই হাতে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিদ্যা আয়ুর্বেদে সীমিত ছিল না। সংস্কৃতে পারদর্শিতার তিনি বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সাধ্য ও শক্তি থাকা সত্ত্বে তিনি যশের সহিত অধ্যাপন করিয়াছিলেন।

তিনি কথাশিল্পীদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে কথা কহিলে সকলেই তাহার পরম আনন্দে ভরিয়া যাইত। সকল শাস্ত্রে অধিকার থাকায় তাঁহার কথার ভিতরে এমন জ্ঞান পাওয়া যাইত যে, জ্ঞানপিপাসু জনের সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইত।

সংস্কৃতে কথা কহিলে এত সহজ সংস্কৃতে এবং এমন সহজে বলিতে পারিতেন যে, তাঁহার নিকট বসিলে মনে হইত সংস্কৃতে কথা বলা অতি সহজ এবং অতি শীঘ্র আয়ত্ত করা যায়। তাঁহার বিদ্যার গভীরতা ১১শ-শ্রেণীর-সুপণ্ডিত ছাত্রদিগকে তাঁহার কাছে সংস্কৃত পড়িতে দেখিয়া অনুমান করা যায়।

এই বিদ্যা অর্জন করিবার জন্য তিনি যে অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে তিনি রাস্তায় বসিয়া অধ্যয়ন-সন্ধের মধ্যে আহার করিয়া দিন কাটাইয়াছেন। সমস্ত দিনে একবার রাস্তায় বসিয়া আহার। তাহাও আবার যে দিন রাস্তায় আহার করিতে বসিবার সময় পরিচিত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইয়া যাইত, সেই দিন আর আহার হইত না। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত পদ্মনাথ সেন মহাশয়ের আশ্রয় পাইলে আর অন্যত্র যাইতে হয় নাই। পদ্মনাথ সেন মহাশয় তাঁহাকে আয়ুর্বেদ ও আয়ুর্বেদ শিক্ষা দেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই সংস্কৃতে সুপণ্ডিত করিয়া দিয়াছিলেন। আয়ুর্বেদ-শিক্ষা তিনি মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ সেন ব্যতীত স্বর্গীয় রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন মহাশয়ের নিকটেও করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তিনি যখনকার দিনে যত বড় বড় কবিরাজ ছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের কাছে যাইতেন ও শিক্ষা লাভ করিতেন। তারানাথ বাচস্পতি মহাশয়ের কাছেও তিনি শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তাঁহার মাড়ী-জ্ঞান ছিল অসাধারণ। অনেক দিন অনেক সময় তাঁহাকে নাড়ী দেখাইলে তিনি বলিয়াছেন—"তোমার যে বড় ক্ষুধা পাইয়াছে।" আমি মিথ্যা করিয়া বলিতাম "না, এখনই খেয়ে আসছি"। কিন্তু তাহাতেও তাঁহাকে কখনও ঠকাইতে পারিতাম না। "পেটে আম হইয়াছে", "রাত্রে ঘুম হয় নাই" ইত্যাদি তিনি নাড়ী দেখিয়াই বলিয়া দিতেন।

ধর্মবিষয়ে তিনি আমার জন্য মহাশয়ের আশ্রিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই ধর্মচর্চা, আয়ুর্বেদ-চিকিৎসা, ব্যাকরণ, ন্যায়, সাংখ্য প্রভৃতি বিষয় চর্চা করিতেন। তাহাতে উভয়েই পরম

আনন্দ পাইতেন। আমার কাকা মহাশয়ের নিকট তাঁহার বিদেহ-মুক্তি হইতে শুনিয়াছি। বিদেহ-মুক্তি যে কি তাহা আমরা তাঁহার নিকটই প্রথম শুনি, তাহার আগে আমরা জানিতাম না।

তিনি বর্ধমানের জানিবার জন্য অনেক সাধু সজ্জন ও মহাপুরুষের নিকট যাতায়াত করিতেন ও অনেক নূতন নূতন কথা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি ও আমরা অযোধ্যার শ্রীসম্প্রদায়ের সম্প্রদায়ের আচার্য-প্রবর শ্রীরঙ্গরাম স্বামীজী মহাশয়ের নিকট দীক্ষিত। সেই দীক্ষার আমাদের সহোদর ছিলেন বিখ্যাত বরীন্দ্র রামায়ণ দাস (পূর্বাশ্রম নাম ডাঃ ইন্দুভূষণ বসু), বিখ্যাত হোমিও চিকিৎসক ডাঃ বি. সাহা, ট্রপিক্যাল স্কুলের ডিরেক্টর ডাঃ বরীণ বসু, চাই-কোর্টের সরকারপক্ষের উকীল বরেন্দ্রর বহুলাল এবং আরও অনেক মহামনীষীগণও ছিলেন।

তিনি পরলোকগত আত্মার সহিত কথা কহিতে পারিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার লেখা "উত্তরায়ণে" মাসিকরূপে প্রকাশিত প্রবন্ধ পড়িয়া জানিতে হইবে।

সুদীর্ঘ জীবনে তাঁহার, আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে অনেক লিখিয়া যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কিছু বিশেষ লিখিয়া গিয়াছেন বলিয়া জানি না।

আজ তাঁহার পরলোকগমনে একজন সর্বশাস্ত্র-বিদ্ সুপণ্ডিত ও শ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদসেবী চিকিৎসকের যে অভাব অনুভূত হইল, তাহা অপূরণীয়।

চিকিৎসক কবিরাজ রাখালদাস সেন স্মরণে

শ্রীহরিপদ বসু
(অধ্যাপক, I. I. T., Kharagpur)

আজ প্রায় এক বৎসর পূর্বের কথা—আমি কলিকাতায় এক ছেলে থাকি। বিবেকানন্দ রোডের এক বাড়ীতে এক সাধু-স্বামিজী থাকেন, সেখানে প্রায়ই যাই। স্বামিজীর সঙ্গে অনেকদিন আগেই পরিচয় হয়েছিল, তখন তিনি অন্যত্র থাকতেন। বিবেকানন্দ রোডে স্বামিজীর থাকা-কালীন সেই আশ্রমে কবিরাজ মহাশয় রাখালদাস সেনের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। স্বামিজী বিলক্ষণ, কোনও হুজুগে দিন চলে, লোক সমাগম বেশ হয় কিন্তু সকলের সাহায্য বা পূজা গ্রহণ করেন না। অপূর্ব সংযমী এবং যোগী, তাহার চরিত্রের কোনও ত্রুটী থাকিলে তার পূজা গ্রাহ্য করেন না। অনেক ধনী অনেক কিছু দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাহাতে স্বামিজী লোকের দান থাকার গ্রহণ করেন নি—অধিকন্তু গালাগালি করে তাড়িয়ে দিয়েছেন। দুর্ভিক্ষের ভাণ্ডারে, দুর্ঘটনাস্থলে সকলেই ধনিক, তাঁহার সাহায্য পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন এবং তাঁহার সেবার অধিকার পেয়েছিলেন।

কবিরাজ মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে একজন।

স্বামিজীর শরীর খুবই খারাপ, কবিরাজ মহাশয় একদিন আমাকে বললেন—"তুমি আমার বাড়ীতে যেও, ওষুধ দেবো, নিয়ে এসো।" তাঁহার কাছে

ঔষধ আনতে গিয়ে নানা কথায় আমার আত্মীয়তার কেটে গেল এবং ক্রমশ ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেয়ে তিনি পরমাত্মীয় হয়ে উঠেন। একদিন জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি স্বামিজীর কাছে যাও কেন?" কোন সদুত্তর দিতে পারিনি, তারপর অনেক ভেবেছি, আজ পর্যন্ত কোন উত্তর খুঁজে পাইনি। স্বামিজীকে ভালবাসতাম কিনা, জানি না, তবে তাঁকে খুব ভাল লাগত, তাই যেতাম। তাঁহার এক অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি ছিল, যার ফলে সেখানে আমার একরকম নেশা হয়েছিল বেশ, তাই তিনিও সময়ে অসময়ে প্রায়ই স্বামিজীর কাছে যেতেন এবং তাঁহার সঙ্গে ধর্ম-সম্প্রদায় নানা আলোচনা করতেন।

মেহরবানার পর যখন স্বামিজী ঔষধের পরপারে চলে গেলেন, তখন আর কবিরাজ মহাশয়ের কাছে ঔষধ আনবার যেতে হত না এবং কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে যোগাযোগ অনেকদিন ছিন্ন থাকে। বেশ কয়েক বৎসর পরে হঠাৎ একদিন তাঁর সঙ্গে পথে দেখা হলে তিনি সব কুশল জিজ্ঞাসা করেন এবং অতি আপনার জনের মত তাঁহার বাড়ীতে যেতে বললেন। তখন পুনরায় মধ্যে মধ্যে কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীতে যাতায়াত আরম্ভ হয়। তখন তখনও আমার শরীর খারাপ দেখলে নিজেই ঔষধ দিতেন—বলা বাহুল্য, ঔষধ বিনামূল্যেই দিতেন। তাঁহার উদারতা দেখে মনে হত তিনি অতি আপন জন, তাই কখনও ঔষধের মূল্য দেবার কথা মনে হয়নি বা সাহস হয়নি। অনেকবার প্রশ্ন করেছেন, "আচ্ছা, স্বামিজীই বা কে, আমিই বা কে, আর তুমিই বা কে? আমাদের মধ্যে এত ঘনিষ্ঠতা কেন? বিশ্বাই আমাদের মধ্যে জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধ না হ'লে এমনটি হ'বে কেন?" এই রকমের কথার উত্তরে আমিও অনেকবার বলেছি—"যদি স্বামিজীর সঙ্গে জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধই থাকে, তাহলে আমাদের নিজের মনের মতন করে তৈয়ারী না করেই অকালে ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন কেন?" কবিরাজ মহাশয় শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন—"সে অনেক কথা, তোমাকে বলবার সময় হয়নি এবং আদেশও হয়নি।"

কবিরাজ মহাশয়ের কাছে গেলেই নানা কথার মধ্যে উপনিষদ্ প্রভৃতি থেকে অনেক গল্প বলতেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে ভক্ত সুরদাসের এক ঘটনা বললেন। অন্ধ সুরদাস গান গাইতে গাইতে চলেছেন, পথের ধারে কূয়া ছিল, তার মধ্যে পড়ে গেলেন। পরমভক্ত ভাবলেন, শ্রীকৃষ্ণই ফেলেছেন কূয়ার মধ্যে, এবং যদি উঠাবার প্রয়োজন হয়, তবে তিনি নিজেই উঠিয়ে নেবেন। এই অভিমান নিয়ে সুরদাস কূয়ার মধ্যেই গান গেয়ে চলেছেন। পথিক যে যায়, তাঁকে তুলবার জন্য এগিয়ে আসে। সুরদাস জিজ্ঞাসা করে—"তুমিই কি আমাকে ফেলেছ?" যখন তাহার উত্তর আসে "না", তখন সুরদাস তাকে চলে যেতে বলেন। যেমনি করে অনেক পথিক আসে কিন্তু কেহই সুরদাসকে তুলতে পারে না। শেষে একজন এলেন তিনি সুরদাসের জিজ্ঞাসার উত্তরে বললেন—"হাঁ, আমিই তোমাকে ফেলেছি।" তখন ভক্ত সুরদাস হাত বাড়িয়ে দেন এবং হৃদয়বেশী শ্রীকৃষ্ণ কূয়া থেকে তাঁকে উপরে তুলে নেন। উপরে উঠেই সুরদাস আবেগভরে পথিকের হাত জড়িয়ে ধরেন, পথিকও ধরা দেবার পাত্র নহেন, হাত ছাড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে যান। তখন সুরদাস বললেন—"আমি দুর্বল, তাই

তুমি কাঁটা ফেরে আমার হাত থেকে পালাবে কি পেরের? যেদিন তা পারবে, সেদিন বুঝবো তুমি সত্যই মরেছ।" এই ঘটনার কথাটি কবিরাজ মহাশয়ের খুব প্রিয় ছিল, এবং বলতেন—"যাঁরা, এমনি করে নিজের ভেক ও অভিমান নিয়ে ঘরে থাকতে পারেন তখনই তাঁর খুব নিজের অন্তরে যাবে, তাঁকে আপনার করলে নিজের দীমার মধ্যে সেই অসীমকে পাঁওয়া যায়।" এই প্রসঙ্গে কবিরাজ মহাশয় বলতে থাকেন—"তুমি যে রেডিওর কথা, দেশবিদেশের খবর রেডিওর সাহায্যে বলতে পার। এখন এই সভায়, কত লোকেই 'রেডিও ফ্লুয়ে'—দিল্লী, কলকাতা, আমেরিকা, লণ্ডন, আরও কত, কিন্তু তুমি বেটিতে পছন্দ ক'রে ধরতে চাও, কেবল সেইটিতে অনেকগুলি যন্ত্র দিয়ে ধরতে পার। ধরবার জন্য উপযুক্ত হয়ে চাই এবং কোন জায়গায় 'রেডিও' শুনতে চাও, তা ঠিক করে সকল ভাজনার মধ্যে যে জায়গা পছন্দ করবে—তার সঙ্গে খুব ধৈর্য-সহকারে যোগ করলে তখনই সেই জায়গার গান শোনা যাবে। এই ভাবে একই জায়গায় যদি একজন এবং একই সময়ে অনেকে কথা কইতে থাকে—তাহলে শ্রোতার কান যার সঙ্গে যোগের ঘটাবে, তারই কথা শোনা যাবে। এই যোগাযোগই হল আসল কাজ। যদি আমরা মনে প্রাণে এক হয়ে ঠাকুরের সঙ্গে যুক্ত হতে পারি, তখনই তাঁকে পাওয়া যাবে, অন্য নয়। কলাগাছে নিজের নিজের ভাবে কার মধ্যেও সেই যোগসূত্র খুঁজে নিতে হবে সকল কাজের মধ্যে তাঁকে যুক্ত ক'রে রাখতে হবে, সবই তাঁর কাজ এই প্রাণপণে বিশ্বাস করতে হবে, তা না হলে তাঁকে ধরা যাবে না।" এইসকল কথা বলতে বলতে কবিরাজ মহাশয় অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন এবং আমি অবাক্ হয়ে দেখি।

এই ভাবে কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে যত বুঝিলাম যাকে তত্ত্বই মনে হয় আসল কাজ হচ্ছে না, দূরে দূরে রাইছে। তিনিও সকল সময়ে অন্তরের ব্যথা বুঝে নেন। একদিন বললেন—"তোমায় এক অদ্ভুত মহাপুরুষের কাছে নিয়ে যাব, তুমি তাঁর সঙ্গ স্পর্শে পরম শান্তি পাবে। মনে আছে, ১৯৪৮ সালের অগ্রহায়ণী পূজার দিন সকালে কবিরাজ মহাশয় সঙ্গে করে সেই মহাপুরুষের কাছে আমাকে নিয়ে যান—পরে শুনি, স্বামিজী পূর্ব কোনও এককালে এই মহাপুরুষের শিষ্য ছিলেন—সে অনেক অদ্ভুত কথা। কবিরাজ মহাশয় সেই মহাপুরুষকে "কর্তা" বলতেন। প্রথম সাক্ষাতেই শ্রীশ্রীকর্তা লেখকের চির এমন করে অধিকার করেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। শ্রীশ্রীকর্তার সঙ্গে মিলন সাধনের জন্য আমি কবিরাজ মহাশয়ের কাছে চিরঋণী। শ্রীশ্রীকর্তার সঙ্গ-লাভের সৌভাগ্যও বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। তিনি ১৯৫১ সালে অমর লোকে চলে যান। লেখকের জীবনাকাশে এই দুই মহাজন—শ্রীশ্রীকর্তা ও স্বামিজী সৎসঙ্গের মেঘের মত অকস্মাৎ মধ্যেই অস্তমিত হইয়া যান।

স্বামিজীর তিরোধানের পর যেমন কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্বাভাবিক ভাবে ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, শ্রীশ্রীকর্তার তিরোধানের পর তেমনটী হয় নাই। তাঁদের তিরোধানের পর তাঁদেরই সঙ্গে যোগাযোগ বজায় ছিল কবিরাজ মহাশয়ের মাধ্যমে। তাঁদের বাণী ও নির্দেশ এবং তাঁরা যে জগতে আছেন, তার সব সংবাদই যে কবিরাজ মহাশয়ের মাধ্যমে পেয়েছি, তা লিখে শেষ করা যায় না। একদিন আলোচনার মধ্যে কবিরাজ মহাশয় বলে উঠলেন—"আরে

ওঁরা যে ভবনে এসেছেন বলে রয়েছেন, তোমায় কি ক'রে দেখাব ? আমার সাধ্যও নেই, ক্ষমতাও নেই"। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকার পর বললেন,—"কর্ত্তা জানাতে বললেন যে, যখন তুমি ওঁদের স্মরণ করবে, তখন ওঁরা যে সূক্ষ্মভাবে তোমার কাছে এসেছেন ব'লে মনে প্রাণে বিশ্বাস করবে। এইভাবে ওঁদের উপস্থিতি মনে করতে করতে সূক্ষ্মের সঙ্গে সমন্বয় হবে এবং তারপর অনেক কিছু সূক্ষ্মভাবে দেখতে ও শুনতে পাবে, ভয় নেই।" এইভাবে সূক্ষ্ম জগতের কত যে গূঢ় সংবাদ কবিরাজ মহাশয়ের মাধ্যমে পেয়েছি, তা লিখবার আবেশ নেই।

উত্তর কালে একবার কলিকাতায় যাইয়া-কালীন আমার Athritis রোগ হয়, অনেক বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে চিকিৎসা করা হয় – বিশেষ কোন উপকার যখন হল না, তখন একদিন শুনে কবিরাজ মহাশয় বললেন—"অনেকদিন চেষ্টা করলে কিছু যখন হল না, তখন পাই। আমাদের হাত, আমরা একবার দেখি, কি করা যায়।" তাঁহার সঙ্গে সুক্ষ্ম শিষ্যরাও তাঁহার কাছেই ছিল। দুইজনে পরামর্শ করে চিকিৎসা আরম্ভ করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ নিরাময় করিয়ে দেন। এমনি করে তিনের পর তিন তাঁহার অতি নিকট আত্মীয় করে নিয়েছিলেন।

আজ তিনি স্থূল শরীরে আমাদের মধ্যে না থাকলেও আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি যে, তিনি সূক্ষ্ম শরীরে বিরাজ করছেন এবং সকলের মঙ্গলের জন্য আরও অনেক চেষ্টা করে চলেছেন। কবিরাজ মহাশয়ের সাধনার বাণী তাঁহার মনে পড়ে গেল—"মনের কথা মনে থাকবে, যেন কেউ কিছু না জানতে পারে।" কবিরাজ মহাশয় জ্যোতির্ময় রাজ্যে শান্তিতে থাকুন এবং শ্রীশ্রীজগদম্বিকাদেবীকে সন্তানরূপে নিয়ে আমাদের গৃহ অন্ধকারকে আলোয় সন্ধান দিন, ইহাই প্রার্থনা।

সাধক কবিরাজ রাখালদাস সেন

রাজবৈদ্য কবিরাজ শ্রীবৎসাকুমার বসুমহাশয়, এম-এ, আয়ুর্বেদাচার্য

পবিত্র ভাগীরথী-বিধৌত ভাটোরার অনতিদূরে অজ্ঞাতনামা পল্লীগ্রাম নিবাসের নিরালা কোণে ৮৮ বৎসর পূর্বে জন্মাষ্টমীর পূর্বদিন পঞ্চমী চতুর্দশী তিথিতে যে শিশুটী ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, সেই শিশুই বড় হয়ে বেদনামুখর ভারতী যেমন মৈত্রেয় নিলা কেন করে উপলব্ধির মধ্যে থেকে থেকে ফুকুলে মধুরের হাসি ছড়িয়ে আজ মধুরের বক্ষে চির-শান্তির আসন নিয়েছেন এমন—তার নাম সাধক কবিরাজ রাখালদাস সেন। আজ অস্তগামী সূর্যের দীপ্তির দিকে চেয়ে তাই ভাবি, মানুষের জীবনও এইরূপ প্রতিভার অন্তরালে লুকিয়ে থাকে।

পিতার নাম ৺ললিতানন্দ সেন, মাতার নাম ৺ললিতা দেবী। পিতা মাতা যান তার ৭ বৎসর বয়সে, মাতা তার ১৩।১৪ বৎসরে। সুতরাং পিতৃ-সুখে অন্য কোন আশ্রয় না পেয়ে মাতুলালয়ে ৬-৭ম

ভক্ত মধ্যে মধ্যে এরূপ করিতে হয়, তাহাতে আপনি দুঃখিত হইবেন না। আমি ও বসন্তবাবু আপনার মতই একনিষ্ঠ আয়ুর্বেদ-সেবক ও শুদ্ধ আয়ুর্বেদের পাঠ্যক্রমের সমর্থক।" আমার প্রতি ভালবাসার জন্য এই রাত্রি দিয়া যাইবার সময় মধ্যে মধ্যে আমার বাড়ীতে আসিতেন এবং কি করিয়া আয়ুর্বেদ রক্ষা পায়, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। দুঃখের বিষয়, ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলেও আমাদের দেশের নেতাদের এ সম্বন্ধে চিরকালই ঔদাসীন্য দেখা যাইতেছে। যদি সরকারের কিছুমাত্র দূরদৃষ্টি থাকিত, তাহা হইলে ৮৮ বৎসর বয়স্ক কবিরাজ রাখালদাস সেনের নিকট হইতে আয়ুর্বেদের বহু মূল্যবান তিনি গ্রহণ করিয়া অবশ্যরক্ষার স্থাপন করিতে পারিতেন। ইহাতেই মনে হয়, রৈষিক স্বাধীনতা পাইলেও মানসিক স্বাধীনতা এখনও দেশে আসে নাই। আজ দেখিতেছি, যখন স্বনির্ভরশীল হইতে বলা হইতেছে, দেশীয় চিকিৎসা হাজার হাজার বৎসর ভারতের চিকিৎসার দায়িত্ব লইয়াছে, সেই দেশীয় চিকিৎসাকে চিকিৎসা-বিষয়ে দেশকে স্বনির্ভরশীল হইবার জন্য কি চেষ্টা করা হইয়াছে? তাঁহার আর একটী বৈশিষ্ট্য ছিল, বন্ধুবান্ধবের সহিত কথাবার্তায় মাঝারি দৃষ্টান্ত দিয়া রসাত্মক বাক্য প্রয়োগ করা। তিনি অত্যন্ত ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন এবং তারক-বিশ্বাস ও শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্তের গুরুদেব ছিলেন।

কবিরাজ রাখালদাস সেন মহাশয়ের স্মৃতি

আয়ুর্বেদাচার্য শ্রীমুরারি মোহন ঘোষ, কাব্যতীর্থ,
অধ্যাপক, বিশ্বনাথ আয়ুর্বেদ কলেজ

এক এক করে বাংলার প্রাচীনপন্থী কবিরাজগণ বিদায় নিচ্ছেন। অবশ্য পরিণত বয়সেই কবিরাজ রাখালদাস সেন পরলোকগত হয়েছেন, এতে অস্বাভাবিকতার কিছু নেই, কিন্তু আয়ুর্বেদ-শিক্ষা এবং চিকিৎসাজগতে তাঁর স্থান পূর্ণ করবার মত জ্ঞানী, গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তি বাংলার কবিরাজ সমাজে আর বেশী দেখা যাচ্ছে না—এটাই আপসোসের বিষয় এবং চিন্তার কারণ।

আয়ুর্বেদের নিজস্বধারায় একে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরার মতো যে গভীর জ্ঞান ও যোগ্যতা কবিরাজ রাখালদাস সেনের মধ্যে আমরা দেখেছি, তা অপূর্ব। তিনি কঠিন পঞ্জিবিধানের সংস্কৃত টীকাকে প্রায়শ বাংলায় অনুবাদ করে যে বইখানা লিখে গেছেন, বাংলার পণ্ডিত ও সুধী-সমাজে উহা বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। কেবল তাই নয়, আয়ুর্বেদানুসন্ধিৎসু, আধুনিক বিজ্ঞানীরাও বার্ধক্যের ওপরমহিত এমন সহজ বাংলা ভাষায় রচিত বইখানার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন।

বিশ্বপ্রেম তাঁর কাছে কাঁকা বুলি, আকাশ কুসুম নয়, তিনি নিজের দেশ ও জাতিকে ভালো না বেসে, নিজের জাতিকে সমৃদ্ধিশালী না করে, নিজের জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ না করে—স্বাবলম্বী না হয়ে,পরের

অন্তরালে চলে যায়। কবিরাজ রাধালদাস সে-জাতীয় ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি ছিলেন স্বজাতি-বৎসল। তাঁহার চরিত্রের প্রধান গুণ ছিল—নিষ্ঠার সহিত, সততার সঙ্গে দেশীয় চিকিৎসা এবং দেশীয় ঔষধের দ্বারা রোগের সেবা করা।

জীবনের শেষদিন পর্যন্ত একনিষ্ঠভাবে তিনি তা করেও গেছেন। ইংরেজী জীবনের শেষভাগে তিনি কানে কম শুনতেন—চোখেও ভাল দেখতে পেতেন না, তবু তিনি আমাদের 'আয়ুর্বেদ-ভারতী'তে আয়ুর্বেদশাস্ত্রে নিজ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানগর্ভ মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখে আয়ুর্বেদের গবেষণা-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদে তিনি বহুবার সভাপতিত্ব করে সভার গৌরব বৃদ্ধি করেছেন।

কবিরাজ রাধালদাস সেন শুধু যে আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রেই সুপণ্ডিত ছিলেন, তা নয়, তাঁর অন্তরটি ধর্মনিষ্ঠ, কবিত্ব ও সাহিত্যরসে পরিপূর্ণ ছিল। সে-বিষয়ে কবিরাজ মহাশয়ের বহু রচনা রয়েছে। একদিকে গভীর ধর্মনিষ্ঠতাসমন্বিত প্রবন্ধ যেমন তিনি লিখতেন, অপরদিকে আবার হাস্যরসে কৌতুকপ্রদ উচ্চ স্তরের রসরচনাও তিনি লিখতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি কবিও ছিলেন।

বিগত বিভিন্ন বৎসরের মধ্যে বহুবার তাঁর সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য লাভ করেছি—আয়ুর্বেদের সভা-সমিতিতে অনেকবার মিলিত হয়েছি। সম্মিলনে তাঁকে আমাদের পুরোধা রূপে নিয়ে যেতাম। একটু মোড়লগিরী হলেও দেখেছি—নিজ সিদ্ধান্ত সমর্থনে যুক্তি ও উপমা-অলঙ্কারে তিনি আমাদের প্রচুর আনন্দ দিতেন—সেকথা ভুলবার নয়।

কবিরাজ মহাশয় খুব অল্প বয়সের মধ্যে অগ্রসর হয়েছেন—সততা ও নিষ্ঠার বলে নিজের চিকিৎসা-কৌশলেই পরবর্তীকালে প্রচুর অর্থের অধিকারী হয়েছিলেন এবং বাঙ্গালার তথা ভারতের অন্যতম ধনবান কবিরাজরূপে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তিনি আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসালব্ধ অর্থেই কলিকাতা-সহরে প্রকাণ্ড বাড়ী করে গেছেন। আজকে কবিরাজ-রাধালদাস সেন মহাশয় তাঁহার এই পুরাতন আয়ুর্বেদীয় বিদ্যার শিক্ষিত করে সুযোগ্য কবিরাজ-রূপে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। কবিরাজ প্রিয়ব্রত সেন পিতার ঐতিহ্য বজায় রেখে বাঙ্গালার আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাক্ষেত্রে আরো সুনাম অর্জন করে আয়ুর্বেদের প্রাচীন বৈজ্ঞানিকতার মর্যাদা রাখতে চেষ্টা করুন এবং আয়ুর্বেদের গৌরব বৃদ্ধির সহায়ক হউন, এটাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি।

'কাল বিবরণ'

শ্রীযুক্তা অন্নদাদাসী দেবী প্রণীত এই গ্রন্থখানি একাধারে হিন্দুধর্ম ও সমাজের নানা বিষয়সমৃদ্ধ। সংসারের বিবিধ কর্মে ব্যস্ত থাকিয়াও মহাপুরুষাশ্রিতা লিখন আত্মানুশীলন করিতেন এবং এখনও করেন তাহারই ইহা একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তাহাদের আদর্শ যে সেবা ও সাধনা, বিশেষত নারী জীবনে পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি লাভে একান্ত প্রয়োজন, তাহা মাননীয়া বিদুষী লেখিকা সুন্দরভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহা সকলের পাঠ করা উচিত। মূল্য ২-৫০ টাকা।

— প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক

প্রাপ্তিস্থান : ১৬, মৈরেল আভিন্যাল এভিনিউ, কলিকাতা-১৭

স্বধর্মনিষ্ঠ কবিরাজ রাখালদাস সেন

অধ্যাপক শ্রীঅরুণনাথ ভট্টাচার্য, এম-এ

"জীবে দয়া নামে রুচি"—পরম ভক্তের কবিরাজ রাখালদাস কবিরাজীর মহাশয়ের দেহ লোকান্তরিত হইলে পর এই প্রবন্ধ 'উত্তরায়ণে' প্রকাশিত হয়। ইহার পূর্বে কয়েক বৎসর ধারাবাহিকভাবে 'মহতের পথে' শিরোনামে ইহা প্রকাশিত হইতেছিল। লেখকের অন্যতম শ্রদ্ধেয় বন্ধু যোগাযোগের যে অপূর্ব আলেখ্যখানি কবিরাজ মহাশয়ের অবয়ব বৈশিষ্ট্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে—সহজ ঘরোয়াভাবে ঘটনাগুলির ক্রমিক উৎকর্ষমুখে সজ্জা, চরিত্রাঙ্কণের প্রতি উজ্জ্বল শ্রদ্ধা—পড়িলে লেখকের বাক্তিত্ব যেন প্রত্যক্ষ হয়। তাঁহার অন্তরের অনুরাগ আজীবন কোন দিকে প্রবাহিত তাহা স্পষ্ট অনুভব হয়। মহতের প্রসাদে মানব চরিত্রের যে অসীম রাজ ও বৈচিত্র্য চিকিৎসক জীবনে কবিরাজ মহাশয় লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং সেগুলি তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা অনুপম অনাড়ম্বর লেখনীমুখে। তাঁহার অন্তরের কাঁচাটি বুঝিয়া ফিরিয়া যাওয়ার সেই নিরুপায় মর্মান্তিক অভিমুখে হইতে 'সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। প্রসঙ্গে ভিজিটের নাম যে কবিরাজ, উহা তাহাতে সার্থক প্রমাণ হয়। চিকিৎসাসূত্রে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে শ্রীতিস্নিগ্ধ, আলাপ-নিপুণ, মানবিকতায় তন্ময় তাঁহার অন্তর যেন বাহিরে ছুটিয়া আসিত অবাক্ত স্নিগ্ধতার স্পর্শ ও পরিচয় পাইবার জন্য। শিক্ষকের (অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণবনাথ তর্কভূষণ) নিকট তিনি যেসময় পড়িয়াছিলেন। আদিত্য কাব্যের উপাধি পরীক্ষার জন্য যখন প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখন 'বৈদ্যক চরিত' ও 'শিক্ষণাদর্শের' কিছু অংশ তাঁহার নিকট অনুশীলন করি এবং ঐ পরীক্ষায় যেটুকু সাফল্যলাভ করি তাহার মূলে ছিল কবিরাজ মহাশয়ের উৎসাহ ও প্রেরণা। বিভিন্ন শিক্ষকের মত এবং পরবর্তীর জীবন-সংগ্রামে কৃতী পুরুষের মত তিনি নিপুণ অনুসন্ধিৎসার দ্বারা এবং অধ্যাপনা ও অন্যান্য ব্যবসায়ের মধ্যে কিরূপ অনুপাত রক্ষা করিলে ফলপ্রসূ হয়, তাহা বুঝিতেন।

মৃদু স্বরে আলাপ করিয়া তিনি আনন্দ পাইতেন। পাণ্ডিত্যের বলা হইয়াছে—'সর্বং স্নিগ্ধং মৃদুপ্রায়ং আর্জবং ব্রহ্মণঃপ্রথম্'—কুটিলতা মৃদুনিষ্ঠান-রূপের অনুভব যা সরলতা। বিদুষির পূর্বে স্নেহাস্পদ ডাক্তার তারকনাথ ঘোষ তাঁহার শিক্ষকের আমাদিগের অশেষ কল্যাণকামী শিক্ষক যোগেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রতি অকৃত্রিমের অন্তরালির tape-record নেন। কবিরাজ মহাশয়ের স্বরভঙ্গী ও বাক্য-মাধুর্য ধীরে ধীরে অন্তরঙ্গী হইয়া আসে। শুনিলে মুগ্ধ ও স্নেহাকৃষ্ট হইতে হয়—তাঁহার অকপটে নিজের প্রথম জীবনের প্রতিকূল পরিস্থিতির এই বিবরণ এবং শিক্ষক মহাশয়ের প্রতি তাঁহার অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন—মানবজীবনের সরল দুঃখ ক্লেশ, সংগ্রামে ও সহিষ্ণুতায় মহনীয় করিয়া তোলে স্বপ্রকাশের এই সত্যনিষ্ঠা। সংসারে প্রীতি, সমবেদনা, অনুকম্পা, ও সহানুভূতির এই স্পর্শ-

পুরুষ, দুর্বল মানুষ অন্যায় ইন্দ্রিয়ের সাথে সংগ্রাম এ সকল আয়ত্ত করিতে চায়, কিন্তু বলিই পুরুষ ইহা জীবন সাধনার অবশ্যই শিক্ষা বলিয়া অন্তরালে প্রকাশ করিয়া থাকেন কবিরাজ মহাশয়ের মত।

বহুপরিবারের সাথে অন্তরের ঘনিষ্ঠতার বিকাশে তিনি সকল পুরুষার্থ অর্জন করিয়াছিলেন— খ্যাতি প্রতিপত্তি, সমাজের শ্রদ্ধা সম্মান, অন্যায় ও অন্যায়ধর্মী অন্তরালে লাভ করিয়াছিলেন। সাহিত্য-চর্চার বিস্তৃত, আয়ুর্বেদের গৌরব-প্রচারে সর্বত্র সম্মানিত—ভারতীয় সংস্কৃতি ও আর্য মহিমার বিস্তারে নিবেদিত-জীবন ছিলেন তিনি। একটি স্বাভাবিক মানুষের রশ্মিমণ্ডলে পরিবৃত হইয়া তিনি বিরাজ করিতেন—মানুষ ও মোক্ষদা ছিল তাঁহার অন্তরিক্ষ স্বরূপ। মহানগরীর বিবিধ সমাজের ও আধুনিকতার বাহ্য কৌলুন্যের মাঝে একটা সহজ আভিজাত্য তিনি শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। ইহা অতীতের ও আগতের দিকে মনকে আকৃষ্ট করে। রাষ্ট্রের উর্ধ্বে ক্ষেত্র, বৈভব ভাবধারায় বহু সহায়ী বলিয়া অন্তরালিবেক, পুরুষানুক্রমে সাধুর বিদ্যার চর্চা, ঐশ্বর্যের বৈভব-সম্ভারের উচ্চ মর্যাদা - এ সকলের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল তাঁহার থাকিবে। সকল বৈচিত্র্য বুঝিয়া ফেলিয়া, অতীতকে অস্বীকার করিয়া মানবতার নূতন নামা পরিকল্পনা যখন জনমনকে আকৃষ্ট করিতেছে, তখন ইতিহাসের বিলীয়মান গৌরবোজ্জ্বল পরিচ্ছেদের দিকে আমাদের অন্তরকে আকৃষ্ট করে কবিরাজ মহাশয়ের মত ইহার একটি তাৎপর্য নির্দেশ।

ঊর্দ্ধলোকের মানুষ

শ্রীসরোজ কুমার রায় চৌধুরী

একদিন সকালে নিচের বসবার ঘরে বসে আছি, হঠাৎ কবিরাজ রামলালাল বাগচীর আগমন এসে উপস্থিত। কখনই তিনি ঘরে ঢুকে আসতেন না। বোধ করি, তার সময়ও পেতেন না। কখনই আসতেন, অবশ্য খুব ঘন ঘন কখনই নয়, এমনি অতর্কিতেই আসতেন।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, হঠাৎ যে! আমাকে টেলিফোন করলে আমিই ত যেতাম। কষ্ট করে আপনার আসবার দরকার ছিল না।

তাঁকে একটু অন্যমনস্ক বোধ হল, একটু বাক্য সংযত। বললেন, না, কষ্ট কিছুই নয়। তারপরে কি জানি, ঘরে ঢুকে কোথাও যাওয়া-আসা আমার বড় একটা ঘটে ওঠে না। প্রথমত, অবসর নেই। দ্বিতীয়ত, সময়ও পাই না। সেজন্যে তুমি ব্যস্ত হয়ো না।

অন্যমনস্কভাবে তিনি মাথার হাত বুলোতে লাগলেন ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল, সামনে-পিছনে সমান। মধ্যস্থলে একটি শিখা। তাতে গ্রন্থি বাঁধা। মুখের অবয়বও। বড় বড় চোখে অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

মুহূর্ত কয়েক কি ভেবে তিনি তাকালেন।

তারপর বললেন, কাল রাত্রে একটি আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছি। ঘুম ভেঙে উঠে তোমার কথা মনে পড়ল।

আমি নিঃশব্দে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর ভাবাবেগ-মন্থর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

তিনি বলতে লাগলেন, স্বপ্ন দেখলাম, আমি এবং আমার দেহ দুটিতে পাশাপাশি শুয়ে পরস্পর কথা বলছে। কেউ কারো কথা বুঝতে পারছে না। একজন ইংরেজ আর একজন জাপানী পাশা-পাশি শুয়ে নিজের নিজের ভাষায় কথা বললে যেমন হয়, তেমনি। কেউ কারো ভাষা বুঝছে না, অথচ একেবারে যে বুঝছে না, তাও নয়।

হঠাৎ তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন: দেখ, বিভিন্ন দেশের ভাষার শব্দের বিভিন্নতা থাকলেও ইংরেজ একটা মিল আছে। আমার মনে হয়, একই ইংরেজ থেকে বিভিন্ন ভাষার উৎপত্তি। তাই জাপানী ভাষা না জানলেও তার চোখের দৃষ্টি, তার অঙ্গভঙ্গী এবং বোধহয়, তার শরীরের তাপ থেকেও তার কথা আমরা একরকম করে বুঝতে পারি।

চোখ বন্ধ করে তিনি হঠাৎ স্বপ্নের গভীরে ডুব দিলেন।

তারপর ধীরে ধীরে চোখ মেলে বলতে লাগলেন, শোন, শোন। আমার কি মনে হল জান? যেটা বাহ্যিক, তার ভাষা বাহ্যিক ভাষা। কিন্তু আসল যে আমি, সে বাহ্যিক নয়। তার ভাষা আলাদা, অন্য, এক পরস্পর বন্ধু। একই ঘরে দীর্ঘকাল বসবাস করে, কিন্তু কেউ কারো ভাষা বোঝে না।

তিনি উত্তেজিতভাবে চারিদিকে চাইতে লাগলেন।

আমার চোখে পলক পড়ে না। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে তাঁর কথা কিছু বুঝলাম, অনেক বুঝলাম না। কিন্তু আমার মনের ভাবগুলো একটা অব্যক্ত অনুভূতিতে ভরিয়ে দিতে লাগল।

তিনি সত্যপ্রতিম চিকিৎসক ছিলেন। প্রকাণ্ড বড় পণ্ডিত ছিলেন। এসম্বন্ধে বলে রাখি, অত্যন্ত অল্প বয়সেই কাব্যের পরীক্ষায় তিনি বহরমপুর-কৃষ্ণনাথ কলেজে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। তিনি রসিক ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য শুষ্ক পাণ্ডিত্য ছিল না। আমি নিজে তাঁকে আত্মীয়ের মত শ্রদ্ধা করতাম এবং ভক্তের মত ভক্তি করতাম। দীর্ঘকালের সম্পর্কে এসে এই কথাই আমার বারবার মনে হয়েছে যে, মানুষটির অতি সামান্য অংশই আমি জানতে পেরেছি। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, আয়ুর্বেদশাস্ত্রে জ্ঞান, মুমূর্ষুর রক্তবোধ—এ সবের ঊর্দ্ধে আসল মানুষটি চিরদিন বিরাজ করে এসেছেন। সেই মানুষটিকে আমরা কখনই ভুলতে পারি না।

তাঁকে আমার প্রণাম জানাই

ফোন—৪৪-৪০০৩

রাজবৈদ্য ভট্টর শ্রীপ্রভাকরের

সোমরাজ

ব্রহ্মবটি, ভল্লাতক, পুষ্টি ও রক্তবর্দ্ধক

ডোজ টনিক—৪৲ মাত্র

রাজবৈদ্য আয়ুর্বেদ-ভবন

১৭১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

অমায়িক বন্ধু কবিরাজ রাখালদাস সেন

শ্রীগোপিকা বিলাস সেন

সে ১৯২৪ সালের কথা—আমি তখন কলকাতায় ৺অরবিন্দপ্রকাশ ঘোষের বাসায় থাকতাম। বাংলার জাতীয় আন্দোলনের পুরোধায় যে সমস্ত মনীষী তাঁহাদের সব কিছু ত্যাগ করে আন্দোলন করেছিলেন, ৺অরবিন্দ প্রকাশ ঘোষ তাঁদের একজন। তিনি ছিলেন আদর্শবাদী—সেই আদর্শ বাস্তব জীবনে প্রতিটি কাজের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করতেন। অসহযোগ আন্দোলনের অনেক আগে থেকেই তিনি বাংলার জাতীয় আন্দোলনের সহিত সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদে তাঁহার অবদান তাহারও অপেক্ষা কম নয়। আমি জেল থেকে বেরিয়ে তাঁর সান্নিধ্যলাভ করবার সুযোগ পেয়েছিলাম ও তাঁর কাছ থেকে অনেক শিক্ষাও পেয়েছিলাম।

একদিন তিনি আমায় বললেন—"তুমি এই চিঠিখানা নিয়ে যাও, রাখালদাস কবিরাজ মহাশয়কে এই চিঠিখানা দেবে এবং তাঁর কাছ থেকে ওষুধ আনবে"।

কবিরাজ মহাশয় তখন আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের বাড়িতে থাকতেন। তিনি তখন কলিকাতায় একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক। অরবিন্দ বাবু কবিরাজ মহাশয়ের অত্যন্ত গুণগ্রাহী ছিলেন এবং প্রায়ই তাঁহার ভবনে বসে নানা রূপ আলোচনায় সময় কাটাতেন। আমি কবিরাজ মহাশয়কে তখনও দেখিনি কিন্তু তাঁর নাম ও পরিচয় আমার বিশেষভাবে জানা ছিল। অরবিন্দবাবুর কাছ থেকে তাঁর অনেক কথা শুনতাম কিন্তু তার আগে আমি তাঁর অনেক সুখ্যাতি শুনেছিলাম ও তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা জেনেছিলাম। প্রথমত তিনি আমার গ্রামবাসী—দ্বিতীয়ত এবং প্রধানত তিনি আমার পিতৃদেবের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন; তাঁদের সঙ্গে আমাদের বাড়ির খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাও ছিল। কাজেই তাঁর অনেক কথা আমি আমার নিজের বাড়িতেই শুনেছিলাম—তাঁর অক্লান্ত অধ্যবসায়, অপরিসীম পরিশ্রম, বিদ্যার্জনের দুর্দম আকাঙ্ক্ষা এবং দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম—এসব কথা বহুর মুখে আমার বাবা মা ইঁহাদের কাছ থেকে শুনেছি কিন্তু তাঁকে দেখবার আমার সুযোগ হয়নি। তাই চিঠিখানা পেয়েই অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গেই আমি তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

সেখানে পৌঁছে দেখি, তাঁর কবিরাজী বৈঠকখানার অনেকগুলি ভদ্রলোক নানান্ বিষয়ে আলোচনা করছেন, কবিরাজ মহাশয় তাঁদের বাইরের ঘরে বসেছিলেন—চারিদিকে বই ছড়ান। বালিশের এক সোয়াসুদ্ধি গুল্‌গুল্ করছে, পৈতে কোলানো সাদা বদনে সেই আলোচনা সভাটিকে মুখরিত করে রেখেছিলেন। সেই সব আলোচনা খানিকক্ষণ শুনেই আমি বুঝলাম যাঁরা আলোচনা করছিলেন তাঁরা সকলেই বিদ্বান্ এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি। তখন কোন সময়ে সেই আলোচনার অন্ত হয়েছিল, তা আমার মনে নেই। মাঝখানে

অরবিন্দবাবুর নিয়ে আলোচনা চলছিল - তাঁহার ছুটি এবং স্বাস্থ্যের অরবিন্দবাবুর সমর্থনে আমি ছুটিতে প্রবল যুক্তি দেখিয়েছিলাম। যুক্তির জোর, বোধহয়, তার প্রস্তাবটাই আমার বেশী ভরেছিল, কেননা, তখন আমি অসহযোগ আন্দোলনের পর টাইফয়েড জেল থেকে বেড়িয়ে এসেছি। মনে হোল আমার যুক্তি এবং বলার ভঙ্গীতে সকলেই যেন স্তব্ধ হয়েছেন, সকলের দৃষ্টি যেন আমার ওপর এসে পড়ল। আমি একটু লজ্জিতভাবে কবিরাজ মহাশয়ের দিকে তাকালাম, দেখলাম তিনি এক দৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। সে এক স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি—যা আজও আমার মনে আছে—মুখে সুপ্রসন্ন হাসি।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—"তুমি কে যে"।

আমি বললাম "আমি অরবিন্দ বাবুর কাছ থেকে একখানা চিঠি নিয়ে এসেছি।"

তিনি চিঠিখানা পড়ে মিনিট দুই চোখে চিন্তা করলেন—"তুমি কি অরবিন্দ বাবুর বাড়িতেই থাক?"

আমি বললাম - "হাঁ, অনেকদিন আছি।"

তিনি জিজ্ঞেস করলেন -"তোমার বাড়ি কোথায়?"

—"বীরভূম জেলায় সিউড়ী সহরে।" তিনি একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—"সিউড়ী?"

—"আজ্ঞে হাঁ। তারপর আমার জবাব শুনে ভরে বললেন—"এঁকে চেন?"

—"আজ্ঞে হাঁ, আমি ওঁর ছেলে।"

—"ও, তুমিই মোনিকা মিলার?"

—"আজ্ঞে হাঁ।"

সে কি হাসি—সমস্ত ঘরটাই যেন হাসিতে ফেটে পড়ল।

—"তুমি যে আমার অবাক আপনার লোক হে।"

—"আজ্ঞে তা জানি।"

—"জান তো পরিচয় দাওনি কেন?"

—"সুযোগ পেলেই দিতাম।" বাবার কাছে আপনার অনেক গল্প শুনেছি।

—তুমি নিশ্চয় জান তোমার বাবা এই পৃথিবীতে আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু এবং অকৃত্রিমভাবে এলে আমার এখানেই উঠেন। তুমি এখানেই থাকবে। এই ঘরে নিয়ে যাও।

আমি বললাম—"আমি অবশ্যই রাজনৈতিক কর্মী, সুতরাং এক জায়গায় থাকা বা খাওয়া আমার জন্যে লেখা নেই।"

তিনি আবার জোরে হেসে উঠলেন এবং বললেন—"তা হোক্, তুমি একদিন আমার এখানে খেয়ে যাবে।"

—"আজ্ঞে, আচ্ছা,"—বলে আমি ওঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বেড়িয়ে এলাম।

বেড়িয়ে এলাম কিন্তু তার এই অযাচিত স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। মন আমার সেইখানেই পড়ে রইল।

অরবিন্দবাবু জানতেন না কবিরাজ মহাশয়ের সাথে আমার কোন পরিচয় বা সম্পর্ক আছে। আমি ফিরে এসে ওঁকে সব কথা বললাম। অরবিন্দ বাবু আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন—"তাহলে তুমি আমারও পরম আত্মীয়।"

তারপর মাঝে মাঝে ওঁর সঙ্গে দেখা করতাম। ওঁকে যতই দেখতাম, যত আলোচনা করতাম, ততই মুগ্ধ হতাম। কি গভীর জ্ঞান, কি পাণ্ডিত্য, ওঁর জ্ঞানের ঔদার্য্য, আত্মভিমানহীন কথা এবং সংযমশীল

ভগবানের ওপর অটল এবং অবিচল নির্ভরতা খুব কম লোকের মধ্যেই দেখা যায়।

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা জগতে তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ। পয়সাও বেশ রোজগার করতেন, কিন্তু সব বিষয়েই তিনি নিস্পৃহ ছিলেন। আমি তাঁকে বলতাম যে, "পরপারে জলবিন্দুবৎ আপনি সামান্য করেন এবং সর্বদাই ভগবান স্মরণ করে রোগীর চিকিৎসা করেন, সুতরাং শেষ জীবনে আপনি সব ত্যাগ করে সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ হয়ে যাবেন।"

—"তুমি তো তোমার বাবার মত কথা বলছ যে, তোমার বাবাও এই কথা বলতেন।"

আজ সেই ঘরের দুলাল সন্ন্যাসী হয়ে কোন কুঞ্জ সাজনে নিযুক্ত আছেন জানি না তবে সব কাজের মধ্যেই আমার তাঁর কথা মনে হয়।

বহু বৎসর পর আবার যখন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় জানিনা কেন রোগে, সেই আমার শেষ দেখা। তখন তিনি অতি বৃদ্ধ ও বধির হয়ে গেছেন—কানে ভাল শুনতে পান না এবং চোখেও ভাল দেখতে পান না। ইহজগতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেন না, পরলোকেই তাঁর সতত ধ্যান। সুপণ্ডিত, সুচিকিৎসক, সুপ্রতিষ্ঠিত অভিজ্ঞ কবিরাজ মহাশয় আজ আর কবিরাজ মহাশয় নাই—পরিপূর্ণভাবে আধ্যাত্মিক জগতে আছেন।

আমাকে ও আমার ছেলেকে দেখে অত্যন্ত আনন্দ করলেন, আড়াই ঘণ্টা ধরে আমার সঙ্গে কথা বললেন—সমস্তই সেই আধ্যাত্মিক জগতের কথা, পরলোকতত্ত্বের কথা এবং মৃত্যুর পরের কথা, যার যার আমার বাবার কথা। বললেন—"তিনি আমার বন্ধু ছিলেন ইহজগতে। তাঁরাও সর্বস্ব ত্যাগ করে আমাদের উপরে তিনি এগিয়ে গেলেন। এখন তিনি যেখানে আছেন,সে আমাদের উঁচু—আমাদের মাঝামাঝি আছে। তুমি তার আশীর্বাদ অনেক তাই এত কষ্ট পাচ্ছ। তবে তাঁর আশীর্বাদ তোমার ওপর আছে, আমি জানি। গিরিজাপতি (কবিরাজ মহাশয়ের পুত্র) তোমার চিকিৎসা করবে এবং তুমি ভালও হয়ে যাবে।"

তাঁর এই আশীর্বাদ নিয়ে আমি বেরিয়ে এলাম। সেই আমার শেষ দেখা। এই জগতের লোক আজকাল আর দেখা যায় না। আয়ুকে ঘৃতের করে, কর্মকে সম্পূর্ণরূপে জয় করে জীবনকে ভগবানের কৃপায় ধন্য করে আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করা এবং সেই জীবনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা ভগবানের অপার কৃপা ছাড়া হয় না।

মানুষ জগতে তিনি নেই কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে তিনি চির-বিরাজমান। সেই জীবন আমাদের চিরদিন উদ্বুদ্ধ করবে।

ওঁ তৎ সৎ

আচার্য রাখালদাস কাব্যতীর্থ

শ্রীহরেন্দ্র নাথ সেন, এম-এ, ডি-লিট্, অধ্যাপক—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রদ্ধা-নিবেদন

রাখালদাস কাব্যতীর্থ মহাশয়কে আমি মুখ্যত অধ্যাপকরূপেই দেখিয়াছি। দীর্ঘ বারদ বর্ষ তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া শাস্ত্রানুশীলন করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। সম্ভবত তাঁহার ছাত্রবর্গের মধ্যে আমি সর্বকনিষ্ঠ এবং সেই কারণে তাঁহার জীবনের পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা ও

আনন্দাশ্রমের কিরূপে আমাকে তিনি লাভ করিয়া নিয়াছেন।

কবিরাজ মহাশয়ের বিদ্যাধারায় কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমাকে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত করে। প্রথমত তাঁর নাড়ি দেখা ও মূত্রপরীক্ষা এইরূপ সুদক্ষতা পাইয়া শুধু বাংলাদেশে কেন, আজ ভারতবর্ষের অন্যত্রও বিরল। আমি ভারতবর্ষের বিভিন্ন আয়ুর্বেদচর্চার কেন্দ্রগুলি, বিশেষত কাশী পুণা ও মাদ্রাজে ভ্রমণ করিয়াছি। সবত্রই আয়ুর্বেদ পঞ্চম-পাঠের যুগের বর্তমান যুগোপযোগী করিবার চেষ্টা চলিতেছে। এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু গভীর দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি, সর্বত্র আয়ুর্বেদের স্বকীয় ধারা, বিশিষ্ট চিন্তা-পদ্ধতি বর্জন করিয়া এলোপ্যাথির সহিত একটি সোঁতাশিল মেরামত চেষ্টা চলিতেছে। শ্রদ্ধাস্পদেষু কাব্যতীর্থ মহাশয় সম্প্রতি আয়ুর্বেদের স্বকীয় ধারার শেষ প্রবক্তা। যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারা জানিবেন শ্রদ্ধাস্পদ কাব্যতীর্থ মহাশয়ের সহিত বাংলাদেশে আয়ুর্বেদ-চর্চার একটি যুগ শেষ হইল।

কবিরাজ মহাশয়ের আয়ুর্বেদ-চিন্তার মধ্যে দুইটি দিক আমাকে প্রভাবিত করে—একটি তাঁহার পরীক্ষণের আলোচনা ও ব্যাখ্যা। কবিরাজ মহাশয় ছিলেন সাংখ্যবাদী। মহর্ষি চরককে তিনি সাংখ্য-দৃষ্টিতে বিচার করিয়াছেন। পাতঞ্জল যোগসূত্রের সহিত তাঁহার একটি মনের যোগ ছিল। মহর্ষি চরকের সহিত পাতঞ্জল যোগসূত্রকারের সমন্বয় তাঁহার আয়ুর্বেদ-চিন্তায় এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে আধুনিকতা কিছুই নাই। আমার মনে এইরূপই ধারণার মনে হইয়াছে—ইহাই যথার্থ হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গী, যাহা বহু যুগে এক, বিশ্লেষণের মধ্যে সমন্বয় আবিষ্কার করিয়াছে। কবিরাজ মহাশয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর সাম্প্রতিকতা বজায় রাখার সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির উপরে সদা বিরক্ত করিত। সম্ভবত এই দৃষ্টির জন্যই যৌবনেই তিনি ভক্তিবাদী হইয়া উঠিয়াছিলেন। রামানুজপন্থী বৈষ্ণবদর্শন ও পাতঞ্জল যোগ সাংখ্যের ভিতর তিনি সমন্বয়ের প্রয়াসী হইয়াছিলেন।

চিকিৎসাক্ষেত্রে তাঁহার প্রধান আকর্ষণ ছিল বাতব্যাধির nervous diseasesএর পর্যালোচনা। এই বিষয়ে তাঁহার কয়েকটি মূল্যবান মন্তব্য করিয়াছে। তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁরা তাঁহারা জানিবেন। ত্রিদোষবাদ সম্পর্কে তাঁহার অনেক বৈশিষ্ট্য পণ্ডিতবর্গ বিশেষ অনুধাবনযোগ্য মনে করেন। বাতের লক্ষণ ও বিকারের কারণ তাঁহার দৃষ্টি বিশেষ আকর্ষণ করে। কিন্তু গতানুগতিক বিচার ত্যাগ করিয়া বাতের ভিতর তিনি বিশেষ প্রকৃতি ও বিকারের ভিতর তিনি বিশেষ বিকৃতি—এক কথায় বিশেষ ভিতর বিশেষ স্বরূপ তিনি দেখিয়াছেন এই দার্শনিকতা বর্তমান যুগোপযোগী না হইতে পারে—বর্তমান বস্তুতান্ত্রিকতায় এই দৃষ্টি আজ হেয়, উপেক্ষণীয়। কিন্তু ইয়োরোপের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ মনীষীও আজ মানুষকে বিশ্বজগতের বিরাট ছন্দের একটি বিশিষ্ট সুরূপে দেখিবার পক্ষপাতী। বিজ্ঞানিরা বহু, ঐকান্তিকী ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর স্বকীয় মর্যাদা রূপ। আয়ুর্বেদ-চর্চায় এই রূপের শেষ ও শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা আমার পূজ্যপাদ অধ্যাপক শ্রদ্ধাস্পদেষু কাব্যতীর্থ।

———

P27207

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ

১৪শ বার্ষিক চরক-প্রবন্ধি-বিবস পালন

স্থান—ইণ্ডেটিউশন, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

বুধবার ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২, (২রা জুন, ১৯৬৫)

সভাপতি কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চাটার্জির অভিভাষণ

মাননীয় আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি মহোদয় এবং সমবেত সুধীবৃন্দ, আপনারা আমাকে চরক-প্রবন্ধি-দিবসে, সভাপতিরূপে নির্বাচিত করিয়া যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

অদ্য চরক-প্রবন্ধি সভায় আগমন করিয়া প্রথমতঃ চরকসম্বন্ধে কোন কিছু বলিতে যাইবার পূর্বে আমার মনে এই আশঙ্কাই জাগিতেছে যে, এই স্বল্পপরিসর সময়ের মধ্যে কিছু বলিয়া যেন চরক-মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ না করি। কারণ, চরকসম্বন্ধে এত বেশী আলোচনা এবং বক্তৃতা হইয়াছে, যাহা একটি, দুইটি সভায় বলিয়া শেষ করা যায় না।

চরক কে ছিলেন—এই বিষয় নানা মুনির নানা মত রহিয়াছে। এই সভায় উক্ত বিষয়ে আলোচনা সম্ভব নহে।

অদ্যকার আমাদের আলোচনা সভায় চরক-সংহিতার উপরে নিবদ্ধ রাখিব।

আমি বহু দিবস হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছি, যদি আমি এমন কোন অবস্থায় পতিত হই যে, এই পৃথিবীর বিশাল গ্রন্থাগার হইতে কেবলমাত্র একখানি গ্রন্থ পাঠ করিতে পাইব, তাহা হইলে আমি নিঃসঙ্কোচচিত্তে নির্দ্বিধ চক্রপাণি ও গঙ্গাধরের টীকা সহিত সমগ্র চরকসংহিতাই বাছিয়া লইব। কারণ, এইরূপ সুবিধি ও সুব্যবস্থিত গ্রন্থ আধুনিক পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। চিকিৎসাগ্রন্থ হিসাবে চরকসংহিতা অত্যাপি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বজনাদৃত। ইহার শ্লোকসংখ্যা—৮, অধ্যায়সংখ্যা—১২০, শ্লোকসংখ্যা—দ্বাদশ সহস্র, পংক্তিসংখ্যা—২৫০১৯, মুদ্রিতসংখ্যা—১৪, এবং মন্ত্রসংখ্যা—২৪৬০১৪, টীকাকার-সংখ্যা—৪৫। ভারতের ১৪টী প্রধান ভাষা ছাড়াও আধুনিক পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের সকল প্রধান প্রধান ভাষায় মূল-চরকসংহিতার অনুবাদ হইয়াছে। আরবী, ফার্সী, হিব্রুটী, পোলস্তী এবং চৈনিক ভাষায় অতিপূর্বে ইহার অনুবাদ হইয়াছে। অদ্যাধিক বর্ষ পূর্বে আমেরিকাতে চরক-সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। একজন প্রসিদ্ধ এলোপ্যাথিক চিকিৎসক বলিয়াছেন যে, চরকসংহিতায় লিখিত পদ্ধতি অনুসারে জনগণের চিকিৎসা সুসম্পন্ন হইলে পৃথিবীতে ঔষধব্যবসায়ের সংখ্যা কম হইয়া যাইবে। ইহা ছাড়া বহুস্থানে বহু ব্যক্তি চরকপ্রবন্ধি করিয়াছেন। পৃথিবীতে একমাত্র মহাকবি শেক্সপীয়র ব্যতীত অন্য কোন লেখকের সম্পর্কে এইরূপ প্রবন্ধি করা হয় নাই বা অন্য কোন লেখকের লিখিত বিষয়সম্বন্ধে ইহার অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় টীকা, টিপ্পনী, ভাষ্য, পঞ্জিকা, বার্ষিক গ্রন্থতি ব্যাখ্যামূলক পুস্তক লিখিত হয় নাই। কলাপে

মানুষকে মানুষ হইয়া বাঁচিতে হইলে, বিশেষ করিয়া নীরোগ, দীর্ঘায়ু অর্থাৎ সুস্থায়ু লাভ করিতে হইলে যাহা কিছু জানিবার প্রয়োজন, তৎসমুদায় চরক-সংহিতায় মানব-সভ্যতার সেই সুদূর অতীত কাল হইতে লিখিত হইয়াছে। শুধু চিকিৎসাগ্রন্থ-হিসাবে নয়, মানুষের সর্বপ্রকার মানসিক উন্নতির জন্য যে কিছু জ্ঞানের প্রয়োজন আছে, তৎসমুদয় চরকসংহিতায় লিখিত হইয়াছে। মানুষের মন, প্রাণ ও পরলোক চিন্তা বিষয়ে এইরূপ সুলিখিত ও সুষ্ঠু উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারে আর দ্বিতীয় নাই। এই সম্পর্কে চরক সংহিতার উপসংহারে লেখকের নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়া মনে করি :

"যস্ত যাবদ্ভবেদ্ভক্তো গুরৌ বিপ্রবরে সদা।
সোঽধ্যেষ্যতে স বিজ্ঞাস্যত্ত চিকিৎসানুবন্ধকঃ।
রোগাংশ্চৈষাং চিকিৎসাঞ্চ স বিজ্ঞাস্যতি নান্যথা।
চিকিৎসা হ্যধিকৃত্যেয়ং স্বস্থাতুরহিতায় হি।
যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ॥"

অর্থাৎ এই আয়ুর্বেদশাস্ত্রটী (যে গ্রন্থে মোট সহস্র শ্লোক আছে) সংহিতা যাঁহার জন্যে বর্তমান আছে, তিনি বিজ্ঞাতব্য ও চিকিৎসানুকূল হইয়া থাকেন। তিনি রোগ ও রোগের চিকিৎসা কেনই বা না বুঝিতে পারিবেন? সুস্থ ও রোগীর চিকিৎসা-সম্বন্ধে অগ্নিবেশ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সমুদয় চরকসংহিতাতে আছে। চরকসংহিতাতে যাহা আছে, তাহা অন্য চিকিৎসাগ্রন্থে থাকিতে পারে, কিন্তু চরকসংহিতায় যাহা নাই, তাহা অন্য তন্ত্রে নাই।

শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে—

"নিদানে মাধবঃ শ্রেষ্ঠঃ, সূত্রস্থানে চ মাধবঃ।
আতুরে সুশ্রুতঃ প্রোক্তঃ, চরকস্তু চিকিৎসিতে।"

অর্থাৎ চিকিৎসায় চরক সর্বশ্রেষ্ঠ। আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, চরকসম্পর্কে উক্ত শাস্ত্রোক্তির যাথার্থ্য বর্তমানেও আছে কিনা। এই সম্পর্কে বিচার করিতে হইলে চরকের চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া মনে হয় না। সূত্রস্থানে চরক বলিয়াছেন যে "ত্রেধৈবৈষিষিবর্তন্তে বিকারাঃ সাধ্যলক্ষণাঃ। সাধনস্ত অসাধ্যানাং ব্যাধিনাং নোপলভ্যতে" অর্থাৎ, চরক তথাকথিত অসাধ্য ব্যাধির "চিকিৎসাসম্বন্ধে কোন উপদেশ প্রদান করেন নাই।" এই সূত্রানুসারে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, মাধব-নিদানবর্ণিত রোগগুলির অর্ধেকের অধিক রোগের চিকিৎসাবিষয়ে চরক কোনরূপ মন্তব্য করেন নাই। এখানে বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, চরক যে সমস্ত ব্যাধিকে অসাধ্য বলিয়া উল্লেখের চিকিৎসাবিধি লিখিতে বিরত হইয়াছিলেন, সেই সকল ব্যাধি অদ্যাপি অসাধ্য করিয়া রহিয়াছে। চরকের মতে যক্ষ্মা রোগ অসাধ্য। উহাকে সাধ্য করিয়া তুলিলে রোগী কিছুকাল বাঁচিতে পারেন। আধুনিক বিজ্ঞানের তথাকথিত 'ঔষধের চিকিৎসা-প্রণালীও মনুষ্যকে সাধ্য করিতে পারে নাই। সুতরাং চিকিৎসা-বিষয়ে চরকীয় সিদ্ধান্ত অভ্রান্তই রহিয়াছে। চরকীয় চিকিৎসার আর একটী দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, চরক চিকিৎসা-বিষয়ে বর্ণনা করিতে গিয়া প্রথমেই রোগানুরূপ রোগ-চিকিৎসাবিধি রোগানুযায়ী লিপিবদ্ধ করেন নাই। ঔষধসমূহের জীবদ্রব্য যে প্রতিনিয়তই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, শিল্প-বর্ণনের এই শাশ্বত বিধান বুদ্ধি চরকের অজ্ঞাত ছিল না। এই জন্য তিনি ঔষধিযুক্ত চিকিৎসাধ্যায়ের প্রথমে নিদানানুযায়ী রোগ চিকিৎসা না লিখিয়া প্রত্যেক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য ঔষধ-বিধির

উপদেশের ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছিলেন। চিকিৎসা-বিষয়ে তাঁহার বিশেষ উপদেশ বাক্যসমষ্টিকে বিরুদ্ধ প্রাণবর্ধক প্রকৃতির বিভিন্ন লীলার বিবর্তনের এবং মানবদেহের সহজ বিজ্ঞান ক্রিয়ার মূলে মানবকুল প্রতিনিয়ত অগ্রসর হইয়া যাইতেছে। রসায়ন বাক্যসমষ্টির দ্বারা এই সব প্রতিবন্ধক হইলে সব রোগ আপনা আপনিই সারিয়া যায় এবং বিজ্ঞান-বর্ণিত রোগের চিকিৎসা পৃথকভাবে করিতে হয় না।

চরকের মতে রোগের সংখ্যা অনন্ত। চিকিৎসা-ক্ষেত্রে চিকিৎসক যদি বিজ্ঞানানুযায়ী প্রতি রোগের নাম বলিতে না পারেন, তবে বিজ্ঞানে লজ্জিত হওয়া উচিত নয়। কারণ, আজ মানবশরীরে আবিষ্কৃত সকল রোগের নাম লিখিত হয় নাই। দোষ ছাড়া যখন কোন রোগ হয় না, তখন দোষের কারণ ও লক্ষণ দেখিয়া তদনুসারে চিকিৎসা করিলে চিকিৎসক রোগনিরাকরণে কৃতকার্য হইয়া যাবেন।

চিকিৎসাক্ষেত্রে চরকের বাণী ঔষধসম্বন্ধে বিচার বা মতবাদ একটা বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয়। তাহা, যে কোন ঔষধকেই চরক রোগচিকিৎসার উপযুক্ত ঔষধ বলিয়া মনে করিতেন না, যদিও তিনি পাথিব সকল বস্তুকেই ঔষধ রূপে গণ্য করিয়াছেন (ইহা প্রতি চিকিৎসকেরজানা)। তাঁহার মতে সেইটীই যথার্থ ঔষধ, যেটি অনুপযুক্তরূপে একটি রোগ আরোগ্য করিতে সমর্থ এবং যে ঔষধ একটী রোগ সারাইতে গিয়া অন্য পাঁচটি রোগ উৎপন্ন করে, তাহা আয়ুর্বেদমতে ঔষধপদবাচ্য নহে। বন্ধুগণ, আপনারা আয়ুর্বেদের এই গুহ্যপ্রদেশে বিচার করিয়া দেখুন, বর্তমান যুগে প্রচলিত ঔষধ প্রকৃত কি না।

চরকের মতে শুক্রে শুক্রে স্ত্রীর দোষ পরিণাম-প্রাপ্ত হইয়া শরীরে কুষ্ঠ সকলের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে এবং তখনও দোষ অনুপযুক্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ পুনরায় তাহার আবির্ভাব হয় না।

চরকের মতে চিকিৎসার চারিটি অঙ্গ, যথা, চিকিৎসক, ঔষধ, পরিচারক এবং রোগী। এই চারি অঙ্গের মধ্যে চিকিৎসক প্রধান। আবার এই চারি অঙ্গের মধ্যে যে কোন অঙ্গ যদি অনুপযুক্ত হয়, তাহা হইলে রোগ আরোগ্য হয় না। চিকিৎসকের বিদ্যা, অভিজ্ঞতা, শুচিতা এবং দক্ষতা থাকা প্রয়োজন এবং রোগীরও শুশ্রূষাসার জন্য চিকিৎসকের মতানুবর্তী হওয়া উচিত—পরিচারকের ও অমলস, মৃদু-স্বভাব হইতে হইবে। ঔষধ অল্প মাত্রা, বিশুদ্ধ ও কার্যকরী হওয়া প্রয়োজন।

চরক চিকিৎসাক্ষেত্রে বহু প্রকার ঔষধের ব্যবস্থা দিয়াছেন। তন্মধ্যে পঞ্চকষায় প্রধান এবং মৌলিক উপাদানবিশিষ্ট। পঞ্চকষায় অর্থে দ্রব্যের স্বরস, কল্ক, শৃত, শীতকষায় ও ফাণ্ট বুঝায়। কালক্রমে, এই পঞ্চকষায় হইতে আয়ুর্বেদীয় বিবিধ ভেষজ-নির্মাণ বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে, যথা, আসব, অরিষ্ট, অবলেহ, ঘোষক, রসক্রিয়া, ঘৃত, পায়স, প্রাশ, মদ্য, অবস্তুতি, চূর্ণ, বটক, মন্থর, লৌহ, তৈল, ক্ষার, লবণ, তক্র, তাবক, অর্ক, সুরা, বটি, উপনাহ, প্রলেপ, প্রলেপন, বিরালক ইত্যাদি।

খৃষ্টজন্মের বহু শতাব্দী পূর্বে মানব-সভ্যতার আদিম যুগে হিন্দুরসায়নশাস্ত্রের উক্ত বিভিন্ন প্রকার ভেষজ-নির্মাণবিধির আবিষ্কার নিঃসন্দেহ প্রশংসার বিষয়।

রোগ-চিকিৎসার অপর একটি বিশেষত্ব হইতেছে —একটীমাত্র রোগে একটীমাত্র ঔষধের ব্যবহার।

(Single drug remedy). কিন্তু পাঁচন-প্রয়োগই চরকীয় চিকিৎসার সর্বত্রেষ্ঠ অবদান। পাঁচন-চিকিৎসার মূলসূত্র হইতে হইলে দ্রব্যগুণের বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

চরকের বিমানে জ্বরাধ্যায়ের টীকাতায় প্রাজ্ঞ-বর্তীয় করিয়াছেন একমাত্র বাত ব্যতীত অন্য চিকিৎসার পাচনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তিনি তৈয়ারী পেটেন্ট ঔষধের উপর বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। নিজ ঔষধালয়ে তিনি কোনপ্রকার ঔষধ তৈয়ারী করিয়া রাখিতেন না। রোগী আসিলে তাহার রোগ পরীক্ষা করিয়া রোগারোগ্যের জন্য যে-সকল ক্বাথের প্রয়োজন, তাহা প্রস্তুত করিয়া একটী পাচন লিখিয়া দিতেন। তাহাতেই রোগীর রোগ ভাল হইত। বাস্তবিকপক্ষে ঔষধিনির্ঘণ্টে যাহা যে-গুলি রোগের নাম আছে, তাহাদের প্রত্যেকের চিকিৎসার জন্য কোন চিকিৎসা গ্রন্থে তৈয়ারী পেটেন্ট ঔষধের নাম প্রয়োগসহ পর্যন্ত লিখিত হয় নাই। কিন্তু চিকিৎসকের যদি দ্রব্যগুণসম্বন্ধে বিশেষ বুৎপত্তি থাকে, তাহা হইলে তিনি রোগ পরীক্ষা করিয়া তদ্রোগনাশক দ্রব্যাবলীর সংযোগে পঞ্চকষায় বা পঞ্চকষায়াতীত অন্যান্য ক্বাথাবলী সেবনের নির্দেশ দিয়া অচিরাৎ রোগীর রোগমুক্তির ব্যবস্থা করিতে পারেন।

চিকিৎসার আর একটি বিশ্ব পঞ্চ কর্ম, অর্থাৎ বমন, বিরেচন, বস্তি, নেত্র, নস্য। ঔষধ-প্রয়োগের পূর্বে রোগীকে কোষ্ঠশুদ্ধির পঞ্চকর্মের যে কোন একটী কর্মের ব্যবস্থা করিয়া, যথা কফজ রোগে বমন, পিত্তজ রোগে বিরেচন, এবং বাতরোগে বস্তি প্রয়োগ, তদ্রূপ বিরোগে স্নেহ ও স্বেদের ব্যবস্থা দিয়া বহু জটিল রোগ বিশেষ ঔষধ প্রয়োগ না করিয়াই আরোগ্য করিতেন।

চরকীয় চিকিৎসার আর একটী বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে—চরকোক্ত পঞ্চাশৎ দ্রব্য-সংগ্রহের ব্যবস্থা। চরক ভারতীয় অনেকবিধ ভাষার ঔষধগুলির মধ্য হইতে ৫০০ শতটী ঔষধ বাছিয়া লইয়া ১০টী ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন এবং প্রত্যেক ভাগে ১০টী করিয়া ক্বাথের দ্রব্য নির্দিষ্ট করিয়াছেন এবং এক একটী নাম দিয়াছেন, যথা—জীবনীয়, বৃংহণীয়, লেখনীয়, ছেদনীয়, বিরজনীয়, সংগ্রহণীয়, বিরেচনীয়, স্নেহনীয়, স্বেদনীয়, বৃত্তির ইত্যাদি।

সেই সুদূর অতীতকালে দুইসহস্র বহু শতাব্দী পূর্বে এতগুলি ক্বাথদ্রব্যের একত্র সমাবেশ পৃথিবীর অন্য কোন চিকিৎসাবিজ্ঞান গ্রন্থে দেখা যায় না। ইহার ফলে, চিকিৎসা-শিক্ষার্থিগণের অতি অল্প সময়ের মধ্যে ৫০০ শত ক্বাথদ্রব্যের গুণাগুণ ও আয়ত্তিক প্রয়োগসম্বন্ধে একটা সম্যক জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। পঞ্চাশটী রোগহর দশ-দশটী দ্রব্যের একত্র সমাবেশ যে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই করিতে হইবে, এমন নহে। ইহাদের মধ্যে বহুদর্শী সম্যক প্রাপ্তযুক্ত দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া তাহাদের পঞ্চকষায় ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োগ করিতে পারিলে চিকিৎসকের অতি উপাদেয় ফললাভ হইয়া থাকে। দ্রব্যগুণবিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিবার এমন সহজ ও সরল উপায় অন্য কোন চিকিৎসাগ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। চরকের এবম্বিধ চিকিৎসাপদ্ধতি —চরকীয় চিকিৎসা-পদ্ধতি যে আধুনিকতমেরও সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহা প্রমাণ করিয়া যায়। চরক-সংহিতার বিভিন্ন অধ্যায়ে কথিত বিষয়গুলি এরূপ সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, ইহাদের প্রত্যেক পংক্তি হইতে এক একটী থিসিস বা মৌলিক গবেষণার বিষয়বস্তু গৃহীত হইতে পারে।

চরকসংহিতা সূত্রাত্মক গ্রন্থ। ইহা অতি-

সুলভ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত। শাস্ত্রবিদ্ ও বাঙ্গালা পণ্ডিতের দ্বারা ব্যাখ্যাত না হইলে এই গ্রন্থের যথার্থ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। সুতরাং বর্তমান সময়ে শাস্ত্রজ্ঞের অভাবে দেশ সর্বত্রই এই পুস্তকের পঠনপাঠন সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতেছে না। ফলে, বর্তমান ঔষধমান আয়ুর্বেদীয় ছাত্রগণের জন্যে চরকপ্রীতি বদ্ধমূল হইতেছে না। আধুনিক ভারতের সর্বত্রই চরক অধিকারে পঠন-পাঠন ক্রমশই অবনতির দিকে অগ্রসর হইতেছে।

রাজকীয় সাহায্যপুষ্ট বিদেশী চিকিৎসার অন্যায়িক প্রসার হওয়ায় ফলে ভারতের নিজস্ব চিকিৎসা-প্রণালী অর্থাৎ চরকীয় চিকিৎসাপ্রণালী প্রসার লাভ করিতেছে না। শাস্ত্রে লিখিত আছে—"বিনাগ্নয়ে ন সিধ্যন্তি ঔষধি, ঔষধি, লতা," অর্থাৎ আগুনছাড়া পাক, ঔষধ এবং লতা টিকিতে পারে না। আয়ুর্বেদ বহুকাল ধরিয়া রাজাশ্রয়-বিচ্যুত। বর্তমান সময়ে রাজকুলকর্ণধারগণ চরকোক্ত বিষয়বস্তুগুলি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নহেন। সেই জন্য তাঁহারা অন্যায়ভি চরকপ্রবক্তি করেন নাই। চরকপ্রবক্তি করিলে তাঁহারা উহা শুনিতে চাহেন না।

এই প্রসঙ্গে আমাদের জনৈক রাজকুলকর্ণধারের উক্তির উল্লেখ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। তিনি বলিয়াছিলেন, "চরকসম্বন্ধে কোন কথা শুনিব না, শুনিব না; শুনিলে বুঝি পারিব; বুঝিলে কিছু করিতে হইবে।" অর্থাৎ চরকের কথা শুনিব না, কারণ, শুনিলে বুঝিতে পারিব, বুঝিলে চরকীয় চিকিৎসা-পদ্ধতির উন্নতির জন্য কিছু কাজ করিতে হইবে।

বর্তমান সময়ে আয়ুর্বেদের বিষয়বস্তুসম্বন্ধে সকলেরই এই প্রকার মনোভাব। সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয়, এই বর্তমান সময়ে যাঁহাদিগকে আমরা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় বলিয়া মনে করি, তাঁহাদের ভিতর বিশেষভাবে অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী চিকিৎসক-সম্প্রদায়ের জন্য হিমালয়সদৃশ অজ্ঞতা বিরাজ করিতেছে। বিদেশে আমাদের দেশের চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞ ছাত্রগণও চরক-সুশ্রুতের বিষয়বস্তুসম্বন্ধে চরমই অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। কারণ, ঔষধমান ভারতীয় ছাত্রগণকে বর্তমান সময়ে প্রায়শই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আয়ুর্বেদসম্বন্ধে একটি কথাও জানিবার সুযোগ দেওয়া হয় না। বর্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারগণও ভারতীয় ঔষধমান ছাত্রগণকে ভারতীয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় জ্ঞান বিতরণের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহাদের হিমালয়সদৃশ অজ্ঞতা। স্বাধীনতা লাভের পর ব্রিটিশ ও আমেরিকার মিলিত চেষ্টার ফলে এই অবস্থায় আরও অবনতি হইতেছে। দেশীয় জিগীষা এই বিষয়ে অদ্যাপি নিষ্ক্রিয়।

বন্ধুগণ, আসুন আমরা সকলে চেষ্টা করিয়া এই প্রকার মনোভাবের নিরসন করিতে হইবে। তবেই চরক-প্রবক্তি-বিকাশের সার্থকতা সম্পাদিত হইবে।

ইতি শম্।

বৃদ্ধত্রয়ী

কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর, পঞ্চতীর্থ

পরম শ্রদ্ধাভাজন কবিরাজ, 'আয়ুর্বেদ ভাস্কর' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীকমলা কুমার মজুমদার এম-এ, মহাশয় অনুগ্রহ করে জানিয়েছেন যে, 'লোক পরম্পরায় বৃদ্ধত্রয়ী' সম্বন্ধে একটী আলোচনী পত্রিকা শুধীজন সমক্ষে উপস্থিত করার জন্য। শুনে আনন্দ পেলাম, কিন্তু কথা কওয়ার ব্যাপারে খুবই সংকোচ হচ্ছে। কারণ, প্রস্তাবক ভাষার আবেশ হচ্ছে যত ভাষায়, কিন্তু উত্তর হবে বিদ্যুৎ। কেমন বিদ্যুৎ কথার সামর্থ্য কি আমার আছে? যথার্থ উত্তর না দিয়ে যদি মিথ্যা আশ্বাসের আমার দিয়ে ভুল তথ্য দিতে যাই শুধীজনের কাছে, তাহলে অপমান ও লজ্জার সীমা থাকবে না। তাই ভয়ে নিবেদন করি—

'বৃদ্ধত্রয়ী' কথাটী আজকের নয় এবং আয়ুর্বেদ-সংহিতার সম্পর্ক ছেড়ে অন্য কোন শাস্ত্র নিয়েও নয়। যেদিন থেকে নবীনের সমাবেশ হয়েছে, সেইদিন থেকেই বৃদ্ধের উল্লেখ হয়েছে এবং 'ত্রয়ীর-সংহিতা' থেকেই আমরা 'বৃদ্ধত্রয়ী' কথাটির যোগ্যতা-সূত্র পেয়েছি। তখনে বলা হয়েছে—

'বৃদ্ধজন্তবস্ত্রৈকল্য বাতপ্রকৃতি ভেষজাপত্যঃ

'বৃদ্ধাস্ত্রয়ঃ সংহিতা বৃদ্ধাঃ তথাপ্যাত্রেয় সুশ্রুত বাগ্‌ভটাঃ।'

অর্থাৎ বৃদ্ধজন্তু, বৃদ্ধবৈদ্য এবং বাতপ্রকৃতি—এ তিনটী বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা, এই তিনটীই বৃদ্ধ বৃদ্ধ থেকে যাবেন।

এই ত্রয়ীর কিন্তু নবীন সংহিতার মূলেও রয়। নবীন সংহিতায় যখন অধ্যায়ে 'ত্রয়ীবাদ আত্রেয়াদিক' ইত্যাদি যে নামগুলির উল্লেখ হয়েছে, সে-যুগে বাগ্‌ভটের আবির্ভাব হয়নি। অতএব ত্রয়ীবাদ-সংহিতা আজ যে পাওয়া যাচ্ছে, তা বৃদ্ধ এবং নবীন।

সেই জন্যই এখন থেকে যায়—আয়ুর্বেদ-সংহিতাগুলি প্রাচীন হওয়ার মর্মে নবীনের সম্পর্ক, নবীনের রচনার স্পর্শ নিয়ে আজ বিতর্কমূলক পাঠ্য হয়ে রয়েছে, তখন অবশ্যই প্রণিধান করতে হয় সেই নবীনদের রচিত গ্রন্থই এখন আমাদের একমাত্র সম্বল হয়ে রয়েছে। সেগুলি ভাল করে আলোচনা করলে দেখা যায়—অনাগতীয় কালে যে সব গ্রন্থ ছিল, সেগুলি জীর্ণপ্রায় হবার সময় আমার সেগুলিকে সংস্কার করা হয়েছে।

আয়ুর্বেদ-সংহিতার মধ্যে সুশ্রুত, চরক, আর বাগ্‌ভট্ট, এই তিনখানিকে প্রাচীন বলে ধরা হয়। এই তিনটী গ্রন্থই তাঁদের গ্রন্থ-ভূমিকায় আয়ুর্বেদ-সমাজের ইতিহাস দেওয়া আছে। অগ্নিবেশ, সুশ্রুত, বৈশালির বৃদ্ধজন, আর বৃদ্ধপুত্র গ্রন্থের অনাগতীয় কবিরাজের সভাপতির নবীন সুশ্রুত। এঁরা যেমন সমক্ষে দেখা যায়, তেমনি কৃষ্ণাত্রেয়ের ভাষ্যকার চরক, অগ্নিবেশ তন্ত্রকার, চরক, আর কবিরাজ পণ্ডিত নবীন চরক—এই তিনটীও উল্লেখ পাওয়া যায়।

তারপর বাগ্‌ভটে। বেলায় বৃদ্ধ বাগ্‌ভট্ট, সংগ্রহ-কার বাগ্‌ভট্ট, এবং নিবন্ধকার বৃদ্ধবাগ্‌ভট্ট। এছাড়া আরও কয়েক বাগ্‌ভট্ট আছেন—একজন

রসরত্ন-সমুচ্চয়কার,আর একজন অলংকার শাস্ত্রকার।

যাঁরা বলেন, রসরত্নসমুচ্চয়কার এবং অলংকার শাস্ত্রগ্রন্থিতা বাগ্‌ভট্ট একই ব্যক্তি ছিলেন, সে-ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদশাস্ত্রের রচনায় তাঁদের ,গুরুত্বের মীমাংসা হবে রসচিকিৎসা ও অলংকারশাস্ত্র-নির্মাণের ইতিহাসের পৃষ্ঠায়। কারণ, চিকিৎসাশাস্ত্র, রসশাস্ত্র এবং অলংকারশাস্ত্রের ভার্গবিক ত্রিবেণী এক নয়। আর সাহিত্যের তৃতীয়ত্বীও অনুধাবনযোগ্য।

কোন বিশেষ জাতির ইতিহাসে এবং ধর্ম না থাকলে যেমন জাতির চিৎ পাওয়া যায় না, তেমনি চিকিৎসাশাস্ত্রে। মৌলিকতা না থাকলেও জাতি পূর্ণাবয়ব লাভ করে না।

বুদ্ধচর্যের সাহিত্যাংশে অন্ন, ভার্গবিক আশ্রম এবং চিকিৎসাংশে ঘৃত্য এবং ঘরত্ন। নবীন বুদ্ধচর্যের রচনার প্রথমাংশে,মধ্যাংশে এবং উত্তর ভাগের কাঁকে কাঁকে এগুলি পরিষ্কার ধরা যায়। এতে বৈদিক সংস্কৃতির ছাপ আছে এবং বৌদ্ধ সংস্কৃতির ছাপও আছে, তাছাড়া পৌরাণিক উপাখ্যানমূলক সুখের বিস্তৃতিও কম নেই।

প্রাচীন বুদ্ধচরিতেও পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে, হস্তীচিকিৎসা ও মানবচিকিৎসার ব্যাপারে বুদ্ধচর্যা দু'জন ছিলেন। তাঁদের অন্যতম—হস্তী চিকিৎসাবিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন মহারাজ শালিহোত্রের পুত্র। তাঁর অপর নাম বুদ্ধচর্য। তিনি অশ্বেরও শিক্ষা ছিলেন এবং পক্ষিদের প্রভৃতির অসুখ-বিসুখেরও। তাদের অপর বুদ্ধচর্য বিশ্বামিত্র প্রভৃতির নাম অনেক পরে প্রচলিত হয়েছে।' এ সংবাদের ঐতিহ্য আমরা পাই শালিহোত্রের সংহিতা থেকে। আর একখানি গ্রন্থ পিতাপুত্রসংবাদগ্রন্থ—তাতেও এ কথার সূচনা ও রচনা। মহাভারতে এক বুদ্ধচর্যের সংবাদ পাই—তিনি কাম্পিল্যাধিপতি বিশ্বামিত্রের সখা ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, স্বর্গের বৈদ্য (যদিও স্বর্গ কোন অস্তিত্বের মেরু নয়, এই পৃথিবীর এবং তাদের চিকিৎসকের মধ্যে উত্তরে—একথা বিস্তৃতভাবে আয়ুর্বিজ্ঞান পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে লিখেছি) অশ্বশির রাজার মধ্যে বিশ্বামিত্র নামে জন্মগ্রহণ করেছেন। পিতার কথা শুনে বিশ্বামিত্র-কুমার প্রশ্ন করেছিলেন তাঁর নিকট আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করার জন্য। সেই বিশ্বামিত্রের কুমারের নামও বুদ্ধচর্য ছিল) এঁর গুরুকাই ছিলেন অনেক। সকলেই নিজ নিজ নামে সংহিতা রচনা করেছেন, যেমন—'উপদেশবজ্র'…'পৌরাণবজ্র' 'যোগবজ্র' ইত্যাদি - নামের মধ্যে বুদ্ধচর্যের বজ্র উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হয়।

এই বুদ্ধচর্য সংহিতাটিই একদিন অনাদরে, অব্যবহারে, অধ্যাপনার অভাবে (কারণ তখন অহিংসে জৈনমুনি এবং বৌদ্ধমুনি আয়ুর্বেদ হয়েছিলেন) জীর্ণদশা লাভ করে। সেখানিকে কবিরাজপ্রবর পুনঃসংস্কৃত করেন। সেইখানিই আমরা আজ পাচ্ছি। এতে বৌদ্ধমুখের ছাপ রয়েছে এবং বৈদিক ও ঐতিহাসিক যুগের রচনার বহু বিবর্তনও হয়েছে।

'নবনীতক সংহিতা' নামে একখানি সংহিতা বোম্বাইয়ের নির্ণয়-সাগর' এবং কাশীর 'চৌখাম্বা' পুস্তকালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে। লোকপ্রবাদ—এখানিও নবীন বুদ্ধচর্যের রচনা। আমরা তা' দেখেছি কিন্তু নিঃসন্দেহ হতে পারিনা। রচনা অসম্পূর্ণ এবং কাঁচা হাতের। বুদ্ধচর্যসংহিতার রচনা জোরাল বুদ্ধির। তবে নবনীতক সংহিতাটি

মহাকোশলাধিপতি কবিরাজ নিষ্কলঙ্ক এবং প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক বিদ্যাবাস যেমনের এবং নবনীতকের অনেকটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন তাঁদের গ্রন্থে।

সে যাক্। এখন আমরা যে মুদ্রারাক্ষস নাটকটি পাচ্ছি, তা নারায়ণ নামক কোন ব্যক্তির প্রতিসংস্কৃত। একথা আমরা মুদ্রারাক্ষসের প্রসিদ্ধ টীকাকার ঢুণ্ডিরাজের টীকা থেকে জেনেছি। এই নারায়ণ খ্রীষ্টীয় প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতকে বিদ্যমান ছিলেন। ভরতকে ছেড়ে দিলে চক্রপাণি, ভরমল্ল, ভোজদেব, ধনঞ্জয় প্রভৃতি যোল প্রসিদ্ধ টীকাকারই নারায়ণ-কর্তৃক প্রতিসংস্কৃত মুদ্রারাক্ষস-নাটিকা—একথা বলেন নাই।

দৌভাগ্য অনেকের অভিমত—মহারাজ কবিবর্ত নারায়ণ নাম গ্রহণ করেছিলেন। রাজতরঙ্গিণীকার 'কল্হণ' নারায়ণ নামে কোন চিকিৎসকের নাম উল্লেখ করেছেন, তবে তিনি যে মহারাজ কবিবর্ত একথা বলেন নাই। তবে নারায়ণ বিরচিতের অর্থাৎ একবার খোয়া গিয়েছিল এবং তক্ষশিলায় বিদ্যালাভ করেছিলেন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সঙ্ঘাস নিয়ে নারায়ণ নাম গ্রহণ করেছিলেন এবং 'মহাযান' সম্প্রদায় প্রবর্তন করেছিলেন—একথা আমরা কবিরাজ ভারতের অনুক্রম পণ্ডিত মহাকবি অশ্বঘোষের বিদ্যার কথা থেকে পাই।

মুদ্রারাক্ষস গ্রন্থের রচনাশৈলী গৌড়ী এবং নাট্যশাস্ত্রকারের অভিমতকে প্রায় সমর্থন করেছেন, শুধু বৈশিষ্ট্য এই যে, ভারতীয় আর্য মতবাদকে একেবারে বিসর্জন দেন নাই। ইন্দ্র, বিষ্ণু, প্রজাপতি নামগুলি সম্বন্ধে বলা হয়েছে। কিন্তু জীবনের যে প্রকৃতিবাদের অন্তর্ভুক্ত, এই বিশেষভাবে সমর্থন করেছেন।

এবার বলি মূল 'ভরতের' কথা। ভরত সাহিত্যের ভিতরের জানাগুলি মাঝে মাঝে এমন বিক্ষিপ্ত ভাবে রয়েছে যে, অনেকটা অন্ধকারের পর উপন্যাস-উপন্যাসের বিষয়গুলিকে পূর্ব অধ্যায়ের সঙ্গে যুক্ত করা দুঃসাধ্য। এই রয়েছে মুদ্রারাক্ষসই বেশী। এক এক জায়গায় মনে হয়, এই একটি চিন্তাসংক্ষেপের বিশেষ বা বিবৃতি। তারপর যে সব কবিদের নাম উল্লেখিত হয়েছে, সেগুলি বৈদিক সভ্যতা বিস্তারের মূলে অন্ধ বিমানস্তরে দেখা যাচ্ছে—'অত্রিকর', 'কাশ্যপ' 'উতথ্যকর্ত' ইত্যাদি নাম এবং সিন্ধিস্থানে 'চীন,' 'বাহ্লিক,' 'সৌরাষ্ট্র' প্রভৃতি নাম। এগুলি মূলীয় সভ্যতীক ইতিহাসের সঙ্গে ভারতের মিশ্রণগুলির মধ্যে একটি। সেই হিসাবে বলা চলে ভরতের এ অংশ তত প্রাচীন নয়।

তারপর নাটকটির একটি ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। নাটকটির রচনাশৈলীকে কবির রচনা বলে মনে করেন নি। তাঁকে মুনির রচনা বলেই মনে করেছিলেন। একথা আলঙ্কারিকদের উদ্ধৃতিতে ৪০ জায়গায় পাওয়া যায়। অতএব ভরতের কবির এতদিন ছিল। সেদিনের সৃষ্টিধারাই আছে। আজ তখনকার সে সৃষ্টিই তখন ছিল না। কিন্তু ভরতের নাম অনেক ক্ষেত্রে কবির পর্যায়ে ছিল, এ প্রমাণ আমরা পাই মুদ্রারাক্ষসের একটি আখ্যায় এবং দুবার 'ভরতের' আখ্যায়। আর পাই শ্রীহর্ষচরিতের আদল অন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ভরত নামে 'বৈদগ্ধ্যাস্পদের' এক মিত্র ছিলেন।

সেই ভরত কবির যে আয়ুর্বেদের একটি বিশ্ব উপাদান করেছিলেন, সে সমস্ত নবীন ভরত-গ্রন্থের স্থানে স্থানে রয়েছে। মুদ্রারাক্ষসেই বেশী। এখানের প্রবাদবিচার, কবিবিচারগুলি 'অন্ধ' আখ্যায়

আখ্যায়িত এবং বিজাতীয় নামের সঙ্গে প্রাচীন ঋষিদের নাম।

তারপরের যুগে আসে 'মুনিযুগ'। এ যুগে আত্রেয়ের শিষ্য কৃষ্ণ ছিলেন এবং মুনিদের মধ্যে ছিলেন এই তন্ত্রপ্রণেতা—তাদের অন্যতম শিষ্য ছিলেন কুশাগ্রের বা পুনর্বসু। তাঁর শিষ্য অগ্নিবেশ। তাঁর শিষ্য চরক। এই চরকের গ্রন্থও বিলুপ্তপ্রায় হবার সময় কবিরাজ-সভাপতি কপিলবস্ত্যাচার্য। তিনি খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকেই সেই প্রাচীন গ্রন্থটির সংস্কার করেন। তিনি ছিলেন কাশ্যপ গোত্রের অন্তর্গত পক্ষধরবংশী। তাঁর পুত্র কপিল দৃঢ়বলও কিছু সংস্কার করেছেন। তিনি সম্ভবতঃ খৃষ্ট শতাব্দীর। এইভাবে কয়েকবার সংস্কারের ফলে আজকের পাওয়া চরক সংহিতার চিকিৎসাস্থান, ধর্মবিজ্ঞানে এবং সাম্যিভিজ্ঞানে বহুভাবে অন্যান্যতন্ত্রের চিহ্ন রয়েছে। ধর্মনিক সিদ্ধান্তগুলি কোথাও প্রাচীন ন্যায় অক্ষপাদের সিদ্ধান্তের ধারায়, কোথাও সাংখ্যের ধারায় কোথাও বা ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদের ধারায় পর্যবসিত হয়েছে। আর চিকিৎসা-বিষয়ে রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দেশীয় ন্যায় লাক্ষণিক পথ অবলম্বন করা হয়েছে, আর কিছু অংশ আপ্তের পরিচয়ের সাহায্যে। আর একটি বিশেষ ধারার কথা বলা হয়েছে, সেটি পরকর্মীয় চিকিৎসা পদ্ধতি। এটি নিম্নল কর, বরদাস, চরক প্রভৃতি প্রাচীনা ব্যক্তিবর্গ ঐতিহাসিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

চরকের সময়নির্ণয়ও কোথাও বৈদেশীকৃতি, কোথাও অন্যরীতি, কোথাও বা মৌক্তিকীতিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তবে চরকের বিশেষ অবদান—সমাজতন্ত্রের সঙ্গে চিকিৎসকের কিরূপ পরিচিত হতে হবে, সেটার নির্দেশ স্পষ্ট।

এই সমাজবাদী কিন্তু বৌদ্ধ-আক্রান্ত রীতিরও নির্দেশ দেয়, তেমনি রাজতন্ত্রের আদর্শেরও ছাপ রেখে করে। খৃষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর পর আর চরকসংহিতার কোনও সংস্কার হয় নাই। তাই এই চরকসংহিতার ধারাকে অবলম্বন করে সপ্তম-অষ্টম শতকে 'বাগ্‌ভট' নামে এক প্রতীচ্যদেশীয় বৈদ্য একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন। চরক সংহিতাকে সংস্কার করার ফলে তাতে তিনি কিছু কিছু প্রক্ষেপ করেননি।

এই বাগ্‌ভট সম্বন্ধেও আজকের পণ্ডিতদের মধ্যে বেশ বিচার বিশ্লেষণ চলে আসছে।

স্থির হয়েছে, বাগ্‌ভট বা বাগ্‌ভট নামে বহু প্রাচীন যুগে একজন পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কোথায় জন্মেছিলেন, তার স্পষ্ট কিছুই প্রমাণ নাই। তবে দ্বিতীয় বাগ্‌ভট নামের ব্যক্তি নিজের পরিচয়ে বলেছেন—আমি সিন্ধুদেশীয়। আমার পিতামহ ছিলেন বাগ্‌ভট। তবে প্রথম বাগ্‌ভট কেবল আয়ুর্বেদ-গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে জানা যায় না। তাঁর পরিচয় একখানি স্মৃতিশাস্ত্র-বিষয়ের গ্রন্থ-রচনায়। এর পুত্র দ্বিতীয় বাগ্‌ভটও অষ্টাঙ্গহৃদয়ের রচয়িতা নন। তবে তিনি একখানি 'বৈদ্যনির্ঘণ্টু' বা অভিধান রচনা করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, অষ্টাঙ্গ হৃদয় তাঁরই রচিত এবং সেইখানিই বৃদ্ধ-বাগ্‌ভট বা 'অষ্টাঙ্গহৃদয়'। এঁর পুত্র সিংহ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি গুজরাটের অধিপতি জয়সিংহের সভা ছিলেন। এরই রচিত অষ্টাঙ্গহৃদয় বলে পণ্ডিত সমাজে প্রচারিত হয়। এই তৃতীয় বাগ্‌ভটের আর একটি রচনা একখানি অলঙ্কার-গ্রন্থ।

এ সিদ্ধান্ত অপেক্ষা আর একটি সিদ্ধান্তের প্রতি পণ্ডিতদের আকর্ষণ খুব। তাঁরা বলেন, দ্বিতীয়

বাগ্‌ভট্টই বৈদ্যকশাস্ত্রের রচয়িতা—তবে সেই গ্রন্থটির সংস্কার করেই তৃতীয় বাগ্‌ভটের খ্যাতি। এমন কি, নিজুবেশে তৎকালে তাঁকে 'নবীন ভব' বলেও লোকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

তবে শার কথা এই যে, তৃতীয় বাগ্‌ভট অষ্টাঙ্গহৃদয় গ্রন্থের শেষে যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন; তাকে অবলম্বন করেই পণ্ডিত সমাজে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আলোচনা সুরু।

আরও এক বাগ্‌ভটের পরিচয় 'রসরত্নসমুচ্চয়' গ্রন্থে। অনেকে মনে করেন, এ গ্রন্থের রচয়িতা এবং অষ্টাঙ্গহৃদয়ের রচয়িতা অভিন্ন। তাঁদের যুক্তি এই যে, অষ্টাঙ্গহৃদয়ের মঙ্গলাচরণ শ্লোকটিতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ছাপ আছে এবং রসরত্নসমুচ্চয় গ্রন্থটি যখন বৌদ্ধতান্ত্রিক সম্প্রদায়ের এবং তার রচয়িতাও বাগ্‌ভট, তখন উভয় গ্রন্থের অভিন্ন রচয়িতা।

এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বক্তব্য এই যে, আয়ুর্বেদ-সম্পর্কে আধিকথনপ্রসঙ্গে রসরত্নসমুচ্চয়ে সিদ্ধাচার্য নুন্দের নাম ছাড়া কোন বৈদিক নামের আভাষও করা হয় নাই, কিন্তু অষ্টাঙ্গহৃদয়ের মঙ্গলাচরণের সময় অভিধানটি পুনর্বসু থেকে আরম্ভ করে সমস্ত মুনি এবং ব্রহ্মা প্রজাপতি পর্যন্ত সকলের বন্দনা-প্রসঙ্গে। এই অষ্টাঙ্গহৃদয়ের উপর টীকাগ্রন্থ দুখানা ছাপা হয়েছে। একখানা অরুণ দত্তের, আর একখানি হালায়ুধ পণ্ডিতের 'বৈদ্যক উৎসব।' তবে শোনা যায়, আরও আটখানি টীকা এর ছিল এবং তাদের অনেক কিছু কিছু পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিক পরিচয়ের একটি তর্কমূল আছে গ্রন্থে—সেটি অষ্টাঙ্গহৃদয়ের উত্তরস্থানের উনপঞ্চাশ অধ্যায়ের দুটি শ্লোকে—সেখানে রসোনবর্ণের বীর্যবত্তাপ্রসঙ্গে শল্যতন্ত্রের উল্লেখ রয়েছে। তার উত্তরে বলা যায়, দৃষ্টপূর্ব প্রথম ও দ্বিতীয়ও যেমন বোঝা যায়, তেমনি পরবর্তীকালকেও বোঝা যায়, কারণ, অগ্নিবেশ, ভেড়, জতুকর্ণ, পরাশরী এরা সকলেই শল্যবিদ্‌ছিলেন।

এ প্রসঙ্গটি শেষ করে একটা কথা বলতে পারা যায় যদি রসরত্নসমুচ্চয়ের বাগ্‌ভট এবং অষ্টাঙ্গহৃদয়কার বাগ্‌ভট এক হন, তবে তিনি শঙ্করাচার্যের গুরু গোবিন্দপাদাচার্যের পূর্ববর্তী হন—তা'লে নিশ্চয় শঙ্করগুরু গোবিন্দপাদাচার্য তাঁর গ্রন্থে রসাচার্যের নাম উল্লেখের সময় বাগ্‌ভটেরও নাম উল্লেখ করতেন।

যে যাক্, এখন বক্তব্য এই যে, বাগ্‌ভটসম্বন্ধে যতগুলি গবেষণা-গ্রন্থ হয়ে আজ আমাদের হাতে এসেছে।

এর চিকিৎসা, দ্রব্যগুণ, শারীর বিজ্ঞান এবং রোগের লাক্ষণিক বর্ণন-প্রসঙ্গের বর্ণনাগুলি যেন ধন্বন্তরির উপনিষদ্ ও ব্রাহ্মণগ্রন্থের মত। অর্থাৎ গ্রন্থের প্রকৃত শক্তির মূল এই অষ্টাঙ্গহৃদয়—অপূর্ব বর্ণনার রীতি—যেমনি সংক্ষিপ্ত, যেমনি সরল, তেমনি সুপ্রণালী—এইবিদ্যা এঁর ছন্দোবৈশিষ্ট্যের ফলে ফলে। দক্ষিণ ভারতে অষ্টাঙ্গহৃদয় গ্রন্থখানি ভারতীয় আর্য-সভ্যতার বেদের মত আদরণীয়।

অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতা আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাবো এ গ্রন্থখানি আর এক দিক থেকে মহামূল্য। বাংলাদেশে একদিন তন্ত্রমতের উদয় হয়েছিল, তাঁর অন্তরে প্রতিষ্ঠায় "অষ্টাঙ্গহৃদয়" আমাদের মনে স্থানিত করেছিল। আর আয়ুর্বেদ-জগতেও অষ্টাঙ্গহৃদয় মহাকাব্য। চিকিৎসা-সূত্র

যোগ বিজ্ঞান-শাস্ত্রীর পরিচয় এবং রসায়ন-বাজীকরণ ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে এক সুখপাঠ্য রচনা করা যায়, অষ্টাঙ্গহৃদয় তার নিদর্শন।

বাগ্‌ভটের কত যেন রাগ, মহাশ্বেতা আর মঞ্জরী—এদের বিষয় পরিচয়, যুক্তি, বিধি, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, সংক্রান্ত, উপসর্গ, রোগাক্রান্ত ইত্যাদি চরিত্র নিয়ে অষ্টাঙ্গহৃদয় মহাকাব্যের উদয়। সংস্কৃত-ভাষার পরিচিত গ্রন্থে সব কথাই এতে নিবদ্ধ। কোথাও প্রবাগুলির অযৌক্তিক নাম নিরিয়াস করে কাস্ত সুখদ প্রতিভাষা দিয়ে বৈদ্যশাস্ত্রের বক্তব্যকে পরিস্ফুট করা হয়েছে। মাঝে মাঝে উপমা, শ্লেষেরও সংযোজন করা হয়েছে। কাব্যালোর প্রায় সকল সূত্রগুলি সফল করে আয়ুর্বেদসিদ্ধুতে সমর্পণ করা হয়েছে। সবই সেই আত্রেয়ভাষিত তন্ত্রতীয় আনুপূর্বে। মনে হয়, বেশেষেষের "শত শ্লোকী" ও সোমিল রাজের "বৈদ্য জীবন" নামক দুটী আয়ুর্বেদ-কাব্যের উদয় এই অষ্টাঙ্গহৃদয়। অষ্টাঙ্গহৃদয়ের ভাষা, ভাব অন্বিত্ব গ্রন্থ পাঠ করলে মনে হয়—বীরের বীরত্ব পাঠকে যেমন তাদের হাতে দিব্যমূর্তির বর্ণনা হয়, তেমনি শুদ্ধ চিকিৎসাবেদও মহাকাব্য বাগ্‌ভট-প্রতিভার হাতে এসে অষ্টাঙ্গহৃদয় নামে ও রস-ভাবের সম্মিলিত রূপ লাভ করেছে। এবার এর প্রকৃত পূজারী এলেই আয়ুর্বেদীয় কলা যথার্থ রিসিক হবেন। সুশ্রুত-চরকের অধিক দৃষ্টি অষ্টাঙ্গহৃদয় - তাই চিকিৎসের বৃহত্তরী।

---

* আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞান-পরিষদের উদ্যোগে ১৩ই বৈশাখ ১৩৭১, বুধবার, কবিরাজ-ভবনের ঘোরেন্দ্রিত ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে অনুষ্ঠিত ১৪শ বার্ষিক চরক-প্রশস্তি-দিবস পালনোপলক্ষে পঠিত প্রবন্ধের লেখকদ্বয়ের পরিচয়।

—প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ

১৪শ বার্ষিক চরক-প্রশস্তি-দিবস-পালন

বুধবার, ১৩ই বৈশাখ, ১৩৭১ (২৬শে এপ্রিল, ১৯৬৪) বেলা ৪টা

স্থান—ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হল, অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

কার্যক্রম :

(১) মঙ্গলাচরণ

(২) উদ্বোধক ও সভাপতি বরণ ও মাল্যদান

(৩) সভার্চনা জ্ঞাপন—কবিরাজ শ্রীবনবিহারী মজুমদার

(৪) উদ্বোধন—ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ডি. এস্‌-সি ; এম্‌. এস্‌. আই ডাব্লু—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

(৫) আয়ুর্বেদের নানা বিষয়ে আলোচনা—

(ক) সুশ্রুতীয় বিধির অবদান—কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পঞ্চতীর্থ

(খ) চরকের চিকিৎসাপদ্ধতি—কবিরাজ শ্রীঅমলাচরণ সেন, বৈদ্যবাচস্পতি

(গ) চরকের বিকাশ আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পথ—কবিরাজ শ্রীঅমরেন্দ্র চন্দ্র নাগ, ভিষক্‌ রত্ন, এল্‌. এ, এম্‌, এস্‌

(ঘ) চরকের জলবায়ু বিধি—অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী, এম্‌. এ

(ঙ) রসবিজ্ঞানের তাৎপর্য—অধ্যাপক কবিরাজ শ্রীমুরারি মোহন ঘোষ, কাব্যতীর্থ

(চ) চরকের অযৌক্তিক-বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব—কবিরাজ শ্রীঅমলাচরণ সেন, বৈদ্যবাচস্পতি

(ছ) তন্ত্রস্থানের প্রয়োজনীয়তা—কবিরাজ শ্রীযোগেশচন্দ্র শাস্ত্রী

(৬) উপস্থিত অতিথিবর্গের বক্তৃতা

(৭) সভাপতির অভিভাষণ—কবিরাজ শ্রীপ্রাণতোষ চ্যাটার্জি, এম্‌. এ আয়ুর্বেদ-বাচস্পতি

(৮) ধন্যবাদ—কবিরাজ শ্রীঅরবিন্দ নাথ চ্যাটার্জি, সম্পাদক।

বিনীত

কবিরাজ শ্রীবনবিহারী মজুমদার,
প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি

কবিরাজ শ্রীঅরবিন্দ নাথ চ্যাটার্জি, সম্পাদক,
আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ

১০ম বার্ষিক চরক-প্রশস্তি-দিবস-পালন, ১৩৭২

বিবরণী

বিগত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২, বুধবার (২রা জুন, ১৯৬৫) কলিকাতা-মেডিকেল কলেজ অডিটোরিয়াম হলে আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে ১০ম বার্ষিক চরক-প্রশস্তি-দিবস পালিত হয়। কবিরাজ শ্রীপ্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভার উদ্বোধন-প্রসঙ্গে ডঃ শ্রীহরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন—আধুনিক চরকের অনুবাদ অকালীন বিজ্ঞান জগতের নিকটে। প্রবন্ধগুলির যথাযথ পরিচয় ও মূল্যায়ন নির্ধারণ করা দরকার। কোন্ দ্রব্যে কোন্ রাসায়নিক পদার্থ আছে, তাহা নির্ণয় করা দরকার। আয়ুর্বেদের উন্নতি হইলে দেশের উপকার হইবে। আয়ুর্বেদের পথে নূতন নূতন গবেষণায় হয়ত আরও অদ্ভুতপূর্ব জিনিস বাহির হইবে। আমি চরকের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

সভার উদ্বোধনান্তে পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি কবিরাজ শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসুমল্লিক বলেন—বৎসরের পর বৎসর ঋষি চরকের সৃষ্টি-পালনের জন্য তাঁহার কালজয়ী বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ও চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁহার অনন্যসাধারণ আবিষ্কারের আলোচনা করা, যাহাতে আয়ুর্বেদের উৎকর্ষের পথে নব নব উদ্যমের সন্ধান হইতে পারে। আমি অবসরের সঙ্গে অভিনন্দনও জ্ঞাপন করি, কেন না, অভিনবত্বের বিজ্ঞানসম্মত উপলব্ধির জন্যই এই অভিনন্দনের কবিরাজ বরণ চরকের এত খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা। আজ যাহারা চরকের বিভিন্ন দিক হইতে আয়ুর্বেদের উৎকর্ষকে মহিমান্বিত করিবার জন্য উপস্থিত, তাহাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

সভাপতি মহোদয় তাঁহার সুদীর্ঘ ভাষণে চরকের ও আয়ুর্বেদের একটী সামগ্রিক ছবি তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহার অভিভাষণ পরিষদের অক্ষয় সম্পদ হইয়া থাকিবে।

অধ্যাপক শ্রীবিভূতিভূষণ সেন চরকের জনপ্রিয়তা-বিধি আলোচনাপ্রসঙ্গে তাঁহার বিশ্লেষণ, অনুভূতি, আদর্শজীবনে কি কি করা উচিত—তাহার বিস্তৃত বর্ণনা করেন। অধিকন্তু তাঁহার প্রবন্ধান্তরে তিনি বলেন—ব্রাহ্মী-কল্প, যেষ্টিমধু ও তালিমখানা জাবিদে, তাহাদের জানা যায়—অভিনব, নবীনত্ব, বিভিন্ন বিদ্যার্থী প্রভৃতির অবদানের কথাও বলেন। চরকের সংস্কারে বিভাই পৌরিকা বিষয়ে গবেষণা করিয়াছেন। দেশ স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছে—তাহার ফলে দুর্নীতিও বাড়িয়াছে। চরকের সংস্কার, ধাত্বাত্মিক চিন্তাধারা ও চিকিৎসার বৈশিষ্ট্য চিকিৎসা বিদ্যের গতি ও সেবার পথে লইয়া যাইবে।

কবিরাজ শ্রীহরিপদ ঘোষাল ঘোষ এবং কবিরাজ শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র নাথ নিজ নিজ সুচিন্তিত বিষয়ের ভাষণ দান করেন।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত হৈমচন্দ্র ঠাকুর ও কবিরাজ শ্রীঅমলাচরণ সেন ও কবিরাজ শ্রীজগন্নারায়ণ সেন, যথাক্রমে 'বৃহত্রয়ীর বিভিন্ন অবদান', 'চরকের চিকিৎসা-পদ্ধতি' ও 'চরকের মনোবৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ' সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। (প্রবন্ধগুলি ক্রমশঃ এই পত্রিকায় বাহির হইবে।)

ডঃ শ্রীসুরেন্দ্র কুমার সেন 'রস ও অলঙ্কার' সম্বন্ধে বলিতে উঠিয়া ভারতীয় অলঙ্কার যে রস-বাদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া ব্যাখ্যা করেন। তিনি আরও বলেন, শ্রীকরণীয় ও অলঙ্কার সৃষ্টিতত্ত্ব একই দিকে প্রযোজিত। আয়ুর্বেদ হইতে কবিরাজ অনেক কিছু গ্রহণ করিয়াছেন।

কবিরাজ ও বিদ্যুৎ শ্রীহরেন্দ্রনাথ নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন—আজ দরকার দেশের জন্য আয়ুর্বেদের প্রতি যত্ন করা। আয়ুর্বেদের অনেক জিনিস প্রাচীনকালে জানা নাই। দেহ, মন ও আত্মার যে সমন্বয় উপনিষদে সংকলিত ও চিন্তার প্রতিফলন, তাহাও তিনি বিশ্লেষণ করেন।

পরিষদের সম্পাদক কবিরাজ শ্রীঅরবিন্দ নাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সকলকে ধন্যবাদজ্ঞাপনের পর সভা ভঙ্গ হয়।

"আয়ুর্বেদ-ভারতী"র নিয়মাবলী

১। "আয়ুর্বেদ-ভারতী" মূলতঃ ও প্রধানতঃ আয়ুর্বেদশাস্ত্রের তথা-সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা হইলেও ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যান্য বিষয়ও যথাসম্ভব ইহাতে সন্নিবেশিত হইবে।

২। ইহার বার্ষিক মূল্য সডাক চার টাকা ও প্রতি সংখ্যা এক সিকা।

৩। বাংলা বৎসরের অনুসারে ইহা প্রকাশিত হইয়া থাকে। যে কোন সময়ে ইহার গ্রাহক হওয়া যায়।

৪। গ্রাহকগণের চিঠিপত্রাদিতে গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ থাকা দরকার।

৫। বিজ্ঞাপন দিতে হইলে সম্পাদক মহাশয়ের সহিত পূর্বাহ্নে যোগাযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন। টাকাকড়ি সম্পাদকের নামে ও মাশুলে রেজেস্ট্রী-মেওয়া হইবে।

৬। চিঠিপত্র, টাকাকড়ি, সম্পাদক, "আয়ুর্বেদ-ভারতী", ৪২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৭। "আয়ুর্বেদ-ভারতী"তে প্রকাশের জন্য তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে

হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর

রুগ্ন মানবের সেবায় নিয়োজিত সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান

প্রাচীন ও আধুনিক

চিকিৎসা বিজ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয়ে নবীন পদ্ধতিতে

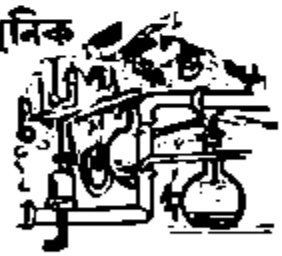

বাতরক্ত পবল শ্বেত আরোগ্য

ইহা ছাড়া গলে ঘা, অসাড়তা, আঙুলের বক্রতা, একজিমা, সোরাইসিস্, দুষ্ট ক্ষত ও অন্যান্য কঠিন রোগ আরোগ্য করা হয়। লক্ষণসহ অথবা সরাসরি সাক্ষাৎ এবং বিনামূল্যে বিস্তারিত পুস্তক পাঠ করুন

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর প্রতিষ্ঠাতা : পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা

১ নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া (ফোন : ৬৭-২৩৫৯)

শাখা :— ৩৬এ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ (পুরবী সিনেমার পাশে)

A revolution in Ayurvedic Medicine...

Baidyanath medicines are Manufactured in 5 big Pharmacopoeias by Pharmacists (Chemists) and for their effectiveness enjoy the confidence of the Medical profession all over the country and abroad.

Baidyanath medicines are a symbol of Revolution in the world of Indian Medicine.

SHREE
Baidyanath
AYURVED BHAWAN
PRIVATE LTD.
CALCUTTA · PATNA · JHANSI · NAGPUR · ALLAHABAD

LEADING MANUFACTURERS OF AYURVEDIC AND PATENT MEDICINES

পাইওনীয়ার

সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে ধৌত !

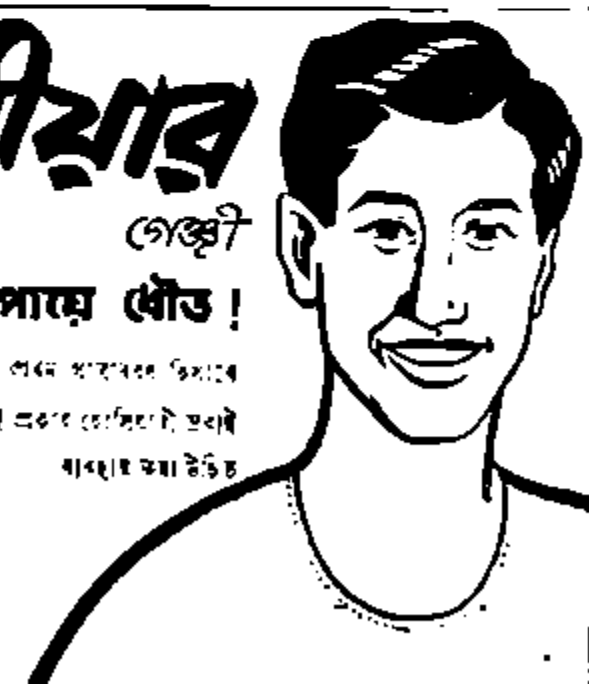

পাইওনীয়ার ফিচার্স লিমিটেড

The Ayurveda-Bharati, a multilingual Quarterly Journal of Ayurveda & Indian Culture)

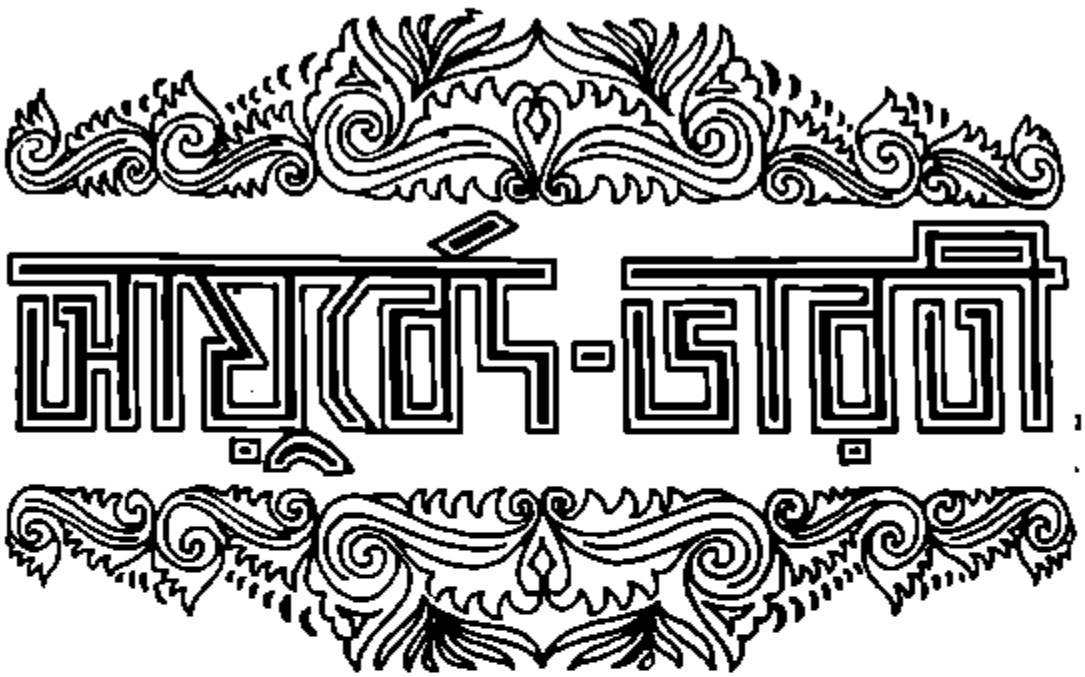

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক

কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার মজুমদার, এম্-এ, আয়ুর্বেদাচার্য

'আয়ুর্বেদ-ভারতী' কার্যালয়

৪২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রতিসংখ্যা ৭৫ প ৫ম বর্ষ—কার্তিক, ১৩৭২ বার্ষিক—সডাক ৫৲ টাকা মাত্র

'আয়ুর্বেদ-ভারতী'—সূচীপত্র, কার্তিক, ১৩৭২

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। [illegible] সাহিত্য পর্যালোচনা	[illegible]	৩১
২। [illegible]	[illegible]	৩৪
৩। Caraka—His Principles of Health & Hygiene	[illegible]	৩৭
৪। [illegible] চিকিৎসা-পদ্ধতি	কবিরাজ শ্রীঅমলাচরণ সেন, বিদ্যাভূষণ	৪০
৫। [illegible] সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা	কবিরাজ শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন, কবিরত্ন	৪৪
৬। বিবিধ রোগের চিকিৎসা	কবিরাজ শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ পট্ট, বৈদ্যশাস্ত্রী	৪৭
৭। [illegible]-বিধি	কবিরাজ শ্রীসুধাংশু ভূষণ মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যশাস্ত্রী	৪৮
৮। 'Amavata' in Ayurveda alias Rheumatoid Arthritis	কবিরাজ শ্রীবিমলকান্তি মহলানবীশ, এম-এ	৪৯
৯। [illegible] রীতি ও পারমৌতি	কবিরাজ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, এম.এস	৬১
১০। [illegible]	[illegible]	৬৪

'আয়ুর্বেদ-ভারতী'র বিজ্ঞাপনের হার

'আয়ুর্বেদ-ভারতী' বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক পত্রিকা, বিশেষভাবে আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞান-বিষয়ক। বিজ্ঞাপনের হার নিম্নরূপ—

সাধারণ পৃষ্ঠা—

প্রথম কভার পৃষ্ঠা—	১০০৲
দ্বিতীয় পৃষ্ঠা—	৮০৲
তৃতীয় পৃষ্ঠা—	৬০৲
চতুর্থ পৃষ্ঠা—	৫০৲

সম্পাদকীয় অনুমতি সাপেক্ষে বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ হারের ব্যবস্থা—

১০৲ ঘন সেমি.

বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য বিষয়বস্তু সম্পর্কীয় পত্রাদি ও সাময়িক পুরস্কারের 'আয়ুর্বেদ-ভারতী'র অধিষ্ঠাতা-সম্পাদকের নিকট লিখিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের টাকা মুদ্রিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রিম দেয়। এবং পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বাহির হইবার ১৫ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ দিতে হইবে। নতুবা সাময়িক বিজ্ঞপ্তি-বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবে।

'আয়ুর্বেদ-ভারতী' কার্যালয়
৫২, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯

অধিষ্ঠাতা-সম্পাদক,
'আয়ুর্বেদ-ভারতী'

AN APPEAL

The Ayurveda-Bharati

A Multilingual Journal of Ayuveda and Indian Culture—an Organ of the Ayurveda Bijnan-Parishad has stepped into its fifth year. Its pages are adorned with thoughtful article of erudite scholars. The articles bear testimony to the-vast love of Ayurveda and its unique exposition of the Indian system of Medicine and research that were carried on thgoughout the centuries—the checkered culture of India. To support and subscribe it is to help & uplift the science of Ayurveda as well as the Indian mind and spirit.

Founder-Editor, Ayurveda-Bharati

Office : 52, Mahatma Gandhi Rd., Cal.-9

সত্যমেব জয়তে নানৃতম্

আয়ুর্বেদ-ভারতী

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক—কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার মজুমদার, এম এ, আয়ুর্বেদাচার্য

ত্রৈমাসিক ২য় সংখ্যা | কার্তিক—১৩৭২ NOVEMBER—1965 | ৫ম বর্ষ VOL. V. No 2

অনাগারিক ধর্মপাল

(জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে)

১৮৬৫-১৯৩৩

শ্রীবগলাকুমার মজুমদার

অনন্ত পথের যাত্রী ধর্মপাল সুদূরবিহারী
বীণের লীলা বন্দী করেনি তোমায়—চির-প্রবাসী,
অন্তরের দীপ তোমার উজলিল কোন আলোকে ?
অন্তহীন সাগরের ডাক তাই শুনিলে চৌদিকে—
দেশে দেশে যত রয় – দেশে দেশে আত্মীয় স্বজন
কার লাগি ছিলা-বিদেহ ? লভিতে মহাজীবন
নিত্য তোমার চিত্ত মাঝে জাগিল মুক্তির আলোর
তৃষ্ণাতে অনমনীয় । বিরহিতে জ্ঞানের সন্ধান
অবোধ-অশুচি জনে। চির ঋষি মায়ের যখন
তাদের জীবনহরী লাঞ্ছনারি মান-অপমান
দিয়ে অলঙ্কৃতি। বুদ্ধের পুণ্য জন্মে পবিত্রিত
ভারতের পুণ্যভূমিরা - অনুবিহার উদ্বোধিত
করিল তোমারে - অহিংসা-অমৃতার বাণী অপার
প্রত্যুষিতে বিপুল বিশ্বে ছিলে পাড়ি পারাবার।
জ্ঞানের উর্ধলোকে যেথায় জ্যোতিক বাহি পথে,
যথা রচেনি বেথা যোন বাধা প্রাণের পরশে,

নাহি প্রাচীর অজানের—তুমি সেথায় বিরাজিত
অম্লান আলোকে তমসবিজয় ব্যথা উদ্ভাসিত
সুনির্মল পূরব অম্বরে। প্রেমের পূজারী তুমি
আজিকেই বিশ্বপথিক—পরার্থে নয়ন প্রসারি
নিখিল মেহ বিলাসাথে—সকল মনে, সবার মর্মে
মুক্তা তব নাহি কভু চির-আয়ুর সকলের মনে
মুক্তির পুণ্যবীর্যে যেথা লোভ করেনি অসাড়—
ভূলোকাতে রক্তাক্ত করেনি চির বিষাদে কলুষ।
নীলাকাশসম তব হৃদয়-প্রসার একত্রিত
করেছে পূর্ণ মিলনের আধারে চির-মানব।
ধন্য তব জন্মভূমি—ধন্য বিশ্বভারতী নিখিল
তব-সত্যের-শিবমে সব মোর শ্রদ্ধা নিবেদি।

১লা আশ্বিন, ১৩৭১

সম্পাদকীয়

বিশ্বভারতীর মূলে শান্তিনিকেতন সভাগৃহের প্রধান অঙ্গ—আত্মার প্রকৃষ্ট পন্থাও। জ্ঞানের পথে, অন্তরের পথে একত্ব অভিমানে অগ্রসর-চলা সত্য—স্বার্থের কণ্টকে পড়িলে কিন্তু অনর্থ সৃষ্টি করে। বৈচিত্র্যে ঐক্য বা মিলন যেখানে সর্বভাবে কার্যকরী সেখানে সেখানে সমাধান হয়—ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়ে সাধারণ পর্যায়ে এসে মেহ ও প্রেমের মূলোচ্ছেদ হয়—কোনও এই প্রকাশের প্রগতি যাহাতে হয়। প্রকৃতির রাজ্যে বৈচিত্র্যে একটা মিল আছে—অবশ্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তার বিকাশের রীতি ও সৌষ্ঠব বিঘ্নিত হয়। মানুষের বেলায় তার বিপরীতটা ঘটে থাকে। এ যেন আয়নায় আঁকা ছবির মত। এমন বৈপরীত্য প্রকৃতির রাজ্যে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। এর আসল কারণ নির্ণয় করতে গেলে শুরু ও আর্তবের। যোনাবয়বের শারীরবাত্তিক ও ধাতুগত বিশ্লেষণ—প্রজনন-বিজ্ঞান

নিপুণ ও বিচিত্র ফলাফল অনুসন্ধান করা দরকার। এর বেশির ভাগই ফলদাই পূর্বরূপ ও রূপের কার্যকারণ নিরূপণ-কল্পে বিধেয়।

প্রতিটি বৈজ্ঞানিকের একটি নীতি ও কৃষ্টিধারণা আছে, অথবা তার বেশিও থাকতে পারে। বুদ্ধি বা জ্ঞানের উৎকর্ষ যখন বিশ্লেষণের কোঠায় এসে স্বার্থ ও লাভালাভের টানাটানিতে পরিণত হয়, তখনই বিরোধ ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। তবে এরও আবার শ্রেণীভেদ আছে—যাতে করে বেশি লোকে বল পাওয়ার। তাত্ত্বিকনীতির দুর্বোধ্য অন্ধকার সন্ধান, কূটনীতির অমানুষিক খেলা বা ব্যবসায়ীর অপরাপর অর্থোপার্জনের উৎকট গুপ্তচার মত না হলেও সমানে সমানে মিল—তা স্বার্থের বিরোধে ঘটে থাকে—তবে অত্যাচার ও অবিচার, শোষণ ও নিগ্রহ নির্লজ্জভাবে চলে—কিন্তু যেখানে জ্ঞানার্জন, সেবা-পরায়ণতা, করুণা, বাক্ষিপ্তা, সহযোগিতা, সহবেদনা ও আত্মত্যাগের মতন গুণাবলীর ওপর বল প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানে বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সহজবর্তী মানবতা বর্ণাশ্রমে শুভ মিলনের যুগে আবার ফিরে আসার সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ প্রসন্নতার আমেজে মুহূর্তিত হয়। সাধারণ লোকের মধ্যে যেমন, এমন কি, জ্ঞানী ও গুণী লোকের মধ্যেও তেমন, অজ্ঞাতসারে বড় বড় সাধারণ প্রসঙ্গের অন্তরালে নিজের নৈপুণ্য অন্যের প্রতি ব্যবহারে পরিলক্ষিত হয়—এতে শুধু অন্তরের নৈপুণ্য নয়, মুহূর্তের সমাজে। কথা বার্তা মিলেও নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে শুভকারীতা ও কৃপণতার স্বাক্ষরও তত নেই। মস্তিষ্কের প্রখরতার পরিচয় তবুও উৎকর্ষতা বড় করেই দেখা যায়। কিন্তু হৃদয়ের উদারতাই বিশ্বে অধিকতরভাবে শান্তি ও সৃষ্টি এনেছে—নিঃস্বার্থ, শুদ্ধ বিশ্বকল্যাণী আত্মত্যাগের চিত্ত আমার ধ্রুবলোক জেনে নিয়েছে।

বর্তমানে প্রায় সর্বস্তরে যে নীতি ও বিশৃঙ্খলার রাজত্ব বিরাজ করছে, তার মূল কারণ শ্রেষ্ঠতের মধ্যে সংচিন্তা ও সাধনা, আদর্শ আচরণ ও কর্মের অভাব। মানুষ নিজের স্বভাবধর্মে চলে না বলেই বিশ্বে ও ঘরে। সেবাব্রত গ্রহণ করা হলো এক কথা, আর স্বার্থান্বেষণ ও রাজনীতির কবচ-কুণ্ডল হলো আর এক কথা—একটিতে আছে দেশের হৃদয়োদ্ঘাটন, অন্যটিতে ব্যক্তির যূথ দলের স্বার্থে কথার প্রয়োগ ও সাধারণের ক্ষয়করণ। সুতরাং অবাধিকার ও সমাজ আজ বাস্তবিক অস্তিত্ব—সমাজতন্ত্র তো দূরের কথা।

সাধনা যখন নিরলাধী হয়, তখন তার প্রকাশও হয় অভিজিৎকের—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য-সাধনে তৃপ্তির পরিপূর্তি। সাগরে চুরুণী আহরণ করে রবি-মুক্তা, চরপেড়া নদীতে লাভ হয় তারাকড়ি। ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থের সাধনে যখন চিত্ত পরিতৃপ্ত, তখন তাদের ঐশ্বর্য ও বীর্যের পরাকাষ্ঠা, আত্মাহুতিসহ একপ্রাণতা ও মহাসুন্দরতা কি করে সম্ভাবিত হবে? তাদের সংস্কৃতির অন্তঃশ্রী দিকে দিকে প্রবাহিত হয়ে কত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অমর সৃষ্টি হয়েছে। আয়ুর্বেদের স্থান সেখানে সর্বোপরি। বেদমূলক আয়ুর্বেদ বহুমুখপ্রসারী গবেষণার ঐতিহ্য বহন করে। সরকারী অসাবধানতা, বলতে কি, অক্ষমতা তার প্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। পাশ্চাত্যের অনুকরণ ও অনুসরণ—তা যতই যুক্তিযুক্ত হোক আধুনিক বিজ্ঞান-পরিকল্পের পক্ষে—আয়ুর্বেদের ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি ডেকে এনেছে। আধিক ঘটনে ও সুযোগ সুবিধা-বিতরণে সামঞ্জস্য-বিধান প্রয়োজন, তাতে কোন দ্বিমত না থাকতে পারে—অপরদিকে, আয়ুর্বেদের মত একটা বিশিষ্ট চিকিৎসাশাস্ত্রের পক্ষে নীতি ও প্রয়োগ পদ্ধতি বর্জন

ভারতীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিভার মৃত্যুই ডেকে আনবে—যখনই কোন অবস্থায় আয়ুর্বেদের মৌলিক উৎকর্ষ বলে দৃঢ়ীভূত হতে পারে না তখনই আয়ুর্বেদকে পোষণ করে প্রলোপাধির অঙ্গসৌষ্ঠববৃদ্ধি করা যাক—এটা অবস্থায় অধিকতর বেদনাদায়কের মূলা উচিত—এখন পর্যন্ত না বুঝলেও। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদান-প্রদান যুগে যুগে হয়ে এসেছে নূতন নয়—প্রাগৈতিহাসিক কালেও তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। তবে বর্তমানে আর্থাধেষীদের প্রয়োজনায় সরকারী দুর্বল নীতি ও বিদেশী মনোবৃত্তি আমাদের বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। ইহা ভোগের পক্ষে, বিজ্ঞানের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। বিদেশের সংস্কৃতি ও ভারতীয় সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটিয়েও কি ভালো বৈজ্ঞানিক হওয়া যায় না?

সভ্যতার পূর্ণবিকাশের যে বিভিন্নের খেলা চলে—তাই নিরন্তর পরিবর্তের মুখের পর মুখ তাকে পরার বিচিত্রতা ও বিরহনের খেলাঘরে বিবিধ কলা ও বিজ্ঞানের গড়া খেলা। মানুষ-মেয়েরা যেমন নানা ফুল, ফল প্রভৃতি পায়—নবীনিরি এক প্রান্তর, সর্বোপরি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের চির-প্রেরণা আমাদের তবে, তেমন চিরযাত্রার পথ ধরে উন্নত করবার জন্য মানুষের মনন ও অনুশাসনের চির-পথিক চির চাঞ্চল্যের সৃজন-নাটোর নট সেজে আছে। তার রূপ ও সৃষ্টিচয়ি মেলে মেলে বিভিন্ন সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতির মনস্তিত্ব বিকাশের লীলাভূমি। যেন বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারা খুবই বিপুল হোক আমাদের কাছে—শিল্পের বহুমুখী সম্ভারসার খুবই সামাজিক আচার ব্যবহার ও জীবনাদর্শের পরিবর্তন মানুষ মানবাত্মনের সাহায্যে সহজ সংস্কারসাধনের পটভূমিকায় ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভার অনুকরণে, ভারতের অন্তর্লোকে যে শাশ্বত মানুষটি এক সব বাহ্যিক সমারোহের মধ্যে আনন্দ তার অবিনাশী আত্মাই সর্বাঙ্গীন মুক্তির সন্ধান দেবে। যেমন ও যেমনের সভ্যতার নানা অতিব্যক্তির বিনিময়ে সেই ভারতাত্মা। প্রতি দেশের ও প্রতি জাতির অন্তরালোকে সেই বিশিষ্ট প্রাণ ও দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন ভাবের এবং অনেক রূপকে পথহারা হয় না। সৃষ্টির মূলে তার জাতীয় চিত্ত ও চরিত্র চির-জাগ্রত তাই মানুষে মানুষে মিলনের মহামন্ত্রে জাতীয় বৈশিষ্ট্য পথ কেটে চলে আধুনিকীর অন্তরালে তবেই লোকে মত হোক। যে জাতি তা পারে না, তার কিছু দেবার থাকে না—জনন-শক্তিও চির-বন্ধ্যত্বে, পরিণত হয়; ফলে সে বাঁচবার অধিকার হতে বঞ্চিত হয়। বর্তমান ভারতে যারা আজ ভাবছেন—তাদের পরমর্যাদা যতই উর্ধ্বে যাক না কেন—স্বদেশের সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের ধারা পুরাণ ও মেকেলে—আধুনিক বিজ্ঞানের জোলুষ ও পরবর্তী অস্ত্রের ব্যবহারের ধরন মুগ্ধ, এমন কি, ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি যা আবাহনকাল কি এখনও ফলপ্রদ প্রয়োগের বাক্য রাখে—তার প্রগতির ও ফলের প্রয়োজনীয়তা অতিরিক্তকর, তাদের মূলসূত্রী ও বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠার প্রমাণ তারা পারি না। কিন্তু অপরপক্ষে আয়ুর্বেদ দেবীর আত্মসৃষ্টি ও পরানুকরণপরায়ণ ব্যর্থতার পরিবর্তে দেশকালপাত্র ভেদে আধুনিকজ্ঞানের সর্বাঙ্গীন উন্নতি-সাধনে ব্রতী হওয়া দরকার। ইংরেজ আমলে ছিল রাজনৈতিক বিরোধ, তাই দৃষ্টি ছিল জাতীয় ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করবার সামগ্রিক প্রয়াসে, আর আজ বিরোধ নেই বলে পশ্চিমের সামাজিক অপেক্ষাকৃতিকার বাধে—জাতীয় চরিত্রের নয়—রাষ্ট্রিক হন্দ্বে অন্তর্লীন। এখন ও সর্বজনের সুখবারপথে আদর্শ জাতীয় চরিত্র গঠনের ভার এসেছে এখন—ভারতের চিত্ত ও চিন্তার স্বাধীনতা—অন্ধবিশ্বাস-ভোগের ও অনাচারের স্বাধীনতা নয়।

Caraka—His Principles of Health and Hygiene *

Rajvaidya Kaviraj Bagala Kumar Mazumdar, M.A., Ayurvedacarya
Founder-President, Ayurveda Bigan Parisad. Formerly Professor, Govinda Sundari Ayurveda College. Founder-Editor, Ayurveda Bharati, Calcutta.

Sattvamātmāśarīrañca trayametat tridandavat |
Lokastiṣṭhati saṃyogāt tatra kṛtsnam pratiṣṭhitam ||—Caraka. i. 1

These three—mind, soul and body are, like three pillars upon the union of which stands the world—stand all and everthing.

Caraka the Sage and Scientist

The life and lineage of Caraka the sage and scientist are shrouded in mystery. A mere glimpse of his age is shed through internal sources. Some historians say that he flourisshed before Pāṇini the great grammarian from 'Carakāllluk' with 'Carakena proktah' in its Vrtti. Others are of opinion that the same Caraka is the grammarian Pāṇini, writer of the Yogaśāstra Patanjali and compiler of the Caraka Samhitā. There is another opinion referring to his being the royal physician of King Kaniśka in the first or second century A.D. This is exploded by Acarya P. C. Roy in his 'History of Hindu Chemistry, as being fantastic. Some, however maintain that Caraka moved from place to place spreading the knowledge of Ayurveda and naturally he was called Caraka (meaning thereby one travelling on). But Vrddha Caraka flourished in 500 B.C. Western historians say, Caraka flourished in 315 or 271 B.C. But according to Swāmī Prajnānanda Caraka flourished in 900 B.C, as written in his 'History of Vedānta'. So it is truely affirmed that the great sage Caraka flourished between 600 to 900 B.C.

The Kuch Mss. is a medical treatise in sanskrit verse with a few Prākrt passages. It contains abstracts of ancient medical works and a number of direct quotations from Indian authors including twenty eight extracts from the Caraka Samhitā and six from the Susruta Samhitā. The Caraka Samhitā is the Agnibeśa Tantra revised and improved by Caraka and renamed as the Caraka Samhitā. Caraka worked up to the 13th Chapter of the Cikitsāsthāna from the Sūtrasthāna. The remaining portion with the whole of Kalpasthāna and Siddhisthāna were revised and completed by Dṛḍabala, son of Kapilabala. Dṛḍabala hailed from Pañcanadpur.

Tantras or Kalpas are generally

monographs on special topics but Samhitās are comprehensive treatises covering many subjects. Besides being translated into many languages of India the Caraka Samhitā has been translated into the main languages of the World. It was translated into Arabic, so great was its fame in the court of Al Mamun in Bagdad in 927 A.D. or some say, in 800 A.D. as also in Chinese on two occasions in the 7th Century A.D. It was also rendered at a fairly early date, into Parsian.

Caraka was the harbinger of a great renaissance in his time and the pioneer in the task of spreading the knowledge of Ayurveda in the post-vedic age. He was an all-round genius – a literatuer, a grammarian, a philosopher, a reformer and above all, a humanist. Though the Caraka Samhitā is a book of the Ayurvedic system of medicine, it is a mine of secular and spiritual knowledge, the fountain of scientific precision, an imperishable receptacle of various subjects of wisdom, ocean of supreme principles, a vivid picture of good conduct and principles of health and hygiene, ever-giver of various moral, material, scientific and spiritual truths regarding the body, mind and soul to build up the perfection in man and superman. His revision is of a unique character reproducing the Agnibeśa Tantra with the best of his all-round knowledge of science and philosophy after research and investigation and inquisitiveness making the Tantra change into the Caraka Samhitā. He introduced Nyāya, Sānkhya and Vaiśeśika philosophy into the discussion of particular subjects.

As we have it in the Caraka Samhitā : Chap I. Sūtrasthāna deals with diseases, their remedies, diets, duties of a physician and other principles threading like a garland the basis of all other Chapters : Chap. II. Nidānasthāna contains descriptions of diseases ; Chap III. Vimānasthāna deals with general pathology and medical studies as also contains a statement of regulations laid down for the conduct of newly-pledged student etc. ; Chap. IV. Śārirasthāna deals with Anatomy and Embryology ; Chap. V. Indriyasthāna, with diagnosis and prognosis; Chap VI. Cikitsāsthāna, with special therapy and medicines : Chap. VII. Kalpasthāna, with lists of drugs and their properties and Chap. VIII. Siddhisthāna, with 'Pañcakarma' (i.e. five kinds of elimination).

Of over two scores of commentators of the Caraka Samhitā only the commentaries of Hariścandra (Carakanyās), Cakrapāṇi (Āyurvedadīpikā), Gangādhar (Jalpakalpataru), Sivadās Sen (Carakatattwapradīpikā), and Jogendra Nāth Sen (Carakopaskār) are still extant.

His Principles of Health & Hygiene

'Prevention is better than cure' is an old adage but it is doubly true in the case of Caraka Samhitā, a testament of Ayurveda as it has offered a full description of the rules and regulations of health & hygiene by which diseases may be averted, thereby freeing the body of any cause of possible attacks of diseases due to accumulation of humours, inequities in habits, good conduct and vagaries of nature. These rules, besides being steps to healthy body and mind, open up the gate of spiritual life.

Life is the synthesis of the body, mind and soul. Maladjustment of these three creates diseases. The principles of health and hygiene are the sentinels to regulate life and health in the light of just application of diets, seasonal rules and mental equipoise. Two basic principles pervade both in man and nature, viz. addition and subtraction – the former to fill up the deficiency, the latter to curtail the excess to maintain equilibrium.

Of the two passages of the sun towards the north and the south the northward one carries heat and want of strength and the southward one, coolness and strength. In the winter season men become very strong due to increment of the digestive power. They can digest rich food also. In the summer season men can imbibe little strength and in other seasons their strength is moderate. In winter and rains men should take sweet, sour and saltish diets (Madhura, Amla and Lavana Rasas)—in spring, pungent, bitter and astringent diets (i.e. Katu, Tikta and Kashya Rasas)—in summer, only sweet diets (i.e. Madhura Rasa) and in Autumn, sweet, bitter and astringent foods (i.e. Madhura, Tikta and Kashya Rasas).

Swasthavṛittam yathoddiṣṭam yah
samyaganutiṣṭhati |
Sa samāh śatamabyādhirāyuṣā na
biyujyate ||—Caraka. i. 8

That is, those who follow fully the rules of health as directed, will enjoy life for a hundred years without disease.

Man should rise in the small hours of the night and satisfy natural calls as usual and cleanse his teeth with the bitter, pungent and astringent twigs of trees like Akanda, Nima, Bakul Khadira, Arjuna etc. But those who suffer from indigestion, vomiting, cough, thirst, heart disease, diseases of the eye, head and ear should be too careful to surpass the limit.

To make the body light, fit for labour, hardy and well-formed as also to increase digestive power, exercise and Asanas (i.e. yougika postures) are necessary. They lessen obesity, make man more diligent and generally free from diseases. But those who are

emaciated and attacked with cough, asthma, hymoptisis, tuberculosis should not generally take exercise. Over-exercise is detrimental to health and may produce cough, fever, and wasting diseases etc.

Massage of oil, preferably mustard oil over the whole body and using it specially in ears, nose, eyes, toes etc. proportionately, make the body strong —cure cough, cold and wind—lessen exhaustion and increase the power of sight It brings sleep, brightens the system and gives longevity. Moreover, it has a cooling effect upon the whole system specially head. It keeps the hair strong, hard and black. Meningitis or any other diseases can not generally occur Scented oil for the head or sesamum oil properly scented, may be used. Bath is daily necessary for cleaning and purifying the body and for keeping it cool and comfortable helping also the digestive power.

Food should consist of six Rasas, viz. Madhura (Sweet), Amla (Sour), Labana (Saltish), Katu (Pungent), Tikta (Bitter) and Kasaya (Astringent). Food of sweet things should be first taken, then Sour and Saltish and then pungent, bitter and astringent ones. But in Bengal people generally take bitter things first, then food of other Rasas and lastly, sour and sweet diets during meal.

Food should not be taken untimely nor cool for frigid food is difficult to digest. The belly should be divided into three parts—one part to be filled with solid food, one part with liquid, and the remaining one to be kept empty. To drink too much water harms the digestive power and to take less water is bad for health and may hamper digestion and urination. To take water in course of eating increases power of digestion.

Man should take warm, soothing and rich food. He should take food proportionately and after digestion of the previous meal. None should take food of opposite potency or strength. Everybody should take his seat in a suitable place while taking food. None should take food in a hurry, nor very slowly. Everybody should take food attentively without talk or laugh discriminating fully between good and evil.

Sleep is as necessary for health as food. A healthy man should sleep for 6 to 8 hours at night. For want of sleep, drowsiness, lethargy, indigestion, diseases from wind etc. may occur. In the summer sleep is preferable to decrease excess of wind but in other seasons, it is prohibited except in special cases.

To protect eyes from Sleṣmā (phlegm) Rasāñjan (Antimony preparation) is to be applied in the eyes every

five or eight-day interval, as also one or two drops of mustard oil before bath every day

Smoking prescribed by Caraka is for recovery of diseases like Catarrh, headache, toothache, worms, cough, vocal disorder, bad smell in the mouth and nostrils and not for habitual use as is prevalent now-a-days. It is of three kinds, viz. Prāyogiki, Snaihiki and Ūrdhavirecana prepared out of various herbs—inhaled through the mouth or nostrils according to the condition of the local diseases. But excess of smoking creates deafness, lethargy, inarticulation, hymoptisis, headache, etc. Nābana (Ayurvedic Snuff) is very helpful in curing diseases of eyes, ears and nose. To wear fresh garments or garlands makes one pure in mind, strong, invigorating, handsome etc. Wearing of shoes or slippers helps increase strength of the eyes and adds happiness and vigour, whereas use of the umbrella protects men from the scorching rays of the sun, thereby creating an atmosphere of coolness for easy walking.

Caraka has advised all not to check calls of nature, motions of vomiting, sneezing, appetite, thirst, sleep, inhalation, exhalation etc. to avoid risk of diseases But those who desire peace and welfare in this life and after, should control the vigour of improper adventure, mental urge, emotion, speed of work, greed, sorrow, fear, anger and pride. They should desist from the feeling of tyranny towards others—theft, violence and attachment to women Happy and noble are they who remain pure in words, deeds, and mind gaining wealth, righteousness and fulfilment of desires.

Personal Conduct and Behaviour

A few of his noble instructions on conduct of life and behaviour are given below :

Vyāyāmahāsyabhāṣādhvagamyādhar-
maprajāgarān |
nocitānapi seveta buddhimānati-
mātrayā ||—Caraka. i. 7

That is, the wise should not indulge in excess of exercise, laugh, speech, travel, intercourse and wakefulness though they are proper. All should be polite and helpful to others, entertain love to all animals, pacify the angry man, offer hope to the fearful, show magnanimity to the poor and be truthful. Of the four kinds of expedient adopted by the king pursue mainly the path of reconciliation. Show patience to the rude yourself remaining mild. Avoid causes of anger and vengeance. Do not grab others' wealth. Do not desire others' wives. Do not cause enmity with others. Do not speak ill of others. Do not disclose others' secrets. Do not make friends with the insane, morally fallen, wicked and bad characters—boys, old men, greedy, foolish and eunuch. Do not make the

fickle man too fickle. Do not take your food, not read, not enjoy with your wife in the evening. Do not dishonour any body. Do not be a victim of procrastination. Do not bereave. Do not be elated with joy being successful not depressed in your failure. Do not rest satisfied with thinking what is to be done, has been done. Follow nature always. Do not give up your strength. Do not remember others' speaking ill of you. Show your felicitation first to your guest. Do not commit sin, but show compassion to the sinner. Show compassion to the poor. Praise the good qualities of others. Do not live with the insane, the fallen, killer of embryo, the mean-minded and wicked. Do not pray to the unworthy. Do not go against the good. Do not take bath without taking rest and cooling the body or being necked. Do not pass urine on the road. Do not dishonour the good or superiors. Do not break laws. Do not pass your time in vain. Do not repose faith in the infidel.

This is only a short sketch of the vast lore of priceless contributions of Caraka in the realm of Ayurveda about moral, material and spiritual knowledge which will ever remain a guide to the unwary, a path-finder to the pathless and a testament to all humanity.

Yogena Cittyasya padena Vācām
malam śarīrasya tu vaidyakena ।
Yo, Pākaroṭtam pravaraṃ muninām
Patañjalim Prāñjaliranato'smi ॥

—Vijñānabhikṣu

To the most eminent of the sages Patañjali who has purged the mind of its impurity with yogaśāstra (treatise on yoga), language of its errors with grammar and body of its sordes with Ayurveda, I bow down with folded hands.

52, Mahatma Gandhi Road,
Calcutta-9.

* The speech delivered on June 30, 1965 at the RamKrishna Mission Institute of culture, Golpark, Calcutta.

চরকের চিকিৎসা পদ্ধতি*

বৈদ্যাচার্য কবিরাজ শ্রীঅমলাচরণ সেন, তিমিরশাস্ত্রী, কবিরত্ন

রোগ অপনয়নের জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করা হয় তাহাকে চিকিৎসা বলা হয়।

মহর্ষি চরক বলেন—"ত্রয়ঃ ত্রিকালীনাঃ অবস্থানাঃ ধাতুবিকৃতে প্রবৃত্তি ধাতুসাম্যার্থা চিকিৎসেতাভিধীয়তে।" প্রশস্ত ভিষক, দ্রব্য, উপস্থাতা এবং রোগী এই চারিটীর ধাতুবৈষম্যে ধাতুর সাম্যাপরিজ্ঞানের জন্য যে ক্রিয়া হয়, সেই ক্রিয়ার নাম চিকিৎসা। অতীত ব্যাধির অনুশায়ী দোষের যাহা চিকিৎসা করিতে হইবে যাহাতে রোগের পুনরাক্রমণ হইতে না পারে। বর্তমান ব্যাধিতে ধাতুবৈষম্য দূর করিয়া ধাতুর সাম্যাবস্থা আনয়ন করিতে হইবে, ভবিষ্যৎ রোগকে যাহা দিবার জন্য যে প্রবৃত্তি তাহা আয়ুর্বেদশাস্ত্রে অনাগতব্যাধিপ্রতিষেধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মহর্ষি চরক বলেন—"অত্র নিদান প্রভৃতির জ্ঞানাৎ হেত্বাদুদ্ভবে অজ্ঞানাৎ বিকারাণাং অনুৎপত্তিরেব ভবতি।" ইহাই স্বস্থবৃত্ত। কালাদির দোষে সুস্থের ধাতুবিকৃতি না ঘটে তজ্জন্য এই চিকিৎসা। চিকিৎসকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালীন রোগের চিকিৎসা করিতে হইবে। একটী রোগ আরোগ্য হইলেও তাহার অনেক সময় পুনরাক্রমণ হইয়া থাকে—পুনরাক্রমণ অবস্থায় তাহার যে চিকিৎসা তাহাকে অতীত রোগের চিকিৎসা বলা হয়। মহর্ষি চরক বলেন—"পুনঃপুনঃ পুনঃ জনঃ স পুনরাগতঃ। পূর্ব্ব স কালোবেদনাঃ শান্তিঃ স চ পুনরাগতঃ এতি প্রসিদ্ধবচনৈ অতীতানুবন্ধ মতম। কালস্বভাবতীতানাগতত্বিনাং পুনরাগতঃ অতীতকালসম্বিধা ভেষজং যৎ প্রযুজ্যতে অতীতানাং প্রশমনং তেষামাং ভবতাং।" রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্বে যে সকল লক্ষণ দেখা যায় তাহা দ্বারা ভবিষ্যতে কোন এক নির্দিষ্ট ব্যাধি হইবে বলিয়া বুঝা যায়। সেই সকল লক্ষণগুলিকে ব্যাধির পূর্বরূপ কহে। এই অবস্থায় রোগ যাহাতে উৎপন্ন হইতে না পারে, তজ্জন্য যে চিকিৎসা তাহা ভবিষ্যৎ রোগের চিকিৎসা। পূর্বরূপ দেখা হইলে যখন রোগ প্রকট হয়, সেই সময় রোগের কতকগুলি উপদ্রব আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে।

মূলরোগ ও তাহার উপদ্রব শান্তির জন্য যে ক্রিয়া হয়, তাহা বর্তমান ব্যাধির চিকিৎসা। এই ত্রিকালের চিকিৎসা করিতে হইলে রোগীর আয়ু পূর্বেই পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে। যদি রোগীর আয়ু থাকে, তাহা হইলে রোগীর ব্যাধি কাল, অগ্নি, বয়স, দেহ, বল, সত্ত্ব, সাত্ম্য, প্রকৃতি, ভেষজ ও দেশ পরীক্ষা করিতে হইবে।

চিকিৎসা আয়ুর্বেদশাস্ত্রে তিন প্রকার উক্ত হইয়াছে—যথা, দৈবব্যপাশ্রয়, যুক্তিব্যপাশ্রয় এবং সত্ত্বাবজয়। মণি, ওষধি রত্নধারণ, মঙ্গলাচরণ, পূজা, হোম, নিয়ম, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস, প্রণিপাত এবং তীর্থগমন প্রভৃতিকে দৈবব্যপাশ্রয় চিকিৎসা কহে—যুক্তিপূর্বক ভেষজ ও পথ্যাদি প্রয়োগকে যুক্তিব্যপাশ্রয় চিকিৎসা কহে। অহিত বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করার নাম সত্ত্বাবজয়। চিকিৎসক যুক্তিব্যপাশ্রয় চিকিৎসাই করিবেন। দৈবব্যপাশ্রয় এবং সত্ত্বাবজয়ের উপযোগিতা চিকিৎসা-ক্ষেত্রে আছে। তাই তাহার কথঞ্চিৎ

অনুকূল করে—এই কথা বলার জন্য রোগের আনুকূল্য প্রয়োজন; নতুবা, রোগ প্রতিকূল থাকিলে রোগীর অস্তিত্বই থাকে না। সুতরাং রোগকে অনুকূল রাখিবার জন্য পূর্বোক্ত ক্রিয়া সকল অনুষ্ঠান করা হইবে। তিন প্রকার চিকিৎসার মধ্যে দৈব-ব্যাপাশ্রয়ের প্রাধান্যহেতু প্রথমেই উহার নির্দেশ।

সম্ভাবনা শব্দের অর্থ অস্তির বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া ফিরে আনা। এই প্রসঙ্গে পূর্বেই কিছু বলা হইয়াছে।

যুক্তিব্যাপাশ্রয় চিকিৎসায় সাধারণতঃ রোগ ও ব্যাধির বিরোধী চিকিৎসা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে কিন্তু সময় এই নিয়মে রোগ আরোগ্য হয় না, যেমন, প্রবলবেগে অনুষ্ঠিত রক্তপিত্তকে উৎক্লেশ-পরিহারক ও উপশম দ্বারা বহির্দেশে আনয়ন করিলে তাহার শান্তি হয় উৎকীর্ণ পিত্তের শান্তির জন্য শীতক্রিয়া আবশ্যক হইলেও এখানে উষ্ণক্রিয়া দ্বারা রোগের শান্তি হইতেছে। এই প্রকারে প্রবলবেগের অজীর্ণরস রক্তের শান্তির জন্য রোগের উপর শীতল প্রলেপ দিলে অজীর্ণরস উহা বাহির হইতে না পারিয়া কফকে নষ্ট করে। এখানে শীতল ক্রিয়াদ্বারা শীতল গুণবিশিষ্ট কফ প্রবর্দ্ধিত হইতেছে। এই সকল পর্যালোচনা করিয়া আয়ুর্বেদাচার্য হেতুবিপরীত, ব্যাধিবিপরীত ও হেতুব্যাধি উভয়বিপরীত—হেতুবিপরীত অর্থকরী, ব্যাধিবিপরীত অর্থকরী এবং হেতুব্যাধি উভয়বিপরীত অর্থকরী, যেমন, আমাশয় ও আমাতিসারে ক্রিয়া এক কথায়, চিকিৎসার অষ্টবিধ বিকল্প নির্দেশ করিয়াছেন। যেরূপ ক্রিয়া করিলে যেখানে যাহা উপযুক্ত, সেখানে তাহাই প্রয়োগ করিতে হয়। আজকাল অনেকের ধারণা যে নূতন নূতন রোগের আবির্ভাব হইয়াছে, যাহাদের চিকিৎসা আয়ুর্বেদশাস্ত্রে উল্লেখ নাই। এই কথা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, আয়ুর্বেদমতে রোগমাত্রই বায়ুপিত্তকফের বৈষম্য-নিমিত্ত; সুতরাং বায়ুপিত্তকফের বৈষম্য-ভাব উপলব্ধি করিয়া তদ্বিরোধী চিকিৎসা করিলে সাধ্য রোগারোগ্যে কোন বাধা হয় না। এই সম্বন্ধে মহর্ষি চরক উপদেশ দিয়াছেন—

"ন হ্যেব ভূতিরোগঃ সমুদায়বিশেষজঃ
সামান্যজস্তথাপি বিকারাণ্ বহুতে বহুন্।
তস্মাদ্বিকার-প্রকৃতিবিশেষাদ্ধি রূপি চ
সমুদায়বিশেষাচ্চ বুদ্ধ্যা কর্ম্ম সমারভেৎ।
যো হ্যেকং ভিষজাং জ্ঞাত্বা তদ্বিপর্য্যয়তো ভিষক্
জ্ঞানপূর্ব্বং ব্যবস্যেত্ন স কর্ম্মসু ন মুহ্যতে॥"

একই রোগ নিদানভেদে প্রকুপিত হইয়া বিভিন্ন স্থান আশ্রয় করিয়া বিভিন্ন রোগ উৎপাদন করে। অতএব শাস্ত্রে উল্লেখ থাকুক, আর নাই থাকুক, রোগের প্রকৃতি (দোষ), স্থানসমূহ এবং নিদান—এই তিনটী বিচার করিয়া যে চিকিৎসক যথাযথ চিকিৎসা করিবেন, তিনি চিকিৎসায় নিশ্চয়ই সাফল্য লাভ করিবেন। ইন্ফ্লুয়েঞ্জা, মেনিঞ্জাইটিস, ম্যালেরিয়া, ব্রাঙ্কাইটিস প্রভৃতি রোগের চিকিৎসাই ইহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকগণ মুখে না বলিলেও তাঁহারা যে আয়ুর্বেদীয় মতানুসরণ করিয়া চিকিৎসা করেন, তাহা হয়ত তাঁহারা অনেকেই জানেন না। উদাহরণ স্বরূপ আমরা বলিতে পারি—রক্তপীড়ায় তাঁহারা লৌহ এবং যকৃৎ হইতে প্রস্তুত Syrup Hemoglobin প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার করেন। পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের যখন অস্তিত্ব ছিল না, পাশ্চাত্যে তখনও লৌহঘটিত প্রভৃতি ঔষধের ব্যবহার হইত, আর যকৃৎ হইতে নির্মিত ঔষধের

ব্যবহার ইহাও চরকের কথা। মহর্ষি চরক বলেন, "সর্ব্বথা সর্ব্বাবস্থায় সামান্যতঃ যুক্তিযোগ্য"। ওষধের উৎপত্তিস্থল ধরুন, বৈদ্যশাস্ত্রে মন্ত্রের উৎপত্তির কথা আছে বলিয়া ধরুন আপনারা মন্ত্রের পুষ্টি-সাধন দ্বারা ঔষধোৎপত্তির কথা বুঝাইতে হইবে। এরূপ চরকের সময়কাল পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে,-কে বলিবে? এইরূপ বহু উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে। চিকিৎসা কেবলমাত্র রোগের নহে, রোগীরও। কেবলমাত্র রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যাধিপ্রতিষেধক চিকিৎসা করিলেই চলিবে না, রোগীর মনের উপর যাহাতে প্রভাব বিস্তার করিতে পারা যায়, তাহার জন্য চিকিৎসককে দক্ষতা অর্জন করা উচিৎ। এই জন্য চিকিৎসককে মধুরভাষী অকপট, নির্লোভ এবং রোগের হিতকামী হইতে হইবে।

মহর্ষি চরক বলিয়াছেন—"যস্য দেশস্য যো জন্তুস্তজ্জস্তোস্তত্রৌষধং হিতম্।"

অর্থাৎ যাহারা যে দেশের অধিবাসী, সেই দেশজাত ঔষধই তাহাদের পক্ষে হিতকর বলিয়া গণ্য।

চরকের চিকিৎসাসম্বন্ধে বহু বিষয় লিখিবার থাকিলেও সময় সংক্ষেপের জন্য শেষ করিতে বাধ্য হইলাম। আশা করি, ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন।

জয় হিন্দ

---

*বিগত ১৮ই চৈত্র, ১৩৫১, বুধবার, আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ১৫শ মাসিক চরক প্রদর্শিত-পালোচনাসভায় অভিভাষণ-রূপের যোগেন্দ্রবিজয় 'ইন্দ্রেজিত রায়' মহোদয় কর্ত্তৃক পঠিত—প্রতিবাদক-সম্পাদক

চরকে বনৌষধির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা*

কবিরাজ শ্রীজগন্নারায়ণ সেন, কবিরত্ন, সাংখ্যকুসুম

চিকিৎসক রোগশমনের জন্য প্রস্তুত হইলে যে যে-দ্রব্য ঔষধরূপে ব্যবহার করেন, তাহাদের নাম ভেষজ বা ঔষধ। এই ভেষজই চিকিৎসার কারণ বলিয়া অভিহিত হয়। ইহা আবার দৈব-ব্যপাশ্রয় ও যুক্তিব্যপাশ্রয় ভেদে দুই প্রকার। আত্রেয় চরক ইহাও বলিয়াছেন—

"দ্বয়ং ব্যাধিহরং ভেষজম্।" আয়ুর্বেদের ঋষি বিশ্বপতিকে এক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ব্যবহার্য্য জাগতিক পদার্থকে পরস্পরের ভাবে ভাবাইবার জন্যই বুঝিতে চাহিয়াছিলেন। জীব-মাত্রেই সংস্কারবশে আপন আপন ভোগ্য পার্থীব সংগ্রহ করে। তাহার জন্য জীবের অনুভব করিতে হয় না। কিন্তু সৃষ্টি জীবের প্রথমতম মানবজাতি সভ্যতার চরম উৎকর্ষে সকল ভাবকে একভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমন্বয়ের ভাবে যে পারস্পরিক জ্ঞানের আদান প্রদান সম্ভব করিয়াছেন, তাহার জন্যই বিজ্ঞানের প্রয়োজন হয়—সেই প্রয়োজনে ভেষজ-বিজ্ঞানের প্রয়োজনও চরক অনুভব করিয়াছিলেন।

দৈবাৎ বা রোগশান্তি দেহের রোগমুক্তি চাহিলে দ্রব্যের উপযোগ চাই। আর সেই দ্রব্যগুলি রোগরূপে ব্যবহার করিয়া জন্য

তাহাদের অনুনিহিত উপাদানের ব্যাপকভাবে সন্ধান ও বিশ্লেষণ না করিলে গুণাগুণ বুঝা সম্ভব হয় না।

বার্শনিকগণ জাগতিক দ্রব্যকে বুঝার পাঁচটি মৌলিক উপাদানে বিভাগ করিয়া গুণ-বিভাগ করিতে চাহিয়াছেন। 'পঞ্চভূতাত্মক দ্রব্যের সৃষ্টিঃ পঞ্চভূতেষু গুণাঃ'—যথা, পার্থিব, আপ্য, আগ্নেয়, বায়বীয় ও আকাশীয়। দ্রব্য-বিভাগে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ ও গুণের সন্ধান প্রথম অনুভূতির বিষয় হইয়াছিল। শব্দ-গুণাত্মক আকাশ; শব্দ-স্পর্শ গুণাত্মক বায়ু; শব্দ-স্পর্শ-রূপ গুণাত্মক অগ্নি; শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসাত্মক জল এবং শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাত্মক ক্ষিতি। এই যে পরপর গুণের ক্রমবৃদ্ধি—তাহাও এক এক ভাবে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন। যে পরিণামবাদে জগতের শব্দ অনুভূতের সৃষ্টি, সেই পরিণামবাদে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের সৃষ্টি। বাস্তবীয় দ্রব্য এই পাঁচটি গুণকে অতিক্রম করিবে না। মানুষের ইন্দ্রিয়সমূহের গোচর বা অগোচর এই শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের পরস্পর-বৈশম্যের নিমিত্ত।

এই মৌলিক উপাদান পাঞ্চভৌতিক বলিয়া বিচার করা হইলেও তাহাদের (১) ভেদক ধাতুসমূহ, (২) ভেদক ধাতুমূর্তি—এই দুই ক্ষেত্রেই বিভাগ করা হইয়াছে। ভেদকবিজ্ঞানে ভেদক-অভেদক উপাদানের ক্ষেত্রভেদের সঙ্গে বাস্তবীয় জীবকে একধাতুক পুরুষ ও বহুধাতুক পুরুষ বলিয়া জীবের সহিত ভেদক দ্রব্যের সম্বন্ধবিধি প্রথমে স্বীকার করিয়া লওয়া হইল।

দেহের দুইটি রূপ—স্থূল ও সূক্ষ্ম। সূক্ষ্মদেহের যে পঞ্চবিধ অভেদক উপাদানের সম্বন্ধে সত্ত্ব তাহা ভেদনের সহিত মিলনেই স্বাস্থ্য বা রোগমুক্তি তাহার বিপরীত ক্ষেত্রে রোগের জন্ম বা রোগের সৃষ্টি। অন্নপানীয় বা দ্রব্যবিশেষের দ্বারা স্থূলদেহের পুষ্টি বা বৃদ্ধিই দেহের শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাত্মক ইন্দ্রিয়ের পুষ্টি সকল ক্ষেত্রে হয় না—সূক্ষ্ম দেহের ভোজ্য পানীয় বা ভেষজ বিচার করিয়া তাহার যথাযথ প্রয়োগই ভেষজ-বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বনিহিত।

চরক 'যজ্ঞপুরুষীয়' অধ্যায়ে এই ভেষজ বিজ্ঞানতত্ত্বের মূল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভগবান আত্রেয় বিশ্বাত্মে উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছিলেন, যে অগ্নিবেশ, যে আহারসমূহ (ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ের গ্রহণের নাম আহার; এখানে আহার অর্থে অন্ন-পানীয়, ভেষজ ও মনের অনুকূলতা-প্রতিকূলতার কথাও বুঝান হইল) বাস্তবীয় শারীর ধাতুকে প্রকৃতিস্থে স্থাপন করে এবং বিষম ধাতুর সমতা বিধান করে তাহাকেই চিকিৎসার বলিয়া জানিবে। এই চিকিৎসার পরবর্তি বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে—(১) গুরু, (২) দ্রব্য, (৩) কর্ম, (৪) কর্মাবয়ব ভেদে দ্রব্য ও গুরুত্ব এই দুইটি দ্রব্য ভেদবিভাগ।

অতঃপর ভিন্ন ও অভিন্ন—চর্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয়-প্রসঙ্গে ওষধি বনস্পতি অর্থাৎ মূল, ত্বক, পত্র, পুষ্প, ফল, ক্ষীর, ক্ষার এবং শুক-লবণ-ক্ষীরোদাদি ২০টি গুণ বিভাগ—এতদ্বারা বিবিধ সংযোগ ও সংস্কার জন্য অপরিমেয়ের ভঞ্জনা মানুষের বুদ্ধিদ্বারা বিচারের বিষয়ীভূত করিয়াছেন। বিচারদ্বারা সব সময়ে সকলের জন্য আবিষ্কার সাধারণ বুদ্ধির অগম্য বলিয়া মানুষ জেনেছে পথা কি কি, জেনেছে ভেষজগুণের দ্রব্যের উপযোগিতা কোন্ অবস্থায় কি কি হওয়া নির্দিষ্ট করিয়াছে। ধাতুবিধর্মের উল্লেখ দেখিলে মনে হয়, এই ভিন্ন ও অভিন্ন দ্রব্যের একটা তালিকা ও তাহার বৈজ্ঞানিক

মুষ্টিচরিত্র পরিচয় আমরা অধি-মুষ্টিতে দেখিতে পাই।

ভেষজ-বিজ্ঞানের স্বরূপের সন্ধানে উপলব্ধি হয় বীর্য-বিপাক-প্রভাব-ভেদে ভিন্নতা আছে। দ্রব্যের কাল, সংস্কার, বিশিষ্ট অঙ্গবিশেষ, সংযোগ, দেশ, বিশিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োগ বা বায়ু-পিত্ত-কফ-ভেদে তাহাদের বিভিন্নভাবে প্রয়োগ-বিচার এমনই বিরাট ও ব্যাপক যে, তাহার আলোচনায় পৃথক গ্রন্থের সৃষ্টি হয়, তবে মূলতত্ত্বে রস, বীর্য, বিপাক, প্রভাব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

আয়ুর্বেদের মুষ্টিতে ছয় রসের কথা বুঝিতে গেলেই প্রথমে ষোড়-ধাতু-রস-বিজ্ঞানের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে। দেহের সাধারণ পুষ্টি বা বিশিষ্ট কোষাদি বা স্থানের পুষ্টি বা অঙ্গ বা ষোড়শধাতুরূপ বায়ু-পিত্ত-কফের ধাতুমলরূপে, অথবা প্রলাপ বস্তু ও বিষ্টব্ধরূপে যে-ক্রিয়া তাহার দ্বারা বিচার করা হয়; আর এই বিচারের প্রথম হয় মধুর-অম্ল-লবণ রস বায়ুপ্রশমক কিন্তু শ্লেষ্মবর্দ্ধক; কটু-তিক্ত-কষায় রস শ্লেষ্মপ্রশমক কিন্তু বায়ুবর্দ্ধক; ৩) অম্ল-লবণ রস পিত্তবর্দ্ধক; মধুর-তিক্ত-কষায় রস পিত্ত প্রশমক—এই সমস্ত রসের পক্ষ ঔষধিক তারতম্যানুসারে ভেদের তারতম্য হয়। তারতম্য আসে করিয়া বীর্য নির্ণয় হয়—ছয়টী রসের বিভিন্ন সংযোগে ৬৩ প্রকার বিকল্প বা বিভেদ হইতে পারে, কেবল পক্ষ ঔষধিক বিভেদেই—মধুরতা তিক্ততা অম্লতা প্রভৃতি রসের ভেদ পরিমাপে হয়। বীর্যে অন্তর্নিহিত সংস্কার পক্ষ ঔষধিক ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে বলিয়াই অনন্ত ভেদের সৃষ্টি।

বিগত ১৯শে চৈত্র ১৩৭১, বুধবার কলিকাতা-ভবনে যোগাচার্য্য শ্রীভেষজ্ঞ বলেন, বায়ুরোগ বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে আহূত ১৯শ চাক-প্রবৃত্তি-বিষয়-পাদযোগদানে দেবক ভবন পরিত।

—ভিষগাচার্য্য-সম্পাদক

মুষ্টিযোগ বিভাগ

বিবিধ রোগের মুষ্টিযোগ

পণ্ডিত কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী শর্ম্মা, বৈদ্যশাস্ত্রী

(১৩৭২-এর বৈশাখের পরবর্ত্তী অংশ)

সংক্ষিপ্ত বসন্ত চিকিৎসা ও বিবিধ মুষ্টিযোগ

ভেদ অতিসার—

(১) লবঙ্গ ৵০ আনা, জায়ফল ৵০ আনা, জৈত্রী ৵০ আনা, এলাচি ৵০ আনা, আকরকরা ৵০ আনা, মধু ৵০ আনা একত্রে একটী হামানদিস্তের সহিত পুরিয়া ভাল করিয়া খুব করিয়া লঘুপুট পাক। এই ঔষধ উত্তম করিয়া ১৪টী বটিকা করিবে। প্রত্যহ ১বটী চাউলধোয়া জলসহ সেব্য।

প্রস্রাবে রক্ত পড়িলে—

মিশ্রি ১ তোলা, চিনি ১ তোলা, সোডা ১ তোলা, লৌহ ১ তোলা একত্রে আদলকীরসে মর্দ্দন। বটী ৬ রতি, কুলখিমাপাতার রস ও মধুসহ সেব্য।

(২) পাকা বিচিকলা (আটিয়া কলা), কাঁচা আদলকীর রস ১ তোলা, চিনি ১০ তোলা—এইগুলি একটী পাথরের বাটীতে মর্দ্দন করিয়া

খাইবে—পরে দিবস প্রাতে সেবন করিবে। ৭ দিন ব্যবহার করিবে।

(৩) লালঘাটী ১ তোলা, জারিত পঞ্চস্থ ১ তোলা, লৌহ ১ তোলা চূড়ান্তুমারী রসে মর্দন ও তাহার ৭টী—বটী ৩ রতি। প্রত্যহ ২ বটী সকালে ও বৈকালে ওলটকম্বলের রস ও চিনিসহ সেবা।

(৪) হাতীচঁড়ার পাতাচূর্ণ ১ তো, মুথা ১ তো, লবঙ্গ ১ তো, জাতিফল ১ তো, মরিচ ১ তো, বাটন জল—বটী ৩, রতি—ওলটকম্বলের রস ও চিনি অনুপান। প্রত্যহ ১বটী সেবা। (পুরাতন প্রস্রাবে উপকারী।

(৫) লাল ঘাটী ২৩ রতি পরিমাণ বাঁদা-পাতার রসসহ সেবা। প্রস্রাব কম হইলে এক রতি মোছুর বাটিয়া জলসহ সেবন করিবে, অথবা ১ রতি বিজয়সেতু চাউলধোয়া জলসহ খাইবে।

বহুমূত্রে—

(১) কুলখড়ি ১ তোলা, ইক্ষুচিনি ১ তোলা, একত্রে মিশাইয়া মাত্রা।০ আনা—প্রত্যহ ২ মাত্রা সকালে ও বৈকালে ডেলাকুচা পাতার রসসহ সেবা—প্রস্রাবে শর্করা থাকিলে এই ঔষধের সঙ্গে ১০ রতি লৌহ-সিলাজতু ব্যবহার করিবে।

তৃষ্ণারোগ বন্ধ—

তুলসীর রস ১ তোলা, আমলকীর রস ১ তোলা একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে প্রস্রাবের আলা নাশ হয়। অল্প পুরাতন ২।০ বৎসরের আমের মুষ্টিযোগ—আমসত্ত্বের মুখ মুক্ত করিয়া ৩ দিন লাগাইলে জল বন্ধ হইবে। ৮ দিন বৈকালে বন্ধ।

বাজল শিরঃশূলে (বিশেষ পরীক্ষিত)—

আমরুল বিচি ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা, লবঙ্গ ৩ তোলা—চূর্ণবাসা মর্দন—৩ রতি বটী। তুলসীরসের অনুপান সেব্য। ২ বটীতে আরোগ্য হইবে। প্রত্যহ ১ বটী।

আশ্বিনে :—ঘড়িমাটিচূর্ণ ৬ রতি জলসহ সেবা।

নষ্টশুক্র চিকিৎসা—

প্রাথমে চিকিৎসকগণ অন্ততঃ সময় অনুযায়ী কাল পথ্য অনুসরণ অথবা পরহেজ করিয়া যাহা অবস্থানুযায়ী উহা ব্যবহার করিবেন :

(১) জ্যোতিষ্মতী লতার কুঁড়ি, লাল জবা-পুষ্পের কুঁড়ি, দুর্বামূল, এই সমস্ত দ্রব্য তাজিয়ারা উপযুক্তরূপ বাটিয়া ১ তোলা পরিমাণ ব্যবহার করিবে।

(২) মুগানির লাল শিকড় কাঞ্জীতে বাটিয়া খাইবে।

(৩) দুর্বামূল ও আকন্দ মূলের ছাল কাঞ্জীতে বাটিয়া খাওয়াইবেন।

(৪) জ্যোতিষ্মতী ও পরমূলের পাপড়ি তাজিয়া গুরুচের সহিত বাটিয়া খাওয়াইবে।

(৫) তিলের ফুল, কিসমিস, ক্ষুদ্রবটী, যষ্টিমধু, প্রত্যেক পঃ ।০ তোলা, জল ৩২ তোলা—অবশিষ্টরূপে সিদ্ধ করিয়া সেব ৮ তোলা—প্রক্ষেপ ত্রিকুটচূর্ণ—৪/০ আনা মাত্রা একত্রে সেবা।

(৭) বেতস শিকড় ১ তো, আপাং শিকড় ১ তো, মূল ১ তো, রসুন ১ তো—১০ তোলা জলকী রসে ভাবনা দিয়া ।০ আনা প্রমাণ বটী।

(৮) মোরঙ্গলী ১ তোলা, যবক্ষার ১ তোলা, শুক্তিচূর্ণ ১ তো, ইক্ষুচিনি ১ তোলা—বটী-প্রমাণ ৪/০ আনা। জলদ্বারা খাইবে।

চিকিৎসক রোগীর অবস্থাভেদে মাত্রা পরিবর্তন করিয়া দিবেন। শীতল জলে মিশিয়া খাইতে হইবে।

বালকের জ্বর—

লাল সন্ধ্যামণির শিকড় ৵০ আনা বাটীর মূলের রসে পিষিয়া অল্প পরে ৩ দিন সেব্য।

সূতিকা রোগে—

প্রাতঃকালে বাসীমুখে এই ঔষধ খাইতে হইবে।

আপাং মূল ১টী, মুষাকিড়ি ১টী, গোল মরিচ ১০টী একত্রে জলসহ বাটিয়া বাসী মুখে বাসী জল দিয়া খাইবে।

ক্ষিত (ঘরল) রোগে—

অনুপ্রস্থিত অন্ধহাতের ডিমটী মূল ও খণ্ড করিয়া জলের জীবিত কেওড়া ৪০টী মৃৎপাত্রে মুখ করিয়া পক্ষপুটে অম্লোরাত্র পাক করিবে। উহা ছাঁকা ।০ আনা ও তিসির তৈল ।৵০ ছটাক মিশাইয়া যেই স্থানে মালিশ করিবে।

মূত্রের জ্বর—

তিল তৈল /১ সের, সাচিয়াকের রস /০ পোয়া, নিম পাতার রস /০ পোয়া, বেগুন পাতার রস /০ পোয়া, ঘেঁটু কলমীর পাতা ৪ তোলা যথাবিধি অগ্নিতে পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

অর্শরোগে—

বেড়েলা ।০ আনা, ভেঁটুলকাঁটার ।০ আনা, অশ্বত্থকাঁটার ।০ আনা, ত্রিফুলা ।০ আনা—জলে মর্দন। ১ রতি বটী।

অর্শ ও রক্তপিত্তের রক্তরোধক যোগ—

(১) ত্রিফলা ১, ষষ্টিমধু ১, বলাজন ১, হরীতকী ১, আমলকী ১, জলে বাটিয়া। বটী প্রমাণ ৩ রতি। অনুপান আমাপানের রস।

(২) নারিকেল পক্কমূল ১, আমলকী ১, ইক্ষুচিনি ১, ত্রিফলাচূর্ণ ১, ঘোলে মর্দন। ঘোল অনুপান।

(৩) বলাজন ৵০ আনা, কর্পূর ৵০ আনা, ত্রাফিজল ৵০ আনা, জীরা ৵০ আনা মরিচ ৵০ আনা, লৌহ ৸০ আনা, জলে বাটিয়া—১ রতি বটী।

বস্তি রোগে—

ইরীতকী ১ তোলা, আমলকী ১ তোলা, বিল্বমূল ছাল ১ তোলা, শুকনা শুঠ ১ তোলা, উপরোক্ত দ্রব্যসমূহ শুষ্কচূর্ণ করিয়া তাহা দ্বারা বাটিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটী করিবে।

বালক শিরঃশূলে—

ষষ্টিমধু ১ তোলা, বলসিন্দুর /০ আনা, জল দ্বারা মর্দন—৩ রতি বটী। অনুপান মাখিয়াকুলের রস সহ সেব্য।

প্রদরোগে মুষ্টিযোগ—

(১) বালক রক্তপ্রদরে—ধনিয়া ৬ তোলা, লজ্জাবতী মূল /০ আনা, কৃষ্ণ জীরা, অতিবিষ ও নীলোৎপল চূর্ণ প্রত্যেক ৵০ আনা অনু ।০ তোলাদ্বারা পেষণ করিয়া পান করিবে।

(২) পিত্তজ রক্তপ্রদরে—বালক, গুড়ুচীর ক্বাথ, মধু ও মধুসহ সেবন করিবে। মাত্রা আবশ্যকমত চিকিৎসক নির্ণয় করিয়া ব্যবহার করিতে দিবেন।

(৩) পাণ্ডু প্রদরে—

(ক) রোহিতক মূলের ছাল অথবা আমলকীর বীজ পেষণ করিয়া মর্করা ও মধু সহিত সেবন করিবে। মাত্রা ৵০ আনা।

অথবা আমলকীর কল্ক ২ তোলা মধুর সহিত সেবন করিবে।

(খ) কাকজঙ্ঘার মূল বা কাশীমূল চাউল-জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিবে। মাত্রা ।০ তোলা।

(৪) রক্তপ্রদরে—অশোক ছাল ২ তোলা /১০ সের দুধে পাক করিয়া /৵০ পোয়া থাকিতে

মাখাইবে। অনন্তর ঐ ক্বাথের সহিত ৵৹ পোয়া দুগ্ধ মিশাইয়া সাবধান পাক করিয়া শীতল হইলে খাইবে।

(ক) ডুমুরপুল ১ তোলা তণ্ডুলজলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিবে।

(খ) বাকুচীবীজের চূর্ণ ১ তোলা মধুর সহিত পান করিবে— পরে একটী দুগ্ধ খাইবে।

(গ) বেড়েলার মূল ১ তোলা পেষণ করিয়া দুগ্ধের সহিত খাইবে।

(ঘ) শুষ্ক ও মূলচূর্ণ ২ তোলা, অথবা বেড়েলা-চূর্ণ ২ তোলা ৩ দিন সেবন করিবে, অথবা মূলযুক্ত লাক্ষারস পান করিবে।

(ঙ) শ্বেত বেড়েলার মূলচূর্ণ ২ তোলা তণ্ডুল জলের সহিত পেষণ করিয়া ৭ দিবস সেবন করিলে শুক্র ও শ্বেত প্রদর উভয়ই নষ্ট হয়।

শ্বেত প্রদরে—

(ক) ডিম্ব মাংসের মাথা জলে সিদ্ধ করিয়া কাঁটা ছাড়াইয়া দুইয়া শুকাইয়া সেই কাঁটা মৃতাদক্ত করিয়া লঘুপুটে ভস্ম করিয়া সেই ভস্ম চাউলধোঁয়া-জলে বাটিয়া সেবা - মাত্রা ৩ রতি। ৭ দিবস সেবনীয়।

(খ) আমলাশা গন্ধক (শোধিত) ১ তোলা, আম-আটির শস্য ১ তোলা, উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশাইবে।

মাত্রা ৪ রতি, অনুপান—সুপারির রতি শিকড়ের রসসহ সেবা।

(গ) ধান কার্পাসের মূলচূর্ণ ৪০ তোলা চিনি-সহ প্রত্যহ খালি পেটে সেবন করিবে।

(ঘ) শ্বেত বেড়েলা চূর্ণ ৪০ তোলা কলাই-কলাইয়ের রস মিশাইয়া পান করিবে। কলাই-কলাইয়ের পাতা জলের সঙ্গে ভালভাবে চটকাইলে লোমের মত ভিনিষ হইবে— উহা ছাঁকিয়া ২ তোলা পরিমাণে লোকলজ্জা চিনি মিশাইয়া খাইবে— ৭ দিন সেবা।

শিশুদের চৌষট্টা চিকিৎসা (শ্রীশ্রী স্বামী দেবপ্রসাদ আয়ুর্বেদ হইতে প্রাপ্ত)—

(ক) দুগ্ধের জল ২ তোলা, বিউলবন ৵৹ আনা মিশাইয়া খাইলে উপকার হয়।

(খ) তালিসের রস বিশেষ উপকারী। (মৌরী-ভিজান জলও উপকারী)।

(গ) শুঁঠচূর্ণ ৮ রতি, বিউলবন ২।০ রতি, লোহাগার খৈ ১।০ রতি, শোধিত হিং ৵৹ সজিনা-ছালের রসের ভাবা বাটিয়া ৬০টী বটী করিবে। অনুপান—কলাই ভাজার রস ২।০ তোলা—মুখে রাখিয়া মিলিয়া খাইবে। ২ বেলায় ১টী করিয়া সেবন।

সজিনা /১ সের আন্দাজ জলে উত্তমরূপে ঘেঁটো করিয়া পিষিয়া কচ-পাকের ন্যায় রাখিয়া ছাঁকিয়া লইবে, সেই রসদ্বারা ঔষধ বাটিবে। রোগী দাইল, শাক, ভাজা, লঙ্কাদি উষ্ণদ্রব্য ও পিত্তকর দ্রব্য বর্জন করিবে।

(ঘ) শোধিত হিং ৵৹ আনা অল্প লবণ দিয়া মিহি করিয়া বাটিয়া নবঘোড়ার নাদির রস ৪ তোলা-দ্বারা আস্তে আস্তে মিশাইয়া বাসী মুখে পান করিবে। ১ দিনেই আরাম হইবে, নতুবা, আর এক দিন খাইবে। (ডাক্তার সমুর নিকট হইতে প্রাপ্ত)

(ঙ) শোধিত ঘুটিয়া ১ রতি প্রত্যহ প্রাতে ঘোলের সহিত সেবা। ৭ দিন খাইবে।

(চ) বরিশালের সুবিখ্যাত সন্ন্যাসী নাথব (প্রেমানন্দজী মহারাজের নিকট হইতে প্রাপ্ত—

আপাং ছাল ১ তোলা, অথবা চাল ১ তোলা,

কেতুল ৩টা ১ তোলা, তালমূলী ৪ তোলা, দৈন্ধব ১ তোলা, বেলার মূল ১ তোলা, মোট এলাচি ৵০ আনা, কর্পূর ।০ আনা পরিপুষ্ট চূর্ণ।

মাত্রা—৵০ আনা।

ঐ ঐষধের প্রলেপ স্বামীজী হইবে ঐক্য। প্রলেপের বৃদ্ধিযোগ—

(ক) পুরাতন গুড় পরিমাণ তৈলে ভাজিয়া রাখিবে। মাত্রা ২ তোলা—৫ দিন সেবনে আরাম হয়।

(খ) ঘোড় মূলের পাতার রস ৫০ ফোঁটা প্রত্যহ সেবন করিলেও আরাম হয়। ঔষধ সেবনের সময় দুই বেলা মাথায় জল দিবে। পুরাতন তেঁতুল জলে গুলিয়া তাহের সঙ্গে খাইবে।

অর্শরোগের মাদুলী—

আমাদের দেশে কইয়া বড়া বা ঘর চালের বলে, বলের ঘর ১।০ হাত খাড়া হয়—তাহার লাল খোটা মোটা বল। গাছের পূর্বদিকের ১টা ডাল একপাশে কাটিয়া যা হাতে রাখিবে—মাটী স্পর্শ করাইবে না। রোগীর বক্ষিণ হাতের বুড়াঙ্গুষ্ঠের ১ পর্ব-প্রমাণ কাটিয়া কোমরে ব্যবহার করিবে। উক্ত গাছের ভিতরের শাঁস ফেলাইলেই বলের ঘর ফাঁক হইবে। খনি বা বক্ষলবাদে ছেদে কাটিয়া আনিয়া রাখিবে—রোগী ঔষধ সেবনের প্রারম্ভে স্নান করিয়া বা হাত মুখ ধুইয়া পবিত্র কাপড় পরিবে—পূর্বদিক হইয়া সূর্যকে প্রণাম করিয়া মাদুলী ধারণ মাদুলী যেন মৃত্তিকা-স্পর্শ না হয়, সাবধান থাকিবে।

বসন্ত রোগ চিকিৎসা

অধিক আমার প্রবন্ধের প্রধানত প্রতিপাদ্য বিষয় বসন্তরোগ, তথাপি বসন্তরোগ সংক্রামক-বিষয় তাবৎ সংক্রামক রোগেরই অর্থাৎ জলপদ-ধ্বংসী রোগসমূহের পূর্বজ্ঞানসমূহ যখন সমকারণ-বিশিষ্ট ও সমস্ত পৃথিবীতেই যখন ইহার প্রাদুর্ভাব হয় এবং ইহার প্রচণ্ডতা ও ব্যাপকতায় জনপদসমূহ জ্বলে হয়, তখন ইহার হেতু কি এবং কি কি কারণে ইহার ব্যাপকতা সৃষ্ট হয় ও তাহার প্রতিকার কি—আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে চরকাদি গ্রন্থে কিরূপে ইহার বর্ণনা আছে, সংক্ষেপে তাহার বর্ণনা দেওয়া একান্ত কর্তব্য মনে করি।

জলবসন্তরোগ, জলবসা (chicken pox), মেনিনজিস্ ব্রেন, ম্যালেরিয়া, ডিপ্থেরিয়া (গলঘোটিনী) প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধিসমূহ যথাসময়ে প্রতিরোধ না করিলে অবাধ গতিতে ইহার সংক্রমণ প্রবল আকার ধারণ করে ও বিপুল প্রলয়ী হইয়া জনপদ ধ্বংস করিয়া থাকে। পৃথিবীর স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্গণ এই সব সংক্রামক ব্যাধির কি ব্যাপক বিশ্লেষণ তাহা অনুভব করিয়াছেন, তাই এই সব সংক্রামক ব্যাধীজ্বরের হাত হইতে জন-পদসমূহকে রক্ষা করিবার জন্য সুদক্ষ, সুশিক্ষিত স্বাস্থ্যরক্ষক সেবা-সমূহ বর্তমান কালে নব নব বিজ্ঞানের প্রভাবে এই সব রোগের প্রচণ্ডতা হ্রাস করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহার

কারণ প্রভৃতি নির্ণয়পূর্বক নব নব বিজ্ঞান-সম্মত গবেষণা প্রসূত বিভিন্ন বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষাকরণ নানাবিধ রোগনির্ণয়, চিকিৎসকগণ প্রভৃতি আবিষ্কার করিয়া পাশ্চাত্য দেশসমূহে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশে এমন আর জনপদধ্বংসী রোগ নাই বলিলেই চলে। "জনপদের স্বাস্থ্যই" জনপদের ভূস্বর্গরূপ দেশের অগ্রগতির ভাত্তি বর্তমান জগতে শিক্ষার, সভ্যতার লক্ষণ নহে, অন্ধ কুসংস্কারের সমাজ, বর্হিবিমুখ, সেই সব হীনগ্রস্ত হীনবল জাতিসমূহ বর্তমান কালেও স্বাস্থ্যহীন হইয়া নানাবিধ ব্যাধির প্রকোপে প্রপীড়িত হইয়া লাঞ্ছিত জীবন যাপন করিতেছে। এই বিষয়ে বর্তমান তথ্যের দৃষ্টি এখনও অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। আত্মসত্তা-বিহীনতা, উদ্যম-শূন্যতা এবং জাতীয় বিজ্ঞান-শক্তির অভাবই ইহার অন্যতম মূলে বর্তমান রহিয়াছে।

বর্তমান ভারতের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এত অধঃপতনের কারণ কি? যে ভারত একদা জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে জগদ্গুরুরূপে ছিলেন, বিশেষভাবে চিকিৎসা-বিদ্যার ধাত্রীস্বরূপা, বর্তমানে তাহার এত শোচনীয় পরিস্থিতি কেন? ইহা সুদীর্ঘ ৫ হাজার বর্ষচিকিৎসা-বিজ্ঞানীর বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়া লুপ্ত বিজ্ঞানকে কি কৌশলে ও উপায়ে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হইবে—রাষ্ট্র-বিপ্লব ও বহু উথান পতনের অন্তরাল যে ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান, এমন কি, কোন রাজ্যেও এতদূর ক্রম হীনগ্রস্ত হয় নাই কিন্তু বহু অত্যাচার লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াও বাঙ্গালী বৈদ্যগণ তার কৃষ্টিসহ ইহাকে বক্ষে ধরে নাই তাহা আজিও দেখিতে হইবে।

আধুনিক চিকিৎসা যদিও বিদেশস্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তথাপি বাঙ্গালী বৈদ্যগণ তাঁর প্রতিভা ও বৈশিষ্ট্য মিশাই ইহাকে কৃষ্টিসহ সহিত নিজস্ব ধারায় ভারতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল কিন্তু কেন স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই চরম অধঃপতন হেল। ইহার বেদনাই এই বৃদ্ধ বয়সে তীব্রভাবে চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছে। আমার জন্মগ্রহণ বাংলা ১৩০৯—বয়স অশীতি বর্ষের উপরে, তথাপি এখনও ইহার পরিত্যাগ করি নাই। আমি আয়ুর্বেদবাদী—তাই আয়ুর্বেদকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হবে—তার সাধনা নিয়াই এখনও সঞ্জীবিত আছি।

প্রাচীন ভারতে এই জনপদধ্বংসী রোগ বিষয়ে ভাবেতি চরক লিখিত "চরক সংহিতার" বিমান স্থানে জনপদ ধ্বংসনীয় বিমান—তৃতীয় অধ্যায় —১ম হইতে ১৪শ অধ্যায় পর্যন্ত ইহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। এমন সুষ্ঠু প্রণালীবদ্ধভাবে প্রকৃতির সূক্ষ্মতম বিজ্ঞানকে বিশ্লেষণ করিয়া সমাজ-ভাবে সমগ্র জগতের প্রাকৃতিক জড়-বিজ্ঞান বাবার অদ্যাপি কোন বিজ্ঞানী আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন নাই। ভারত যখন জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, স্বাধীন সত্তায় সমুজ্জ্বলিত থাকিয়া পৃথিবীর মুকুটমণি-রূপে বিরাজ করিত, সেই সময়ের কৃষ্টিকৌশলের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলেই বহির্জগতে আয়ুর্বিজ্ঞান বিকাশের বাস্তব তথ্য দেখিতে পাইবেন। ভারতীয় বেদের—ভারতীয় জল বায়ুর উপযোগী ভারতীয় বেদের—বিজ্ঞানসম্মত। পাশ্চাত্য দেশের নবলব্ধ গবেষণাপ্রসূত ঔষধসমূহ জনদেহে প্রয়োগ হইবে কিনা তাহাও গবেষণা করিয়া দেখিতে হইবে। আমাদের লেখা-প্রকাশিত জনপদধ্বংসনীয় বিজ্ঞান-বিষয় অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি।

অতি বিস্তৃতভাবে ভগবান আত্রেয় অগ্নি নিজ অগ্নিবেশকে উহা বলিয়াছিলেন।

জনপদধ্বংসী রোগসমূহ আবির্ভাবের পূর্বলক্ষণ—"যখন অগ্নিদেব, প্রকৃতি-সূত্র-গ্রহ-নক্ষত্র-চন্দ্র সূর্য-বায়ু-অগ্নি এবং বিকলমূহের অল্প বিপর্যয়ভাবে কেহ এই ভূমিভাগও অগ্নির তেজোময়-দূষিত হইয়া ওষধিবৃক্ষের রস-বিপাকে-বীর্য ও প্রভাব যথাযথ দূষিত করিবে। ওষধিবৃক্ষের স্বাভাবিক গুণাদির বিরোধকেতু এই দেখে যে রোগবাহুল্য হইবে, তাহা অবধারিত।

অতএব বলে, জনপদ ধ্বংসের এবং ভূমি বিকলী-ভাবের পূর্বেই যে পর্যন্ত ঐষধ্য সকলের রস-বিপাক-বীর্য ও প্রভাব উপহত না হয়, সে পর্যন্ত ঐষধ্য সকল সংগ্রহ করা। উহা দ্বারা সুস্পষ্ট সূচিত হইতেছে যে, যে-জনপদে ব্যাপকভাবে সংক্রামক রোগ উৎপন্ন হইবে, সেখানে উৎপন্ন ঔষধাদি যদি পূর্বে উক্ত না থাকে, তবে সে ঔষধসমূহ রোগীর উপর প্রযুক্ত হইলে কার্যকরী হইবে না।" বিধা অগ্নিবেশ ঐষধ্য সকল সংগ্রহ করণোত্তর পুনর্বার গুরু পুনর্বসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্ত্ব ও রজস্তমবিশিষ্ট মানবমনের একবিধ রোগদ্বারা কি প্রকারে একভাবে জনপদ ধ্বংস হইবে? অগ্নিবেশের এই প্রশ্ন শুনিয়া ভগবান আত্রেয় তাহাকে বলিলেন—অগ্নিবেশ, প্রকৃতি-আত্মা-দেহ-মন-আত্মা সত্ত্ব-রজস্তম বিভিন্ন প্রকৃত্যাদিবিশিষ্ট মানবমনের জন্য যে সকল ভাব সমান, সেই সকল ভাবের বৈগুণ্যহেতু সমান কালে সমানলক্ষণ ব্যাধিসমূহ উৎপন্ন হইয়া জনপদের ক্ষয় করিয়া থাকে। জনপদের মানবমনের এই সকল ভাব সমান থাকে।

ত্রিদোষ :—বায়ু, অগ্নি, শ্লেষ্ম ও কাল। উক্ত চারিটির বিকৃতির ফলে অল্প বিস্তর অগ্নি ত্রিদোষ (অগ্নি আত্রেয়)—(১) বায়ু-বিকৃতিলক্ষণ—অগ্নি পরিশীল, অগ্নি উষ্ণ, অগ্নিতীক্ষ্ণ, অগ্নি অগ্নিমান্দ্য, অগ্নি বৈষম্য লক্ষণ, অগ্নি প্রবিরল পরস্পর অগ্নি, অগ্নি দূষিত এবং অনাহারত্ব—বাষ্প বালুকা, ধূলি ও ধূম দ্বারা উপহত হয়, তাই এইরূপ বায়ুকে পীড়াজনক জানিবে।

(২) জল-বিকৃতি লক্ষণ—

জল-বিকৃতি :—জল যদি অত্যন্ত বিকৃত গন্ধ, বিকৃত বর্ণ, বিকৃত রস, বিকৃতস্পর্শ, ফেনযুক্ত হয় এবং জলচর বিনষ্টবিকৃত, শুষ্কপ্রায়—জলাশয়ের সৈবাল প্রভৃতির গন্ধ অপ্রীতিকর ও অপকর গুণ হয়, তাহা হইলে সেই জলকে পীড়াজনক বলিয়া জানিবে।

(৩) মেঘের প্রকৃতি লক্ষণ—

মেঘ যদি স্বভাবের বিকৃত গন্ধ-বর্ণ-রস-স্পর্শযুক্ত ও ফেনযুক্ত হয় এবং সংঘাতবাত (সর্পাদি ও বিদ্রধি হয়), অশনি, পরশু (পরশু) বল্মিকা, মূষিক, শেতক, অন্যান্যাদিক (নকুল-মূষিকাদি) নকুলি ঘাড় কাকাদি ও পূতনাদি দ্বারা উপসৃষ্ট হয়, ধূম ও উল্কার বিবিধ লক্ষণ প্রাদুর্ভাবি-বহুল হয় এবং মেঘের যদি লক্ষণসমূহ শুষ্ক ও নষ্ট হয়, বায়ু যদি খরবেগে শব্দিত হয়—পক্ষীগণ বিস্বরে শব্দ করে, মৃগকুলগণ ইতস্ততঃ চীৎকার ও কাতর ধ্বনি করে, গাভী পক্ষীগণ উদ্বিগ্ন ও ব্যথিত হয়, জনপদস্থ লোকের যদি বহু, সন্ধা, লজ্জা—আচার, শীল ও গুণ উৎসৃষ্ট ও নষ্ট হয়, জলাশয় যদি অবসন্নস্থল ও উচ্ছলিত হয়—নিরন্তর যদি উল্কাপাত ও বজ্রধ্বনি হয়, ভূমিকম্প ও ভূনিঃস্বার কলহস্থ ভূমি সকল ভূষ্ট হয়, সূর্য-চন্দ্র-তারকা সকল রুক্ষ-রাহু-অরুণ বা শুক্ল-বর্ণ মেঘজালে আবৃত হয়, লোক সকল যেন নিরন্তর বিস্ময়-উদ্বেগাধিক-আশঙ্কাযুক্ত-কম্পিত ও অন্তরাত্মযুক্ত

বলিয়া প্রতীত হয় এবং রোগ যদি শুরুতরভাবে আক্রান্ত ও ভয়াবহ লক্ষণযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই রোগকে মারাত্মক জানিবে।

(৪) কালের বিকৃতি :—

কাল যদি বিপরীত গুণ লক্ষণান্বিত হয়, অর্থাৎ যে ঋতুর যে লক্ষণ তাহার আধিক্য বা অল্পতা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই কালকে রোগজনক বলিয়া জানিবে।

প্রাজ্ঞ চিকিৎসকগণ, ঔষধ প্রয়োগের লক্ষণসমূহ বৈশদ্য করিয়াই পূর্ব্বাহ্নেই রোগাদি অন্বেষণ করিয়া রাখিবেন। কারণ, যে স্থানের প্রকৃতিতে বিপর্যয় লক্ষণ উপস্থিত হয়, সেই রোগেই বায়ু, জল, রোগ ও কাল বৈগুণ্যপ্রাপ্ত হইয়া লঘু, গুরু, ওষধি প্রভৃতির রস বিকৃত এবং হীনবীর্য হওয়ার ফলে রোগীর নিরাময় করিবার শক্তি কমিয়া যায়। কিন্তু পূর্বলক্ষিত ভেষজসমূহ, সম্যক্ গুণশালী থাকায় তাহা প্রয়োগে আতুর নিরাময় ও স্বাস্থ্যবান হয়।

ঔষধ প্রয়োগের বহু প্রকার কাল আছে, তন্মধ্যে বৈগুণ্যপ্রাপ্ত বায়ু, জল, রোগ ও কালকেই পণ্ডিতেরা গুরুতর কারণ বলিয়া থাকেন। এই কারণ চতুষ্টয়ের মধ্যে আবার স্বাভাবিক অপরিহার্যতার হেতু বায়ু অপেক্ষা জল, জল অপেক্ষা রোগ, রোগ অপেক্ষা কালকে গুরুতর কারণ বলিয়া জানিবে। কারণ, বায়ু জল এবং রোগকে বিধিপূর্বক যুক্তি অনুসারে এড়াইয়া চলিতে পারা যায়, কেননা সমস্ত রোগই এক সময়ে বিকৃতিভাবাপন্ন হয় না। যে যে রোগাদি সংক্রমণের সময়ে অবিকৃতিভাবাপন্ন রোগে যাপন করিতে পারা যায়, কিন্তু অনুকূল-কাল প্রাপ্ত হয় রোগে স্বলক্ষণ বিপরীত হয়, সুতরাং রোগের ভাব কালকে পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না।

অতএব অপরিহার্যত্বহেতু রোগাদি অপেক্ষা কাল গরীয়ান। ঔষধপ্রয়োগের যাবতীয় কারণ-চতুষ্টয় বিষয়ে যে সকল দোষ কথিত হইল, সে সকল দোষের প্রতিকার নৈরাকারণ শুভ-লক্ষণ সকল লক্ষণ অবলম্বন হইবে। যেহেতু কারণের লাঘব-লক্ষণসমূহ জানিতে পারিলেই সহজে প্রতিকার করিতে সমর্থ হওয়া যায়। যাবতীয় পরিহার অনায়াসেই করিতে পারা যায়, অর্থাৎ প্রয়োজন বায়ুর সময়ে নিবাত গৃহে অবস্থান করিতে পারিলেই সম্ভব হইতে পারে কিন্তু যাবতীয় কালাশ্রয় চারিটী কারণই দুষ্ট হইলে মানবকে ভেষজদ্বারা চিকিৎসা করিবে। তাহা হইলে রোগ যাহা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

অধি অধ্যায়ে কথিত ঔষধ-প্রয়োগ কারণ সমূহ সংক্ষেপে বিবৃত হইল। (ক্রমশঃ)

ফোন—৪৬-৪০৩৩

রাজবৈদ্য ভক্টর শ্রীপ্রভাকরের

সোমরস

চক্ষুশক্তি, কর্ণশক্তি, স্মৃতি ও চক্ষুবর্দ্ধক

মেহ টনিক—৪৲ মাত্র

রাজবৈদ্য আয়ুর্বেদ-ভবন

১৭১, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

রসায়নী বিদ্যা

কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
কবিভূষণ, বৈদ্যবাটী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৫) পাকবিদ্যা—ধাতুবিশিষ্ট অন্নের পাক (ভূক্তর)।

(৬) পাকবিদ্যা—সুসপাত্রে নানাপ্রকার খাদ্য-প্রস্তুত বিদ্যার জ্ঞানলাভ—বন্ধন-নিয়ম প্রভৃতির জন্য পাক ইত্যাদি।

(৭) দ্রব্যপরীক্ষা বিদ্যা—স্বাভাবিক বিদ্যা কৃত্রিম।

(৮) দ্রব্যের স্বরূপ-নির্ণয়।

(৯) বর্ণবিদ্যা—বর্ণ দেখিয়া দ্রব্যের স্বরূপ-নির্ণয় এবং বর্ণের পার্থক্য হইবার কারণ নির্দ্দেশ।

(১০) রসবিদ্যা—দ্রব্যের রস নির্ণয়—রস উপলব্ধি করিয়া দ্রব্যের স্বরূপ নির্ণয় এবং রসের পার্থক্য হইবার কারণ নির্দ্দেশ।

(১১) শিল্পাচারণ বিদ্যা—(ব্যায়ামাদি-চতুর জ্ঞানসহিত)

(১২) সংস্কারের দ্বারা দ্রব্যের গুণ পরিবর্ত্তন।

(১৩) শরীরের ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যাদির এবং ঔষধাদির পরিবর্ত্তন।

সংক্ষেপে সকলগুলি বলা হইল। ইহাদের মধ্যে চিকিৎসাশাস্ত্রের যেগুলি আবশ্যক, রসশাস্ত্রে সেগুলি উক্ত হইয়াছে।

রসশাস্ত্র নাম নির্দ্দেশের হেতু :—রস অর্থাৎ পারদ। পারদকে রস বলিবার উদ্দেশ্য এই—

রসায়নাধিকি লোকেঃ পারদো রস্যতে যতঃ।
অতোরস ইতি জ্ঞেয়ঃ সর্ব ধাতুরসি সূতঃ।
(রাজবল্লভ)

অর্থাৎ রসায়নাধীনস্থ পারদে লোক রস দেখিয়া ইহাকে রস বলা হয়। যত প্রকার রসায়ন-ঔষধ আছে তাহাদের মধ্যে পারদ শ্রেষ্ঠ। অন্য দ্রব্য-সম্বন্ধে পারদের অনুপানরূপে রসায়নাধিকগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এইজন্য অপর দ্রব্যগুলি পারদের রসায়নত্ব স্বরূপবিশিষ্ট। পরন্তু পারদ ব্যবহার করিতে হইলে এই সকল কারণে এখানে রস অর্থে উপলব্ধি বুঝিতে হইবে এবং রস গ্রহণে অন্যান্য দ্রব্য এবং আনুষঙ্গিক কারণগুলিরও গ্রহণ হইবে। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, যে-শাস্ত্রে রস এবং অন্যান্য দ্রব্য ঔষধরূপে ব্যবহার করিবার জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে, যাহাতে তাহাদের দোষ দূর করিয়া রোগনাশক সদ্ব্যবহারের জন্য নানা প্রকার সংস্কারের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং পৃথক পৃথক বা মিলিতভাবে তাহাদের ব্যবহারের উপদেশ আছে—তাহাকে রসশাস্ত্র বলা হয়।

এখানে একটী আপত্তি হইতে পারে যে, রসায়ন-ঔষধ সুস্থব্যক্তির ব্যবহার্য, কিন্তু তাহা রোগে কি প্রকারে ব্যবহারে চলিতে পারে। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, রোগের ঔষধ রসায়নাধ্যে প্রযুক্ত হইতে পারে না, কিন্তু রসায়ন-ঔষধ রোগে প্রযুক্ত হইতে পারে বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

স্বস্থস্যোক্তমঃ যদ্ রস্যং যদ্ রসায়নম্।
প্রায়ঃ আরোগ্য রোগার্ত্ত বিশেষাৎ প্রশমে মতম্।

রসশাস্ত্রের মূল :—অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় রসশাস্ত্রের মূল বেদেই বলা যায়। অথর্ববেদেই রসায়নী বিদ্যার বহু পরিচয় পাওয়া যায়। ধনি বিদ্যার (Metalurgy) বহুল ব্যবহার—ধনি প্রস্তুত (Lactic fermentation) ও সুরা প্রস্তুত (Alcoholic fermentation) অথর্ববেদে পরিদৃষ্ট হয়। অথর্ববেদ ও কৌশিকসূত্রে রোগবাহির জন্য বহু ধাতুর ব্যবহারোপযোগী উপদেশ পাওয়া যায়। হরিত-সুবর্ণ প্রভৃতি আয়ুর্বেদ-গ্রন্থে স্বর্ণমাক্ষিক, সস্যকাস, বহ্নিজ লবণ, অভ্রশিলা, হরিতাল, কাসীস, নানাপ্রকার অঞ্জন, স্বর্ণ, রৌপ্য, রঙ্গ, সীসক, তাম্র, মুক্তা, প্রবাল, বৈদূর্য, শঙ্খ, ফটিক ও গন্ধক প্রভৃতি দ্রব্য ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। মুক্তাদের অন্তর্ধূতি ও জারণ-বিধি অতি উচ্চ রসায়নী বিদ্যার পরিচায়ক। ঋষি সুশ্রুত বৃহস্পতির সহিত উক্তি, নাগার্জুন প্রভৃতির তন্ত্র (পূর্ণ) বিদ্যাইয়া তাহার ঔৎকর্ষ সম্পাদনের নিমিত্ত ব্যবস্থা দিয়াছেন। কাল-পরিবর্তে আর হীনবীর্য হইলেও তাহার সহিত পূর্ণ বিদ্যাইয়া পুনরায় তাহাকে ঔজস্বীর্য করিবার উপদেশ দিয়াছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও এই প্রণালীতে মৃত ও হীনবীর্য দ্রব্যের ঔজস্বর সম্পাদন করিয়া থাকেন।

দ্রব্যের ঔজস্বর পূর্ণ করিবার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনের উপদেশ দুই হয়। ঋষি সুশ্রুত বলেন—রসেন্দ্রের ঔজস্বর বীর্যোদ্রেক ও যোগিক: অগ্নি যেমনিয়া মূলদ্রব্য করা কাল: প্রশস্যতি।

(৫) এবংপ্রকারে বহু প্রোক্তাবলি নিবোধ মে।
অন্তর্ধূমান রসান্ দ্রব্যে সর্বাংশেন বিভাবয়েৎ।
কটুক ক্ষার কুমিষ্টো লবণাম্লেন বা।
অন্তর্ধূম রসান্ সম্যক্ সংশোধ্য সংশোধয়েৎ।
আর্দ্রধান্যে রসান্ সম্যক্ বহ্নিমিবিবোধয়েৎ।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও দ্রব্যের তেজ প্রদানের জন্য এই উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন অর্থাৎ অয়স প্রয়োগে দ্রব্যের বীর্যবৃদ্ধি সাধিত হয়।

রসের সকল ধাতুর ব্যবহার না থাকিলেও সুশ্রুতে ধাতুশিল পারদের ব্যবহার স্পষ্টই উল্লেখ আছে। রক্ত: শ্বেত: চঞ্চল: পারদ: কাকোদাসি: বীর্যসিদ্ধ: বর্ণ:। অবশ্য উহা পারদের বাহ্য প্রয়োগ। সুশ্রুতে আভ্যন্তর প্রয়োগের উল্লেখ নাই। বাগ্‌ভটেও রসবাগ্‌ভরূপে পারদের বাহ্য প্রয়োগ দেখা যায়।

আয়ুর্বেদাচার্যগণ সকলেই আয়ুর্বেদকে বেদমূলক শাস্ত্র বলিয়াছেন এবং আয়ুর্বেদকে অথর্ববেদের উপাঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

ইহার পর রসবাদিগণ বা রসসিদ্ধগণ চিকিৎসাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা আয়ুর্বেদের প্রাধান্য অস্বীকার করিয়া রসৌষধির প্রাধান্য স্থাপনে অগ্রসর হইলেন।

তাঁহারা বলিলেন—

অয়মগ্নিরয়ং সোমো বিষাদ্যমৃতমেব চ।
কিমন্যদৌষধং তস্মাদ্ রসমেবোপযোজয়েৎ।
নাগেন্দ্রা দেবতা সর্বা ঋষয়ো বিবিধা দিবি।
অনয়োরপি যাদৃগ্যো রসো দৃষ্ট: শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।

অনুবাদ :—কোনও সূত্রে কুমারিল (৮ম শতাব্দী) যোগিক দ্রব্য রসৌষধ প্রশংসায় বলিয়াছেন—

ন যোগাদ্যা ন যোগাদ্যা ন মূলোক্ত পরিক্রম:
ন যোগাদ্যা ন কালাদ্যাস্তাবদ্ রসচিকিৎসিতে।

বাস্তবিক রসৌষধের এমনি মহিমা যে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অধিকাংশ রোগ কিম্বা রোগে অধিকাংশ অধিই সফল বলিয়া আয়ুর্বেদে উক্ত হইয়াছে। তাহারি চিকিৎসায়ও রোগের শান্তির জন্য বিরেচক ও মূত্রকারক ঔষধ ব্যবস্থিত

হয় কিন্তু অভিজ্ঞতায় দাঁড়িয়েছে আর ঐ চিকিৎসা চলে না, কিন্তু রসশাস্ত্রোক্ত পর্পটি, লালগুঁড়া, চন্দ্রকলী প্রভৃতি ঔষধ আজ পর্যন্ত যে কত নিরুপায় রোগীর জীবন রক্ষা করিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে অমবাত রোগের চরমৌষধ প্রয়োগে খুব কমা যায়।

এক্ষণে গোবিন্দদাসের বাক্যের সার্থকতা দেখা যায়। কবিরাজ মহাশয়গণকে মকরধ্বজ ব্যবহার করিতে দেখিয়া এবং ইহার সুফল প্রত্যক্ষ করিয়া আজকাল ছোট বড় সকল ডাক্তারই বিনাদ্বিধায় ইহা মকরধ্বজ ব্যবহার করিতেছেন এবং ঔষধের এমনই মাহাত্ম্য যে অল্পব্যয়সাধ্য মকরধ্বজেও সুফল পাওয়া যাইতেছে। ঔষধ প্রয়োগসম্বন্ধে আয়ুর্বেদে বলা হইয়াছে—

"যাবি বিদল বিপুল বুদ্ধের্বুদ্ধিমাকুলী কুর্য্যাৎ
কিং পুনরল্পমুদ্ধে।"

থাক সে কথা। রসবাদিগণ রসশাস্ত্রকে বেদমূলক বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে রসশাস্ত্র মহাদেবের বাক্য এবং ইহা তন্ত্রমূলক—তন্ত্রমতে সাধনার জন্য ইহা আবশ্যক। অজরামর, কাল সংজ্ঞেশ্বর, রসার্ণব প্রভৃতি মূলতন্ত্র হইতে ইহা প্রাপ্ত। ইহারা কর্মবিপাকানুযায়ী মুক্তি চাহেন না—জীবিতাবস্থায় যে মুক্তিলাভ হয় তাহাই যথার্থ মুক্তি। অমরত্ব লাভ করিতে পারে একমাত্র রসৌষধ। রাসবাচার্যের সর্বদর্শনসংগ্রহের অন্তর্গত রসেশ্বরদর্শনে ইহা দেখা যায়।

রসশাস্ত্র আলোচনায় দেখিতে পাওয়া যায় বেদবেদান্ত মুক্তকণ্ঠে পরমশ্রেয়োজনত্ব। মুক্তকণ্ঠে রসার্ণবে—যথা লৌহে তথা দেহে কর্তব্যঃ; সূতরাং লক্ষ্য। সমান মুক্তকণ্ঠে দেখি প্রত্যক্ষ শরীরোক্তে পূর্বং লৌহে পরীক্ষেৎ। পক্ষান্তরে প্রযোজ্যত্বে।

পুনরপি—যদি কৌশিকস্ত শরীরস্থানিরোধেপি রসাজ্জরস্তস্ত 'হরগৌরীপরীক্ষাস্তু নিরোধোপরমঃ। তথাচ রসতন্ত্রে—

যে চারক্তস্তরীয়া হরগৌরী পরীক্ষিতং তন্ত্রং প্রাপ্তাঃ
স্বর্গাদ্যে রসসিদ্ধাঃ তন্ত্রমতাঃ— (ক্রমশ)

'Amavata' in Ayurveda alias Rheumatiod Arthritis

Kaviraj Bijoykali Bhattacharya, M.A., Smrititirtha.

(Corinued from Kartik Number, 1371 B. S.)

Part III

Pathogenesis of Rheumatoid Arthritis

By pathogenesis we mean production and development of a desease. Here in Rheumatoid Arthritis we must have to consult authoritative books for information. For myself I have consulted mainly "The Differential Diagnosis" of Herbert French, 6th Edition, published in 1955 and "Medicine" by G E. Beaumont, 7th edition, published in 1958. For allied information I have got 30 years' experience in a well-recognised Ayurvedic premier Capital in Calcutta and in my nursing home and in my day-to-day practice for forty

years or more as an Ayurvedic medical practitioner. In Allopathy Rheumatoid Arthritis means a disease in which inflammatory and degenerative joint-changes take place. The small joints may be classed into two groups: (1) Acute, (2) Chronic. Acute joint-affections take place in Arthritis due to (1) Rheumatic fever, (2) Septic Arthritis, (3) Pneumococcal Arthritis, (4) Typhoid Arthritis, (5) Scarlatinal Arthritis, (6) Gonorrhoeal Arthritis, and (7) Rheumatoid Arthritis. Chronic joint-affections are found in (1) Osteo-Arthritis, (2) Tuberculous disease of joints and (3) Acquired Syphilitic Arthritis. We are here specially concerned with Rheumatoid Arthritis. Because it has sufficient diagnostic alliance with *Amavata* in Ayurveda in which this Seminar is interested today. Rheumatoid arthritis is only a part of the comprehensive disease,—arthritisin which bodily joints are involved due to various causes. Similarly *Amavata* in Ayurveda is a disease in which all the bodily joints are involved. Moreover, the Ayurvedic approach to the disease is not limited to involvement of joints only but is dependent on *Ama* in the context of *Vata Dosha* or diseases of the nervous system. So Ayurveda's outlook also is very comprehensive in its own way. But this seminar is specially interested in dealing with *Amavata* and its correlation with Rheumatoid Arthritis in the context of evolving a way of successful treatment of the disease according to Ayurveda.

In rheumatoid arthritis the characteristic joints to be affected are those between the first and second phalanges. Soon other joints are affected and before long almost every joint in the body even the temporomaxilary joint and spinal chord may be involved. The joints never suppurate and some of the glands are sometimes enlarged. The attack subsides slowly. There is hardly any heart trouble. In a few months a second attack comes on but both the general symptoms and arthritis are less severe than the first. In some subsequent months a few more attacks take place but the active phase of the disease wears itself out leaving variable degree of deformity, fixation and contractures. In later stages the joints become stiffer. The patient can neither sit nor walk nor can move freely. This last picture of arthritis often comes before our eyes because it is in this stage the patient comes to the hospital for succour and relief, especially in the Ayurvedic hospital. The tissues around the wrists or other large joints such as ankles and elbows, may be thickened and pit on pressure with limitation of movement. The skin of the fingures becomes thin, smooth and glossy. There is some form of fixation around

the shoulders, elbows, wrists, knees and ankles with some degree of crippling. Mental depression and irritability are marked.

Part IV

Correlation of Amavata with Rheumatiod Arthritis

All the symptoms mentioned above have been mentioned in Ayurvedic lore of *Madhab Nidan* specially, in a different manner in a compendious language and sometimes in greater details with more comprehensive outlook covering acute and chronic arthritis. The pathology and etiology of Ayurveda being based on a different concept, the treatment of the disease also will have to be conducted in a different plane.

Accumulation of morbidity or foreign matter in the content of *Doshas*—*Vata*, *Pitta* and *Kapha* being deposited in joints from time to time as the attack starts, develops in a full-fledged manner as the disease advances. Here *Kapha*-morbidity in the form of auto-toxicity being originated from unassimilated food and drink makes its primary start in the stomach (*Amasaya*) and the toxicity acquires further strength in the small intestines (lower *Amasaya*) and large intestines (*Pakwasaya*) and as Rasadhatu takes its primary shelter in the heart and thence through circulation flits from joint to joint according to the accumulation of Ama (foreign matter) in particular joints (*Madhab Nidan*). The swelling of the joints follows. Ayurveda does not mention any of the various forms of arthritis that are mentioned in modern scientific system in the content of modern etiological or pathological outlook of the disease. Still it may cover many more forms of disease if we consider the *Dosha*, *Dhatu* and *Mala* concepts of the disease. These three concepts are so broad in outlook that it may cover all forms of arthritis acute or chronic as well. Principles of treatment in the content of Research can be expanded in all forms

Part V

Management of the Rheumatoid Arthritis with special emphasis on the Pharmacology of the drugs used.

In our hospital and in my nursing home and in private practice patients come to me to treat their Rheumatoid Arthritis diagnosed by Allopathic doctors and at the point of desperation. I have always used variety of Ayurvedic drugs single and composite—in various forms and processes according to the Ayurvedic approach of the disease. I can here cite the nature, preparation and their uses in Ayurvedic approach only. I do never use Sodium Salicylate, Aspirin or Cortisone nor do I view the disease in modern outlook; so I would not be able to write about

the pharmacology of the modern drugs. Even for analgesic action I have never used them. My process of treatment will be described when I shall deal with the treatment of the disease with Dosha-rectifying drugs in the content of Vata, Pitta, Kapha and Ama for palliation or elimination or both.

I use the following drugs for the treatment of the disease of which some are composite and some are single and some are metallic, herbal and poisonous preparations. Besides, I use sand bath, herbal bath in steam, hip bath in herbal decoction, analgesic drops and ointments. Besides Anubasan Basti (Rectal medication), Niruha Basti (Rectal Douche), Uttar Basti (Vaginal Douche & Plugging), Bamana (stomach washing), Virechana (purgation) and Rakta Mokshana (blood-letting and Gul-giving or oozing process in indigenous method also are adopted in some cases. I shall exhibit some of the processes in picture and some appliances for the same. Dietetics specially meant for the diseases and their methods of preparation are to be specially noted.

Important drugs used :—

Sindhubar (Vitex Cordifolia), Guruchi (Tinospora Cordifolia), Tribrit (Ipomea Turpethum), Guggulu (Balsam Odendron mukul), Red variety of Chitraka (Plumbago rosea), Sunthi (Zingiber Officinale), Vriddhadarak root (Argyreia speciosa), Munditika (Sphaeranthus indicus).

For Demonstration :—

Single drug in various preparations —Sindhubar Rasakriya for internal administration, Sindhubar Dhanwanter Taila, for Anubasan and Niruha, Sindhubar Taila for Abhyanga and Nasya, Sindhubar herbal decoction for steam bath and hip bath, Sindhubar Ghrita for eruption and suppuration.

Composite Drugs for Demonstration :—

Suchikabharan Rasa, Mahabhra Bari, Amhatari Rasa, Mahalakshmibilas, Ramshar, Bajrakshar.

For Analgesic action :—

Suchikabharan Rasa, Mahabhra Bari (internally).

External application :—

Dhatur juice with infusorial earth (Chormural (Paste), Marich & Chitraka paste in drops.

For oozing :—(Gul-giving)

Madhuka branch.

For blood letting :—Leeches.

Appliances to be used :—

(1) Steambath in herbal decoction, (2) Hip bath in herbal decoction, (3) Sand bath. (4) Anubasan apparatus, (5) Niruha apparatus, (6) Uttar Basti apparatus, (7) Gul-giving process, (8) Blood-letting process, (9) Sand bath process.

I have clearly stated that Amavata in Ayurveda is not limited to Rheumatoid Arthritis only but in most cases bone joints in all the parts of the body are affected. Auto-toxicity in the

form of foreign matter or morbidity is accumulated primarily in the bone-joints. This disease originates from the Mala of Rasa Dhatu (Ama or Kapha-morbidity) which in its turn is produced from malassimilated diets and in disagreeable environment in the context of atmospheric, seasonal, regional and mental abnormality. Primarily it is morbid Kapha and takes shelter in Shleshmasaya.*

The disease spreads all over the system ultimately specially in bone-joints as the disease advances through neglect or otherwise in the context of Chaya (production), Prakopa (aggravation), Prasara (dissemination), Sthanasangsraya (occupation of seats of Kapha-morbidity) and Vyaktiveda (different seats of manifestation). The cure, partial or complete, depends on the graded elimination of the morbid Kapha. For this the physician is to displace the Ama-rasa from the diseased site to the heart primarily and then through circulation to Amasayaya and next to Pakwasaya or Mutrasaya or sweat glands (seats of Vyana Vayu) and to eliminate through faeces, urine or sweat. This process should never be adopted in a hasty manner but by a graded process cautiously. The excessive use of sodium salicylate or similar drugs weakens the heart specially in Rheumatic fever. So special precaution requires to be adopted in those cases where salicylates have been profusely used. Surgical operation of a particular organ also causes similar weakness of the heart. So also it happens in those cases where ultra-violet rays have been applied and the disease has relapsed after some period. In such cases the disease permeates the whole system silently in five stages of development mentioned above. In those cases, instead of elimination, palliation is the only method.　　(Contd.)

* Exhibition of some of the processes in pictures and appliances is not possible here.

—*Founder-Editor.*

বীক্ষিতদল বিভাগ

চরকের নীতি ও স্বাস্থ্যনীতি

কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর, শব্দরত্ন

চরকের নীতি ও স্বাস্থ্যনীতির প্রসঙ্গ তুলে 'আয়ুর্বেদ ভারতীর' মাননীয় সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার মহাশয় এবং এ সভার অন্য সাধারণের আমাদের চিকিৎসা-বিষয়ে অভিজ্ঞতা যদি চরকের অভিজ্ঞতা কি ?

প্রশ্ন ছোট, উত্তর ছোট নয়। চরকের প্রসঙ্গ সম্বন্ধে হওয়া স্বাভাবিক যে, এ প্রশ্নটি প্রশ্নের সময়ে

পড়ে, কিংবা একটি দুটি অথবা কয়েকটি চিকিৎসক-সভার প্রতিবেদন? (মেডিক্যাল রিপোর্ট)

গ্রন্থের প্রথমেই দেখা যায়, "অথাতো দীর্ঘজীবিতীয়ং অধ্যায়ং"। যে যুগের কথা, সেটি কোনও দুই-পুরুষ হাজার বছরের আগের যুগের নয়। এর দুই-পূর্ব প্রথম, অথবা প্রথম দুইয়ের। তাকে বলা যায় না দীর্ঘজীবনের প্রথম কিছি কোথায়। তখন তো জানাই ছিল এক শত কিংবা তেড় শত বৎসরের বেশী এ যুগে বাঁচাই যায় না। তাও সকলের নয়। এখনো কোনও কোনও জায়গায় একশতের ওপরে কেউ কেউ বেঁচে থাকেন। সে কোন তেড় শতের ঊর্ধ্বে নয় এবং তাদের সংখ্যাও দশ হাজারে একজনও নয়। তাদের প্রাণপ্রধান বস্তুটি থেকে তাও সম্ভব নয়। যাঁরা দীর্ঘজীবী, তাঁরা একশত পেরিয়ে যান কম। আর এটা খুবই স্বাভাবিক বলেই লেখকের দেওয়া ঈষদের ফল জীবন প্রসঙ্গে "একশত" বৎসর বেঁচে থাকাই চরম কথা, তাই শাস্ত্রির কথা বলা আছে, এবং "শতং হ্যেব" প্রভৃতি কথাগুলিও আমাদের দেখেও আছে। তবুও কেন গ্রন্থ করেছেন "অথাতো দীর্ঘজীবিতীয়ং অধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম"।

তবে কি সে সময়টায় আয়ুর যোগ বেশী এসেছিল? যেমন ত্রেতার সত্যযুগের সময়ে মানুষের উপাখ্যান বলার প্রথাই ওঠে না, বৈরাগী-প্রধান প্রাণে লক্ষের জীবিকা হয় না, ভোগ-প্রধান সমাজে টেলিফোনের প্রয়োজনই হয় না; অতএব দীর্ঘজীবনের প্রশ্ন কোথায়?

এ যুক্তিতে বলা যায়, লক্ষের সময়ে যে কোনও কারণেই হোক আয়ুর সংখ্যাই বেড়ে গিয়েছিল—সমাজস্বাস্থ্যও সুস্থ ছিল না। মানুষের ব্যক্তি-স্বাস্থ্যও নিয়ম শৃঙ্খলায় বাঁধা ছিল না। এই বিরাট ভারত ভূখণ্ডের প্রতিটি রাজ্যে অসংখ্যের অধ্যে পরস্পরের সঙ্গে পথে ঘোরাঘোরি, কিংবা একটি নিখিল চিকিৎসা-সমিতির অধীনে থেকে মানুষ, পরিবার, দেশ ও সমাজকে চালনা করার সুষ্ঠু রীতিও ছিল না। তাই তখনকার মানবীয় সমাজ-পরিবৃত্ত মানুষ প্রাচীন যুগের একটি সুস্থ কল্পনা করে যে-চিকিৎসা সমিতির উপাখ্যান রচনা করেছিলেন, লক্ষের প্রথম অধ্যায়টি তারই একখানি উজ্জ্বল সূচনা-চিত্র। এখন থেকেই আমরা লক্ষের অন্যান্য রীতি এবং আয়ুনীতির, বক্তব্য জানতে পারি।

শুধু মানব নয়, মানবেতর প্রাণী নয়—লক্ষের দৃষ্টি আরও ঊর্ধ্বে। লক্ষ দেখেছেন বিশ্বের স্বভাবই মানবের স্বভাব। বিশ্বের স্বভাবই সমস্ত প্রাণীর স্বভাব। বিশ্বের হ্রাসবৃদ্ধিই মানবশরীরে অহরহ দেখা যায়—আকাশ, বাতাস, জল, অগ্নি, মাটি ছাড়া মানব নয়, এদের স্বভাবের বিবেচনা করলেই মানবের স্বভাব বিবেচনা করা যাবে। তাদের ঈষদোপনা দেখলে মানবের ঈষদোপনার হেতু বোঝা যায়—এদের বিকার প্রকরণ বুঝলেই মানবের বিকার প্রকরণের পথও পাওয়া যাবে। তাই বলেছেন—

বিসর্গাদানবিক্ষেপৈঃ সোম সূর্যানিলা যথা।
ধারয়ন্তি জগদ্দেহং কফ পিত্তানিলা স্তথা।

চন্দ্র সূর্য অনিল এরাই বিশ্বে সংকর্ষক, এদের কর্ষণশক্তি মানবের মধ্যে প্রকাশ, এদের হ্রাস, এদের বিকারই মানবে সঞ্চিত হয়। যেমন একটি দেশ শরীরের স্থানে স্থানে ভূ, লোম ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হয়, মানবের ব্যবহার-সমাজেরও তেমনি সেই চন্দ্র সূর্য অনিলই কফ-পিত্ত-বায়ু নামে ভিন্ন ভিন্ন হয় মানবের দেহে। তাই বলা হয়—"সর্বে দেহাঃ কফাদ্যৈস্তু ন পিত্তেন ন চ মারুতাৎ", এবং

প্রত্যেকে অব্যক্তকর্মী, অব্যক্তকর্তা, আবার ব্যক্তকর্মী, ব্যক্ত কর্তা।" চরকের কথা, পিত্ত এবং অগ্নির পরিভাষাগুলির অর্থ এই রকম—"যেন তপেন কলতি ইতি তপঃ" (তপঃ+তপ-নিষ্পত্তৌ, অসুন্)। এই তপের অপর নাম তেজ, "ত্রিয়তি সর্ব্বান্ ইতি তেজঃ, ত্রিজ + অসিন্ প্রত্যয়)। পিত্ত—অগ্নি ধীতে প্রকৃতাবস্থায় রাখাতে, বিকৃতাবস্থায় নষ্ট করে)। বায়ু, বাত ও অনিল এরা পর্যায়বাচী শব্দ। অনিতি জীবয়তেন অন্+ইলচ্)। বাতি + বাতঃ, বায়ু+বিশেষঃ যুনক্তি ইতি বায়ুঃ)।

এই নীতি অবলম্বন করেই চরকের বিশ্বরূপ দর্শন। এই বিশ্বরূপের অন্তর্গতই মানব। বিশ্বের দেহবিকারই মানবের দেহবিকার। মানবদেহের বিকার প্রশমনের পথটিও বিশ্বরূপের একটি পথ, সেই তাঁর স্বাস্থ্যনীতি। সেই বিশ্বরূপটির অব্যক্ত রূপ মানবের সহজ চোখের আগে না। তার ব্যক্ত রূপই আসে—সেই বিমূর্ত্তির ব্যক্তরূপ।

"শুক্রে সৌম্যং পিত্তে তেজঃ অগ্নিলে ক্রিয়াবিশিষ্টং" অর্থাৎ সোম বা চন্দ্রের বিকার কিংবা শুক্রের বিকার সৌম্যে, পিত্তের বা সূর্য্যের বিকার তেজে, আর অগ্নিলের বিকার ক্রিয়ায়, এর মধ্যে স্থূল বিকার নাই। সূক্ষ্ম বিকার অনন্ত। এদের বিকার প্রশমনের পথ প্রত্যেকের বিপরীত গুণের অভ্যাস করা।

"বিপরীতৈঃ গুণৈঃ এতাঃ প্রশমোক্তি ন সংশয়ঃ" এই সূত্র থেকেই চরক তাঁর সমগ্র গ্রন্থে স্বাস্থ্যনীতির বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন—তাতে উত্তমী, মধ্যমী এবং অধমী ব্যক্তির জন্য পৃথক্ পৃথক্ সোপান রচনা করে। সে সোপানে আরোহণ করতে গুরুর আশ্বস্তকারী বুদ্ধি নিয়ে উপস্থিত হয়ে বলে। গুরু অনুগ্রহ করে জানাবেন—

"যেন যুষ্মাকং বল বয়ঃকাল দেশর্তবো
সত্ত্ব সাত্ম্য প্রকৃতিসমুদ্ভব য পরীক্ষা প্রযুক্তে
যেন যেন হিতসমুদয়ো ভবতি নিত্যবাতীনাং
তন্মাদেতল্লিখিত-পঠিতাবেদনীয়ং নিবোধাম্ ॥"

অর্থাৎ হে সন্তান! বিশ্বের সকল মানবের দেহবিকার প্রশমনের উপায় জানবার ইচ্ছায় তুমি যখন প্রস্তুত হয়েছ, তখন সর্ব্বাগ্রে জানবে তাদের অর্থাৎ মানবের দোষ, ধাতু, অগ্নিবল, বয়স, কাল, দেশ ঋতু, অবস্থা, দেহবল, মনোবল, অভ্যাসবল, স্বভাব প্রকৃতি কিভাবে রয়েছে। এগুলি সবলের আগে ভাল করে জেনে শুনে এবং পরীক্ষা করে তারপর নিজে স্থিরচিত্তে ঔষধ নির্ব্বাচন করবে এবং প্রতিক্ষেত্রে তার ফলগুলি নিরীক্ষণ করে আরও গভীরভাবে তা অনুধাবন করবে, আরও অভ্যাস করবে এবং তোমার অধীন সেবককে তা বারবার অনুশীলন করাবে।

সর্ব্বকালের সর্ব মানবের জন্য চরকের এই নীতি এবং স্বাস্থ্যনীতির পুনরুজ্জীবনই আজ বিশ্বে ব্যক্ত হয়ে আছে।

---

* চরকের আবির্ভাব-সময়সম্বন্ধে মতবিরোধ বিদ্যমান আছে।—প্রবন্ধকার-সম্পাদক।

সূক্তিরত্নমালা

প্রাণচার্য

আষাঢ়ে চ ঔষধ্যঃ বিলম্বীধানেরোত্থাম্।
নবো মধ্যঃ বর্ষাসু ঘোষযন্ত্রে নিষিঞ্চেৎ।
চরক—১-৬

বিসর্গকালের প্রথম ও আদানকালের শেষে অর্থাৎ বর্ষা ও গ্রীষ্মকালে মানবদিগের বলের লাঘব হয়, ঐ দুই কালের মধ্যে শরৎ ও বসন্তে স্বাভাবিক হয়—অতি ঐ দুই কালের শেষে স্নেহের ও নিঃসিঞ্চের অধিক বল হয়।

শীতে শীতানিলস্পর্শসঙ্কুচদ্ধমনিশ্রেণী।
পক্তা তত্র হি দেহস্থ আদাবন্ন গুরুষ্মণঃ।
চরক—১-৬

শীতকালে শীতল বায়ু সংস্পর্শে শরীরের অভ্যন্তরে সঙ্কুচিত হওয়ায় অগ্নিদীপ্তিদিগের অগ্নি বৃদ্ধি পায়। এই কারণে শীতকালে মানুষের অগ্নি (পাচকাগ্নি) গুরুদ্রব্য ও গুরুরস পাক করিতে পারে।

ন হ্যন্ন স্নেহনং রুক্ষং লঙ্ঘনং স্নেহনক্ষমা
ন্যূনং ত্রিমাত্রো বায়ুঃ শীতে শীতানুপাতিনঃ
চরক—১-৬

সেই স্নেহ অগ্নি উপযুক্ত ইন্ধন না পাইলে স্নেহ হজম শুরু করে। সুতরাং শীতকালিনিষ্ট রুক্ষ বায়ু শীতকালে প্রকুপিত হয়।

তস্মাৎ তুষার সময়ে স্নিগ্ধমুষ্ণবলান্ বসান্।
ঘৃততৈলপয়ো মাংসান্যভ্যসেদ্ বাতশান্তয়ে।
বিলেশয়ানাঃ মাংসানি প্রসহানাঃ তুষারজি চ।
জন্তবোঽদ্যুরিমাঃ সীধু মদ্যু চাত্র পিবেন্নরঃ।
চরক—১-৬

অতএব শীতকালে স্নিগ্ধ, অম্ল, লবণরস, উষ্ণবীর্য্য ও বাতঘ্ন দ্রব্য (উদ্ভিদ) মাংস ভক্ষণ করিবে। বিলেশয় ও প্রসহদিগের মাংস ভক্ষণ করিবে এবং মদিরা, সীধু ও মদ্য অনুপান করিবে। (অতিরিক্ত শীতপ্রধান স্থানের বেলায়ই ইহা প্রযুক্ত)

শীতলং মৃদুবাতঘ্নং স্নানমুদ্বর্তনক্ষমম্।
কফমেদোঽসৃগ্‌দোষ-তন্দ্রাকৃদ্ গাত্রগৌরবম্।
অষ্টাঙ্গ—১-২

স্নান অগ্নিদীপক, বীর্যকারী, আয়ুবর্দ্ধক, উৎসাহজনক, এবং দুলকণ্ডু, ঘোষ, শ্রম, ঘাম, তন্দ্রা, তৃষ্ণা, জ্বালা নাশ করে এবং পাপ নাশ করে।

উদ্বর্তনাদ্‌বলকরং পরিবেকো বলাবহঃ।
ত্বচৈব ছেদমাংসক্ষ বলকৃৎ বৈদ্যচক্ষুষাম্।
অষ্টাঙ্গ—১-২

অধিক জলে স্নেহের নিত্যস্নান স্নেহ বা স্নৌত করিলে বলাধান হয় কিন্তু ইহা অল্পের পিত্তে চুল ও চক্ষু বলহীন হয়।

প্রায়শঃ স্নিগ্ধনেত্রাস্যকর্ণরোমাতিসারিণঃ।
আদ্যোনীবলাভীর্ষ রুক্ষস্নেহৌ ন সাত্ম্যতঃ।
অষ্টাঙ্গ—১-২

যাহার অগ্নির, নেত্র - মুখ- কর্ণরোম, অতিসার, পেটখারাপ, প্রতিশ্যায়, অর্শঃ, রুক্ষস্নানের পক্ষে অহিতকর।

ঈষৎ স্নিগ্ধ শিরঃ স্নায়ুং পেষালীমরেদ্ধলাৎ।
ন বেদিকোঽক্ষকর্ণঃ ক্ষয়ান্নিদ্রা নাত্যায়ত্তম্।
অষ্টাঙ্গ—১২

ঈষৎ স্নিগ্ধ হইলে চিরুনি দ্বারা মাথার খাইবে। জলপূর্ণ বেগ কখনো করিবে না। বেগ আসিলে নিবৃত্তি না করিয়া ও সাত্ম্য ভোজ্য আহার না করিয়া ভোজন করিবে না।

সুখার্থাঃ সর্বভূতানাং মতাঃ সর্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ।
সুখং চ ন বিনা ধর্মাৎ তস্মাৎ ধর্মপরো ভব॥
অষ্টাঙ্গ—১-২

জীবের সকল প্রবৃত্তিগুলি সুখের জন্য। ধর্ম বিনে সুখ হয় না, সুতরাং ধর্মনিষ্ঠ হইবে।

"আয়ুর্বেদ-ভারতী"র নিয়মাবলী

১। 'আয়ুর্বেদ-ভারতী' মূলতঃ ও প্রধানতঃ আয়ুর্বিজ্ঞানের তথ্য-সম্বলিত মৈমাসিক পত্রিকা হইলেও ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যান্য বিভাগের যথোপযুক্ত ভাবে পরিবেশিত হইবে।

২। ইহার বার্ষিক মূল্য সডাক চার টাকা ও প্রতি সংখ্যা এক পঃ।

৩। বাংলা-বর্ষের অনুসারে ইহা প্রকাশিত হইয়া থাকে। যে কোন সময়ে ইহার গ্রাহক হওয়া যায়।

৪। গ্রাহকগণের চিঠিপত্রাদিতে গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ থাকা দরকার।

৫। বিজ্ঞাপন দিতে হইলে সম্পাদক মহাশয়ের সহিত পূর্বাহ্নে যোগাযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন। টাকাকড়ি সম্পাদকের নামে ও নিম্নোক্ত ঠিকানায় দেওয়া-নেওয়া হইবে।

৬। চিঠিপত্র, টাকাকড়ি, সম্পাদক, "আয়ুর্বেদ-ভারতী", ৫২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৭। "আয়ুর্বেদ-ভারতী"তে প্রকাশের জন্য তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে।

হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর

রুগ্ন মানবের সেবায় নিয়োজিত সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান

প্রাচীন ও আধুনিক

চিকিৎসা বিজ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয়ে নবীন পদ্ধতিতে

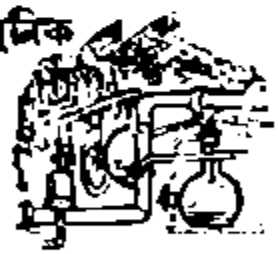

শ্বেতকুষ্ঠ শ্বেতল রোগ আরোগ্য

যে কোন পুরাতন ক্ষত, অসাড়তা, স্নায়ুর বেদনা, একজিমা, সোরায়েসিস, ঘুষির ক্ষত ও অন্যান্য জটিল রোগসমূহ আরোগ্য করা হয়। আমাদের ঔষধ পানে পুরাতন নতুন এবং বিনা যন্ত্রণায় বিনষ্টীর পুরুষত্ব লাভ করে।

হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর প্রতিষ্ঠাতা : পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা

১ নং মাধব ঘোষ লেন, পুস্ট. হাওড়া (ফোন : ৬৭-৩২৫৯)

শাখা :— ৩৬এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ (পূরবী সিনেমার পাশে)

A revolution in Ayurvedic Medicine...

Baidyanath medicines are Manufactured in 5 big Rasayanshalas by Ras-Shastries (Chemists) and for their effectiveness enjoy the confidence of the Medical profession all over the country and abroad.
Baidyanath medicines are a symbol of Revolution in the world of Indian Medicine.

SHREE BAIDYANATH AYURVED BHAWAN PRIVATE LTD. CALCUTTA

LEADING MANUFACTURERS OF AYURVEDIC AND PATENT MEDICINES

SHREE
Baidyanath
AYURVED BHAWAN
PRIVATE LTD.
CALCUTTA · PATNA · JHANSI · NAGPUR · ALLAHABAD

পাইওনীয়ার

সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে ধৌত।

গেঞ্জী

প্রথম ব্যবহারে এই প্রকার ডোরিয়াদার প্রথাই ব্যবহার করা উচিত

এ ছাড়া টি-শার্ট, হাফ শার্ট, ওয়েষ্ট কোট, ফুলহাতা গেঞ্জী

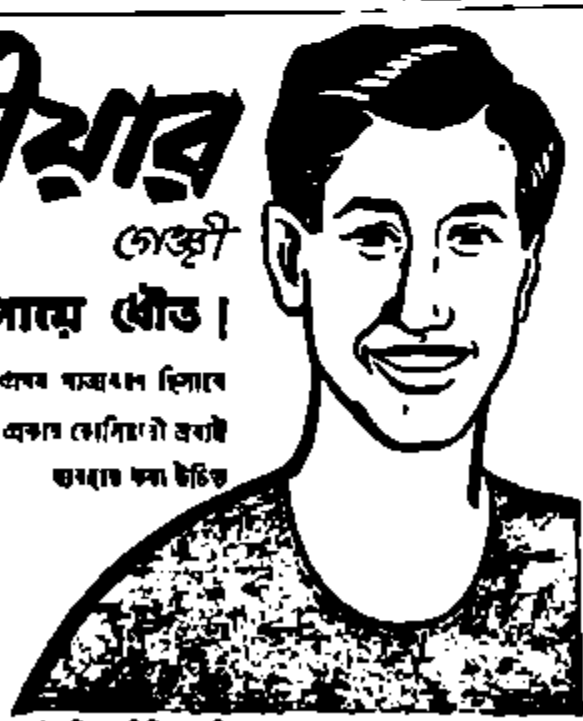

পাইওনীয়ার নিটিং মিলস্ লিঃ পাইওনীয়ার বিল্ডিং, কলিকাতা-১ ফোন : ৩৩-১৩৭৩

প্রাপ্তি প্রেস, ২৩৷১ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯ হইতে প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক কবিরাজ শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসুমহাশয় কর্তৃক

The Ayurveda-Bharati, a multilingual Quarterly Journal of Ayurveda & Indian Culture

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক
কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার মজুমদার, এম্-এ, আয়ুর্বেদাচার্য

'আয়ুর্বেদ-ভারতী' কার্যালয়
৫২, মহাত্মাগান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রতিসংখ্যা ৭৫ প. ৪র্থ বর্ষ—মাঘ, ১৩৭২ বার্ষিক—সডাক ৪৲ টাকা মাত্র

'আয়ুর্বেদ-ভারতী'—সূচীপত্র, মাঘ, ১৩৭২

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	আয়ুর্বেদ ও মাইক্রোবায়োলজি	ডঃ বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩১
২।	সম্পাদকীয়		৩৭
৩।	উদ্ভাস (কবিতা)	শ্রীঅরুণকুমার বৈদ্য	৩৮
৪।	'Amavata' in Ayurveda alias Rheumatoid Arthritis	কবিরাজ শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, এম-এ	৩৯
৫।	ব্রাহ্মণসমাজের আয়ুর্বেদীয় ইতিহাস	কবিরাজ মোহনলাল ঘোষ, বিদ্যাভূষণ	৪৪
৬।	আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতির ভাষণ সম্প্রসঙ্গে, ১৩৭২	কবিরাজ নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন	৪৭
৭।	আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনের অনুষ্ঠান-সূচী, ১৩৭২		৫০
৮।	ভারতবর্ষ-চিকিৎসা বিজ্ঞানের সভাপতির অভিভাষণ	কবিরাজ শ্রীসত্যেন্দ্রলাল সেন, বৈদ্যশাস্ত্রী	৫১
৯।	আয়ুর্বেদে পারীক্ষণ	কবিরাজ নীলমোহন প্রসাদ	৫৬
১০।	আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনের বিবরণী, ১৩৭২		৬৬
১১।	The Principle of Ayurveda—A Synthesis	কবিরাজ শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪১
১২।	A Note on the Utility or Otherwise of Research on Single Drug	কবিরাজ শ্রীসত্যেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়, এম-এ	৪৩
১৩।	বিবিধ রোগের মুষ্টিযোগ	পণ্ডিত কবিরাজ শ্রীবিশ্বেশ্বরনাথ শর্মা বৈদ্যশাস্ত্রী	৪৪

সত্যমেব জয়তে নানৃতম্

আয়ুর্বেদ-ভারতী

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক—কবিরাজ শ্রীবঙ্গলাকুমার মজুমদার, আয়ুর্বেদাচার্য

ত্রৈমাসিক
৩য় সংখ্যা

মাঘ—১৩৭২
FEBRUARY—1966

৫ম বর্ষ
VOL V. No 3

মহাকবি নাট্যকার শেক্‌স্‌পীয়ার

চতুর্দশ শতাব্দীর্ষিকী, ১৯৬৪
(১৫৬৪-১৯৬৪)

শ্রীবঙ্গলাকুমার মজুমদার

অন্তরের অর্ঘ্য অর্পিনু তোমারে শেক্‌স্‌পীয়ার
তব চতুর্দশ জন্মবার্ষিকে উচ্ছল চিত্ত সবার।
পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে তোমার আবির্ভাব হে কবি
ঘোর অমানিশার পরে উদিত যেন নব রবি—
কোন অজ্ঞাত পল্লী ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড আভন-নদীতীরে
তোমারে দিল জন্ম—নূতন জন্ম দিল ধরণীরে।
ক্ষুদ্র তটিনী যেমন যায় সমতলে শ্যামলিমায়
শুষ্ক কান্তার নীরস ধরণী ফুলে ফলে শোভাতে
বাঁধিতে পারেনি তোমায় সংসারের ক্ষুদ্র বন্ধনে
পলাতক বালক—বাড়িলে কী অজানা ক্রন্দনে
মাতা মেরী পুত্রহারা দুখে রহি আঁখির সন্ধানে
লহে চিত্ত সান্ত্বনা—বক্ষমা বিদ্ধ সংখেপনে।
জনের আভন-সম নিবিকার দূর থেকে থেকে
অন্তরেলি কবির সুখস্বাচ্ছন্দ্য মহা উদ্বেগে—
বীজ হতে মহীরুহ যাহে নিত্য পাখা প্রখাখায়
আবর্জনা ঠেলি উৎসাহে—নাহি ভয়ে প্রতীক্ষায়
তুমিও তেমনি ঘাতপ্রতি বিঘাতের মধ্য-দিয়ে
তুলিলে শির তব-কলা নাহি মানি—না রহি নিয়ে।
হে নটের ভাবুক মনীষী তব চিত্তাগার
প্রজার লিখা প্রণীপিয়ে সবার চিত্ত অবিরল
প্রফুল্ল কোটে যথা সহস্র দলে সুরভি বিতরে
ভ্রমরের মুক্ত আবেগে নিমন্ত্রণে মধু বিলায়ে—
ধনী নির্ধনী বাল বালেখর মূর্খ কৃতিবাসী
চরিত্রহীন চরিত্র বিরোগী সুধাময় প্রবাসী
সকলের দ্বার তোমার মনের অঙ্গনে নানারঙে—
কেহ আত্ম, কেহ পর, কেহ মিত্র প্রণয়ন আলাপে
আঁখিতেরে দিয়েছ আঁখি—বিরাগে আমার সান্ত্বনা
বিরহে মিলনের রবি—দুরাশাকে রচি আশ্বাস।
মানুষের স্নেহের ভূমি সুখে দুখে শ্রীহর্ষ-রাগে—
ধীরেরে দিয়েছ সম্মান—আলিঙ্গন মহত্ত্বাগে
ক্ষুব্ধ যারা ক্রোধেরো ঠেলনি পারে অহিকারের
পথিকেরে দিয়েছ আশ্রয়—ধূলি ঝেড়ে নিয়ে কোলে

উজ্জীবন সঞ্চারে—তোমার অনন্ত অভিনয়ে
মুগ্ধ বিশ্ব জন। পাখি যথা নীড়ে থাকা নির্ভয়ে
স্বচ্ছন্দে তোমারে ঘিরি গায় তোমার সঙ্গীতে
ফুটেছিল শ্লেহকোমল ব্যথায়ের যেন প্রভাতে
ব্যক্ত করিতে অবাধেই অন্তর ভাবনা-বিলাস
হাসির নির্ঝরে অশ্রুনীরে—কোথাও রুদ্ধ নাই
ছুটে চির স্থির বন্ধন—হিংসার বীজ আঘাতে
তোমার ছেড়ে যেতে যাও—বন্ধুত্বের ঘোর রাহুর
আসন মনোমুকুরে রূপায়ির নিখিলের ধন
যেন নীলাকাশে তারায়ারি উদ্ভাসিত অগণন।
যে গুণী তাদের অনন্ত রসে সিক্ত তব হৃদয়ে
অমূর্ত্তির বিচিত্রের খেলা বিশ্বখেলা—কী প্রণয়ে
পাড়ি দিলে অর্থহীন জীবন-সমুদ্র সব ফেলে
মুক্তার মাঝে কত অমূল্যরতন সন্ধানিলে—
কত দেশ কত দেশী রাজারাজা প্রেম ভক্তি আশা
নিয়ে হয়ো মুগ্ধ—মুগ্ধ হয়ে মুগ্ধের ভাষা
প্রাণের উল্লাসে জাগ্রত করেছ চিত্ত জগতের
বিশ্ব লাগে চিরন্তন চিন্তা দীমাহীন পথের।
তোমার প্রেমের বিচিত্রিত বিশ্বধারীর সঙ্গীতে
মুখরিত মুহুরাহি প্রকৃতি বিশ্ব ভরিতে—
এখনো শুনি প্রতিধ্বনি তাহার এখনো ভাসায়
চিত্তে নব নব উন্মেষনা—প্রেমের কল্পনায়
তোমার ললিত লীলা—উল্লসিত কত রূপরাশি
তোমার ভাষা কেঁদে যায় এখনো—ভাষা উদাসী।

আশ্বিন, ১৩৭১

প্রতি মধুর রূপে রূপে রূপায়িত মর্মাণি মম—
হৃদয়ের লালিমা, মর্মার অন্তরাল, মৌন আনন্দ
নিরাবেগ—সমুদ্রের ফোনিল ফেনপুঞ্জের নিশির
বিচিত্র কাহিনী প্রকাশে বিজ্ঞ—মহাকাল রহিল।
যে বীণা বঙ্কারিল সদা অন্তর তারে সতরাগে
ঝঙ্কারে চিত্তে চিত্তে মূর্ত্ত করিলে তারা অবাধে—
আজে বাদুকের পিতার শাসন বন্ধুর ছন্দের
হিংসা-প্রতিহিংসার ক্রুরজাল—কত্যা বিদ্বেষতা।
নিত্যপ্রকৃতির বিচিত্র রসনির্ঝর-লীলাচিত্রে
তোমার লেখনী আজ স্তব্ধ - তাহা চিরপুণ্যির
নূতনের মাঝে যেন কোকিলকণ্ঠ মুখর সন্ধ্যা
প্রতিপ্রভাতে ধ্বনিত করিবারে আর সব বন্ধ্যা।
তুমি নাই তবু পাই তব স্পর্শ তৃপ্তির অন্তরে
নিমেষে নিমেষে অমিয় জীবে-জীবে তব আনন্দে—
উৎসবে কি বিপদে হর্ষে তাকে-অভাবে বিরাজে
তোমার কবিতা তব বিচিত্র ছবির চিত্রসাজে।
তবে যাবিনে উল্লসিত তোমার প্রবীণ প্রতিভা
যতদিন রহি সাথে নীলনভ রবির বিভা
অরজিত অবনীর তলতোল - ফুল শৈলমালা
কুটির হইতে রাজপ্রাসাদে তোমার নাট্যশালা
নাহি দুঃখ তব—তুমি থাকবি তুমি নাটকে।
শৈবালের মত ভরিবে আশা আকাশ বিস্তারে—
তুমি রূপদক্ষ বিশ্বনাট্যের রচিলে মর্মকথা
চিরন্তন তব স্মৃতি—তুমি নাই রহিল সে-ব্যথা।

সম্পাদকীয়

বনস্পতি যেমন ফুল ফল পত্র শুঙ্গ প্রভৃতি নিয়ে নিজ মহিমায় বিরাজ করে, তেমন জ্ঞান ও বিজ্ঞানের রাজ্যেও সামগ্রিক বিষয় নিয়ে পরিপূর্ণ প্রকাশের আশয় ঘুরে বেড়ায়। ইহা হল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, আবার ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্য। তবে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান বিজ্ঞান যে আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তার কারণ প্রতিটির মধ্যে বিশিষ্টতার ধারা এত ব্যাপক ও বিস্তৃত যে তার গবেষণার ঐকান্ত আপন মহিমায় মহিমান্বিত। এমনি করে একটি বিজ্ঞানকে জানতে হলে অন্য বিজ্ঞানের কিছু কিছু আলোক-সম্পাত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু তাতে তার মৌলিক ধারা ও নীতি ব্যাহত হয় না। যেখানে বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে বা বৈশিষ্ট্য খুব হালকা, গভীর নয়, সেখানে তার অস্তিত্ব নিছক আত্মিক—আন্তরিক মৌলিকতা স্পর্শ করে না। এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার শব্দে ও ভাবে অনেক সময় মিল থাকলেও তার প্রকৃতি ও আদর্শের বৈশিষ্ট্যই পৃথক ধারে চলতে থাকে। এই বৈশিষ্ট্যের প্রকৃতি যত বেশি ও অনন্যসাধারণ হয়, ততই উহার উন্নতি ও ব্যবহারের একনিষ্ঠতা লাভ করে। ভারতীয় চিত্রবিদ্যার সহিত পাশ্চাত্যের কিছু মিল থাকলেও ভারতীয় আদর্শ ও প্রকাশের ভঙ্গিতে প্রভেদ আছে। তাদের মধ্যে প্রভেদের বন্ধন মিলনের সহায়ক, অমনস্তিত্ব নয়।

রসায়নে যেন বিজ্ঞানের প্রকৃতি হারিয়ে ফেলতে পারে এবং একটা অদ্ভুত সৃষ্টিও হয়ে পারে কিন্তু আসল বৈজ্ঞানিক প্রতিভার অধিক পরমায়ুর দৌরাত্ম্যে বিফল হয়ে পড়ে। যেমন, পরানুকরণ-রাজ অনগ্রসরতা তার উৎকর্ষের পথে অন্তরায়ের প্রকোপ নিরবিচ্ছিন্ন রয়ে। প্রকোপ তার নিজের ছেলেই জন্মে—সেই ছেলের স্বাভাবিক গতিবেগ যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন সে নির্বাসিত হয়েই। আয়ুর্বেদের স্বাভাবিক উন্নতির স্রোত অবরুদ্ধ হয়ে চলল রসায়নের বহুভূমিতে প্রায় অর্ধশতাব্দীর পূর্ব থেকে। যারা ডেবেছিলেন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে ইহার উন্নতি হবে, তাদের ভুল ভেঙে গেল—তবু তার জের চলছে। প্রয়োজনমত তাকে যদি নীতিগত ভাবে স্বাভীকরণ করা যেত, তবে উৎকর্ষের পন্থা প্রবাহিত হত। তা না হয়ে অন্ধ কিছু ডাক্তারী শিখে তারই প্রাধান্যে আয়ুর্বেদের মৌলিক শিক্ষার প্রতি যেন অবহেলা এসেছে। তাতে ডাক্তারীর অন্ধানুকরণে চিকিৎসা আয়ুর্বেদের অধ্যয়নে ও চিকিৎসায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে একটা ব্যাপক বিফল সম্ভতি। আয়ুর্বেদীয় হাসপাতালে গবেষণা করবার যে সুযোগ সুবিধা আছে, তাতে হয়েছে সংমিশ্রণের একটি সহজ আনুগত্য। ফলে আয়ুর্বেদে সংশ্লেষিক (Synthetic) চিকিৎসার যে গভীর জ্ঞান ও অনুশীলন করা দরকার তার স্থানে এসেছে চিকিৎসার ব্যাপারে পরদেশী অনুকরণ ও অনুসরণ। ইহা আত্মঘাতী—আয়ুর্বেদের প্রচলিত

ও প্রয়োজনমত উহারা ঔষধের অনুমোদনে যথা পাঠাইতে থাকে।

একদিন জনৈক পরিচিত ভদ্রলোক এসে বললেন—ডাক্তারী মতে চিকিৎসার পর চক্ষুর উপর পড়া চিকিৎসার জন্য বড় আশা করে কোন আয়ুর্বেদীয় হাসপাতালে গেলাম। সেখানে চক্ষু-পরীক্ষার পর ব্যবস্থা হল পূর্বে আমার ব্যবহার-করা কতকগুলি ডাক্তারী ঔষধের। দেখে তো আমি স্তম্ভিত এবং বললাম, আয়ুর্বেদীয় হাসপাতালে এসেছি কবিরাজী চিকিৎসার জন্য—ডাক্তারী নয়। সুতরাং বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে চলে। পথে পথে ভাবনায়—কী কবিরাজী চলছে! চিন্তাশীল চিকিৎসকদের তাই দরকার কি করে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার নিজস্ব ধারায় (যেরূপ পূর্বে ছিল) ইহার উন্নতির পথ প্রশস্ত করা যায়—যেন কাল পাত্র ভেদে রোগনির্ণয় ও ঔষধপ্রস্তুতির নব নব উদ্ভাবের উন্নতি সম্ভব করে তোলা যায়। কবিরাজের অধিকার যে আয়ুর্বেদের স্বাধিকার ও ঐশ্বর্য লাভ করতে পারেনি, উহা এক সত্য। কেবলমাত্র কিছু ডাক্তারী ঔষধ ও যন্ত্রপাতির জ্ঞান সুযম অনোহ—যার সঙ্গে কোন সংগতি ও মিলনের সূত্র আয়ুর্বেদের উন্নতি বা চিকিৎসার ঐশ্বর্য উদ্ভাবন করতে পারেনি। ইহাও বিস্ময়ের বিষয়—এত বর্ষ পরেও অনেকের যাদের ডাক্তারী বিষয়গুলি পড়ার জন্য স্থান অধিকার করতে পারে নি। সর্ববিষয়ে কবিরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা যদি না হয়, তবে আয়ুর্বেদ বাঁচতে পারে না। সুতরাং সরকার যখন আয়ুর্বেদের শিক্ষা ও উন্নতির ভার নিয়েছেন, তখন যাতে আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞানের উন্নতির সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়, তার দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। ডাক্তারীর অতি-সামান্য জ্ঞান আহরণ করে যারা ডাক্তারী—না হয় কবিরাজী—এই অবস্থা ভাল করে অনুধাবন করার সময় এসেছে। সোনার পাথর বাটি তৈরী কোন দিনই হতে পারে না। পাঠ্য তালিকা পরিবর্তন করে প্রত্যেক বিষয়ে আয়ুর্বেদের শিক্ষা সুষম করে তোলাই আজকের কর্তব্য। বহুশাস্ত্রে জ্ঞান থাকায় কোন বাধা নেই কিন্তু আয়ুর্বেদ-চিকিৎসা আয়ুর্বেদের প্রকৃতি, নীতি ও পদ্ধতি অনুসারে চলবে। তবেই রাষ্ট্রের ও জনসাধারণের এই বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও অনুরক্তি বৃদ্ধি পাবে। পশ্চিম বাংলার গ্রামে গ্রামে ধাত্রী চিকিৎসালয় ও সঙ্গে সঙ্গে আয়ুর্বেদ শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করা দরকার। আয়ুর্বেদের ভার হাতে নিয়ে সরকার যদি ইহার সর্বাঙ্গীন উন্নতির ব্যবস্থা না করেন, তবে উহা দেশের প্রতি—জনসাধারণের প্রতি অন্যায়ই করা হবে। স্বাধীন ভারতে আয়ুর্বেদের নবজীবন চিরতরে হবে উঠুক, এই কামনা।

॥ উত্তাপ ॥

দার্শনিক কথাশিল্পী শ্রীঅবনীকান্ত মৈত্র

বরফীলে আচ্ছাদিত বিশ্বের বুক
মাঘে যায় আমার
অস্থিরের প্রপাত—
জমাতার্ত দেহের এ গ্লানি
আকস্মিক আলোক-বন্যায়

মনঃপিণ্ডে ক্ষয়ী
রাগের ক্ষেতে সবুজ বীজে
অঙ্কিত হয় সুর সংকীর্ত
স্পর্শ করে হৃদয় মর্ম গহে
স্বাধীনতা-সূর্যের উষ্ণ উদ্ভাস।

'Amavata' in Ayurveda alias Rheumatoid Arthritis

Kaviraj Bejoykali Bhattacharya, M.A., Smrititirtha.

(Cotinued from Kartik Number, 1372 B. S.)

Part VI

Resume of the Antiarthritis drugs and treatment of Amavata in Ayurvedic system of Medicine with case reports.

Case Reports

No. 1. Master Ganguli, Neogipookur Lane, Calcutta, had an attack of Rheumatic fever at the age of four years. Suffered from the disease for 35 days, Salicylate was used regularly by the Allopaths. After the remission of temperature he felt respiratory difficulty and the doctors complained that he had acquired Rheumatic heart attended with anæmia. The treatment of anæmia with substantial diets would cure him and that was done but that aggravated his respiratory difficulty although red blood count much improved. He was placed under my treatment. By palliation treatment with Guduchyadi Louha with Guduchi and Sunthi Kasaya he felt relieved and anæmia disappeared. After a course of five weeks' treatment he was given Draksharista. He is now 24 years of age with rheumatic heart-sound still. He is a healthy young man and is going on with his normal work. He often comes to me and enquires about the heart-condition.

No. 2. Sri P. Banerjee, P. O. Bhebla, 24-Parganas—a typical case of Rheumatoid Arthritis. He was placed under my treatment about thirty years back. He is now sixty years of age and is enjoying rest in his village home with simple dietetics. When he came under my treatment, all his bone-joints were affected and it was a typical case I have described in the description of Rheumatoid Arthritis. Before he placed himself under my treatment, he was treated by several Allopaths and they used regularly salicylate preparation. When he came under my treatment, he was bed-ridden and could not move a step even and all joints were equally affected. It was in fact, a typical case of rheumatoid arthritis. He had a rheumatic heart indeed and could not tolerate any hot bath except sand bath of mild heat. All along I used Tribrit Churna twice a week for purgation 25 grains in dosage and a Guggulu Preparation for years. He all along led active life. But he was advised one day's fast and rest once a week. Just before a year he was bent upon overhauling his treatment with Panchakarma and was admitted into my nursing home. He

could not tolerate the treatment. He plodded on with some slow movement, more or less, all through his life. Now he takes Tribrit Churna once a week, simplest diet with single vegetable fibre, highly baked bread and milk at night with tepid hot water bath with Sindhubar decotion. He has sent Vijaya Greetings only a week back.

No. 3. Srimati Bagchi, Beliaghata Main Road—age now about 45, a mother of five childdren, her youngest daughter aged about 20. She has been having the attack of Rheumatoid Arthritis for the last 15 years. During this period she had five attacks. The last attack took place only three months back. When the acute stage reappears all her bone-joints are involved and she cannot move a step from her bed. The first two attacks were handled by a Kaviraj. During the last five years she had two attacks. The attack generally comes with a notice of heaviness in her body and a kind of speedy fat accumulation without much inconvenience to daily routine household duty. One fine morning all her bone joints became involved and she felt acute and excruciating pain like scorpion bite. She was advised tepid hot sand-bed for all time. Her diet of rice, fish, milk and egg was totally stopped. Highly baked bread one Chhatak in quantity, and fried Chira with Mudga-Amlaka juice was advised two times a day with pomegranate juice only. No oil, ghee or any oleaginous preparation was given. Tribrit Churna was given every alternate day. If the pain was very acute, Sūtikabharana pill once in the morning, Guggulu preparation two pills a day (Amavatari Batika of Rasendrasar-Sangraha) and for insomnia Mahabhrabati with the extract of Hyocyamus leaf, routine diet and routine treatment cured her in course of six weeks and she has been carrying on her normal work as usual now.

No. 4. Sri B. Das an employee as an Accountant of Tata Company, having an attack of Rheumatoid arthritis was placed there under an Allopath for treatment. But as he could not tolerate Allopathic medicines, his physician advised him to adopt another system. His friend Dr. Ghose, M.B.B.S., of Baranagore, Calcutta, who himself was a sufferer of Rheumatoid arthritis and was cured by me radically about a year back, advised him to take my help. He was admitted into the Shyamadas Vaidya Sastrapith Hospital as a cabin patient. He was advised Panchakarma treatment with single drug preparation. The peculiarity of the patient was that he could not tolerate a single dose of purgative, nor preparation of Guggulu. Purgative gave him relief but reaction was heart-

trouble and uneasiness. He was treated with various preparations of a single drug Sindhubar only and nothing else. Steam bath, sand bath, Anubasan and herbal bath and hip-bath were taken recourse to. He was completely cured in six weeks. His diet was highly baked bread and single vegetable and milk free from salt. He left the hospital completely hale and hearty.

No. 5. Dr. Ghose, M.B.B.S. son of an eminent Allopathic Physician and grandson of an eminent Kaviraj of Taki, 24-Parganas, was suffering from severe pain in the two knee-joints. He could not walk freely and even had to use commode for easing himself. He preferred to use Ayurvedic medicine. Avoidance of Rice and, instead, a moderate quantity of highly baked bread with fish-soup was advised as his major diet avoiding milk. Tribrit Churna was given twice a week. Regular herbal bath with Sindhubar decoction, a Guggulu preparation with Amavatari Batika and Mahalakshmibilas cured him completely within 5 weeks.

No. 6. Dr. Mukherjee now practising as a successful physician in Balia, District. U. P., had three attacks in the course of last 10 years. Attack in the first took place when he was a medical student. Last attack took place last year in his place of medical practice. Every time he was placed under my treatment. In his first attack, herbal steam bath twice a week only for a month and a Guggulu preparation—Jogaraj Guggulu in the morning, Baiswapar Churna in the noon and night and Mahalakshibilas in the evening cured him in six weeks. So also in the following two attacks similar drugs were prescribed.

No. 7. Sri S. Ghose—an athelete of international repute, had rheumatoid arthritis when he stopped his regular exercise. He was admitted into my nursing home for overhauling treatment of Panchakarma. Six weeks' course completely cured him. Steam-bath twice a week—Sand bath followed by herbal bath for the remaining five days in a week with the routine treatment of Tribrit Churna every alternate day, a Guggulu preparation, Mahalakshmibilas and Dasamularista cured him. For the relief of shoulder-joint pain Chirraka-Maricha, drop not only relieved his pain but he could move his hand freely which he could not do for months.

No. 8. Mrs. Singha, Garpar Road, Calcutta, age 50, had five attacks in course of five years. At the end of treatment of each of first four attacks she had a boil in her buttock which had to be operated every time and she had to suffer from it for six months. Every time she was under the treatment of an Allopath. Last time she was disgusted and was placed under my

treatment. Her hip-joint was specially affected every time. Routine method of Amavata treatment was also adopted in her case daily—herbal bath in her home atmosphere was advised. She also had a boil this time near about her anal canal which was cured without operation with herbal bath and Sindhubar Ghrita applied and the boil had been completely cured. After one year there was a bit inflammation with some suppuration out near about the boil and fluid oozed in the form of pus. That was completely cured by Sindhubar Ghrita application and sponging with Sindhubar Kasaya. Her last attack was in the month of September 1964 in the form of inflammation only.

No. 9. Sri S. Bhattacharyya, 21, Baishnabghata Lane, Cal-47, age about 60, had acute pain in the hip-joint was unable to move for two weeks. He was placed under my treatment. He was advised herbal steam bath with Sindhubar Kasaya. He was completely cured without any medicine.

No. 10. Mrs. Mukherjee (50), Beadon Street, Calcutta, was suffering from uterine hæmorrhage for one year but leucorrhœa from her young age. Doctors diagnosed her case to be one of cancer of the cervix. Ultraviolet treatment was taken recourse to. She was practically cured. After six months she had hæmorrhage from rectum attended with intermittent fever. Doctors diagnosed her case to be one of cancer of the rectum in the context of metastasis. Palliatives could give her relief for a few hours only. She was placed under a Homœopath who gave her Gymnema Sylvester, a homœopathic preparation. Hæmorrhage stopped but excruciating pain in the hip-joint with high swelling in the thigh started. Fever discontinued in course of a month, the difference between the girths of the two legs was six inches, there being always an excruciating pain from the hip to the knee-joint. She could not walk freely, extreme heaviness of the leg with scorpoin bite pain continued. He was placed under my treatment and was admitted into my nursing home. Sand bath, hot mud bag with a routine medicine of Tribrit every alternate day, one Guggulu preparation and Mahalakshmibilas with milk diet cured 75 per cent of her pain and swelling. Lastly two leeches were used to suck blood from the swollen part. Pain altogether subsided, she could walk freely and left my nursing home. She did not continue any of the medicines and did not ask for my advice. After two months pain started again. An Allopath was called in. He suspected Filariasis. I was also consulted then. I diagnosed it to be a case of Amavata. Physicians differed. The Allopath

advised her to be admitted into the hospital for check-up. She has been ailing there till now. Filaria germs could not be found.

No. 11. Sri Das, Kemb Sen St., Calcutta-9—father of an Engineer of Bombay and brother of a professor of all-India repute He was placed under my treatment and was a typical case of rheumatoid Arthritis. All his joints were equally involved both of hands and feet and spine. His disease started with the joints of 1st and 2nd phalanges leading to spindle-shaped swelling of these joints. Even subsequently his temporomasillary joint and spine were involved. Even it seemed that it was a case of Osteoarthritis and some eminent specialists suspected cancerous outgrowth between the 1st and 2nd phalanges. The swelling in connection with the wrist and metacarpophalangeal joints took the shape of a malignant tumour. He was treated in our hospital under my direct supervision. He lived there for six weeks and more than 50 per cent of the disease in all respects was relieved ; specially the tumourous outgrowth was not at all apparent at the time of leaving the Hospital. He walked about half a mile from his home without any one's help. He preferred home environment for his physical comfort for his complete cure. All arrangements for his treatment were made in his home. Sand bath, tepid hot sand bed, for all time, herbal steam bath with Sindhubar Kasaya and routine medicine of Guggulu preparation, Mahalakshmibilas and Tribrit Churna were continued for 3 months. Routine diet was also continued free from salt. Now he is 75 per cent cured and left for Bombay only two weeks back and has been putting up with his son who is an Engineer there.

No. 12. Rabiul Haque, age 19, a student of Class XI, lives about 30 miles away from Calcutta at Karanjali, in the Diamond Harbour Sub-Division, 24-Parganas. He was an indoor patient of the premier Presidency General Hospital, Calcutta about two years back. He was suffering from rheumatic heart with swollen joints of the hand and feet. After a course of treatment for a month and a half, he was sent home. He was practically rejected by eminent specialists to die a peaceful death in his native home. Another specialist diagnosed his case to be of rheumatic heart and consolidated lung and similarly rejected. The seniormost physician in charge was consulted in his private chamber who gave the same opinion. He charged no fees out of mercy. As I knew from his guardian's report that he suffered from rheumatic fever for two months and was cured of the disease but subsequently developed rheumatic heart and all his bone-joints got swollen with anaemia—his treatment of anaemia with nourishing diets improved his blood

count satisfactorily but the patient was gasping and his guardians were apprehending death every moment. At that crucial moment he asked my advice. He, as a last resort, came to my nursing home and entreated me earnestly with folded hands to try at least for a few days not for life but for the satisfaction of the patient's mother.

He was admitted and sand bath with tepid hot sand was applied only 15 minutes in the morning and evening. He could not lie down. At night he was wide awake and was always gasping. He was treated with Mahabhrabati twice a day and salt-free diet with highly baked bread, one piece every six hours and no vegetable. He remained temporarily cured in the sense that he could walk freely, take his normal diet, lie down in his bed freely and could sleep in course of a week. He was discharged after three weeks. At the time of his departure his idea was that he was completely cured although rheumatic heart sound was there. Various precautionary measures were advised for one complete year. For one year he lived a healthy normal life according to his guardian's opinion. At the end of a year he was sick in his village home and a nearby quack village-physician was temporarily called in. He died in course of three days before the guardian could reach me for my help.

'ব্লাড্‌প্রেসার'-এর আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা

কবিরাজ শ্রীসুধাংশুমোহন ঘোষ, কাব্যতীর্থ ; অধ্যাপক, বিশ্বনাথ আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয়

'ব্লাড্‌প্রেসারকে' আয়ুর্বেদের পরিভাষায় দুটী ভাবে অভিহিত করা যায়—রক্তের চাপ বা পোথিরোক্সান। তবে, আমি ব্লাড্‌প্রেসারকে 'পোথিরোক্সান' বলাটা বেশী যুক্তিসঙ্গত। কেন ব্লাড্‌-প্রেসার'কে বলা উচিত নিম্ন রক্তচাপ।

আয়ুর্বেদের চিকিৎসা 'ব্লাড্‌-প্রেসার' লো বা হাই—এ ভাবের কথার নির্দেশ করে না। বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই ত্রিদোষের হ্রাস, বৃদ্ধি ও সমতার কথার লক্ষ্য রেখে এ রোগের চিকিৎসা করে।

নিম্ন রক্তচাপ বা উচ্চ রক্তচাপ বললে রোগের অনেকেই কিছু বোঝে না। পোথিরোক্সান বললেও তা নয়। কিন্তু ব্লাড্‌-প্রেসার বললে আজকাল প্রায়ের অধিকাংশ লোকেরা বোঝে। তাঁরা বলে—ডাক্তারবাবু, আমার 'বেলায় পেরেসার' হয়েছে। ডাক্তারের প্রেসারে এটা হয়েছে।

বায়ু, উচ্চ রক্তচাপে যেখানে যাবা যোরে, মাথার ভার, টিন্‌টিন্ করে, চোখ লাল হয়, সময় সময় মূর্ছাও হয়, ভাল ঘুম হয় না, চাপ-পরিমাপক যন্ত্রেও চাপ ১৭০ থেকে ৩০০-এর কাছাকাছি আছে, সে-অবস্থায় আয়ুর্বেদের এ ব্যবস্থাটী খুব ভাল কাজ করে।

দেখেছি—পূর্ববয়স্ক, বয়স্ক বা পরিণত বয়স্ক রোগী—যারা স্বভাবের এই সকল লক্ষণাক্রান্ত রোগের বলি বা 'ভিক্টিম', তাদের প্রাতে—বাসুনি পাতার রস অন্তত এক আউন্স বাসক মূলের একটি ফুটানো ডিকাশন। দুপুরে ও রাত্রে খাওয়ার পর—তুলসীপাতা এক আনা মাত্রায় সামান্য গরম বা ঠাণ্ডা জলসহ একবারে। বিকেলে ৩।৪ টার সময়—কন্টকারীমূল ১টি ছোট্ট মোটা ডালিমের রস সামান্য মধুসহ। এতে দুদিনের মধ্যে প্রেমার বেশ প্রায় স্বাভাবিকের কাছাকাছি এসেছে; ২।১ সপ্তাহের মধ্যে রোগী স্বাভাবিক অবস্থায় এসে কার্যক্ষম হয়েছে।

আমাদের কাছে ও বেশীর ভাগ রোগী আসে—মধ্যবয়স্ক মেডিসিনের রোগাক্রান্ত, ডিজিটালিস, নার্সেটিনা গ্রুপের ট্যাবলেট, ইনজেকশন এর ট্রাবের রোগী। অনেকে যারা প্রথম প্রথম আসেন—তাদের ৮।১০ সপ্তাহ ওষুধ খেয়ে কেবল পথ্য বিহীন অবস্থায় চলাফেরা করে—অত্যাচার না করলে আক্রমণের আর ভয় থাকে না। কিন্তু তাহলেও চিকিৎসার ক্ষেত্রে দীর্ঘকালের রোগীদের আয়ুর্বেদের চিকিৎসার অধীনেও বেশ কিছুদিন থাকতে হয়।

আমার অভিজ্ঞতায় জেনেছি—যাই ব্রাঙ্কাইটিস হোক, নো প্রেসারই হোক—এটা রোগ নয়। এটি বাত। 'অবস্ট্রাকটিভ ব্রোঙ্কাইটিস' (প্রকৃতি) বেশের—বায়ু প্রধান বাত, পিত্তপ্রধান বাত, এবং কফপ্রধান বাত। নো প্রেসারের একটি সকল ব্যবস্থা—১। বাতঘ্নাশক (মূর্চ্ছারোগের)—প্রাতে ভক্ষণের রস, (তাজা তামাকের এক চামচ) মধুসহ এক ছটি বা ছড়ি।

২। ব্রহ্মরাক্ষস—দুপুরে ও রাত্রে এক আনা মাত্রায় গরম জলসহ।

৩। বাতারী মহালক্ষ্মীবিলাস বা মহাবাতবিধ্বংসের মহালক্ষ্মীবিলাস—তার সম্ভব না হলে বাসক-প্রসারিত কল্পরোগবিধ্বংসের মহালক্ষ্মীবিলাস ১বটী—রাত্রে আহারের একঘণ্টা পূর্বে আদা—পানের রস ও মধু সহ।

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা রোগের মূলোৎপাটনকল্পে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত রোগ সম্বন্ধেই এ কথা। ব্রঙ্কাইটিস ব্রাঙ্কাইটিস বলতে যেকোন ব্রাঙ্কাইটিস বা যেকোন রোগীকে আয়ুর্বেদীয় বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীতে বাত-মূর্চ্ছা-সন্ন্যাস এই তিনটি রোগের সমন্বয় বলাই যুক্তিসঙ্গত। ব্রাঙ্কাইটিস—বায়ু-শিরোরোগ বা মূর্চ্ছা-সন্ন্যাস রোগের অন্তর্ভুক্ত। নো প্রেসার হচ্ছে—বায়ু-শ্লেষ্মারোগ বা মূর্চ্ছা-সন্ন্যাসের লক্ষণযুক্ত। দুটোরই বায়ু করা এবং দুটোই হৃদয় ও মস্তিষ্ককেন্দ্রিক বায়ু-বিকৃতির ব্যাধি। সুতরাং বুদ্ধি ও বুদ্ধি অর্থাৎ পেট ও মস্তিষ্কের দিকে লক্ষ্য রেখে চিকিৎসা করলে সুফল পাওয়া যায়।

পেটের বায়ু মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের ওপর চাপ দেয় রক্তবাহী শিরা-ধমনির মাধ্যমে সেটা যেমন সত্য, তেমনি বায়ু হৃদয়ের ওপর চাপ দিয়ে মাথাকে পঙ্গু করে ফেলে সেটাও ঠিক। সেজন্যে ব্রাঙ্কাইটিসে রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাসকে সহজ রাখবার জন্যে প্রতিদিন তৈল মর্দন বা 'আলাঙ' এর ব্যবস্থা করা উচিত। যাকে আয়ুর্বেদের পরিভাষায় বলা হয় 'উদ্বর্তন'।

মালিশের জন্যে সর্বাপেক্ষা ভাল কার্যকরী তেল বা তেল হচ্ছে মহানারায়ণ তেল, বলা-তেল, বিষ্ণু, ক্ষিতীশপ্রসারণী প্রভৃতি। নিম্নলিখিত—নারকেল তেলে একতোলা মধুসহ, ছিঁচা চাঁদকুড়ো আদা তেলে মিশে সেই তেল সর্বাঙ্গে মালিশ। এতে পক্ষাঘাতে

আক্রান্ত হওয়ার ভয় থাকে না এবং আক্রান্ত হলে সেরেও যায়।

প্রথম অবস্থায় চিকিৎসার সাধারণ তেল মালিশেই ভাল ফল হয়ে, একে উপলব্ধ বাংলায় বলা (চবি), মহাভাঙ্গীর স্নেহ পদার্থ প্রয়োগের ব্যবস্থা হয়। কেন্দ্র যায়, রোগের পরিণত অবস্থায় বলা, মহাভাঙ্গীর স্নেহ অধিক কার্যকরী হয়। এ রোগে বায়ু ধাতুর মধ্যে রস, রক্ত ও মজ্জা ধাতু-দুষ্টতায় বিকৃতি ঘটায়। রসের বিকৃতির পরিণামে 'লো প্রেসারের' উপসর্গগুলো দেখা দেয়, রক্তের চাপ-লাঘবে বিকৃতির ফলে অর্থাৎ আধিক্যে ক্ষয় ও অস্থিত্ব আক্রান্ত হয়। মজ্জার বিকৃতি হেতু স্নায়ু আক্রান্ত হয়ে পক্ষাঘাত এসে যায়।

আয়ুর্বেদে বাতরক্তের উপরের ধারা রক্ত-দুষ্টি-প্রসাদের বিষিষ্ট চিকিৎসা থাকলেও হেতু, লক্ষণ ও উপশয় ভেদের নীতি অনুসারে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই ত্রিদোষভেদের বিশেষপূর্বক সন্তাবাদুর মধ্যে রস, রক্ত ও মজ্জার দুষ্টতা আসার ভয় দেখানোপাত-ভেদে উপরিউক্ত বুদ্ধিদীপ্ত চেষ্টা এরকমের রাড্‌প্রেসারের একটি সেরা উপশয় যা চিকিৎসা।

একটি রোগীর দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—প্রেসার ৩০০/১১০ ছাড়াছাড়ি উচ্চ চাপ। নাড়ীর গতি মিনিটে এ অবস্থায় সাধারণত অনেকেরই একশ'র কাছাকাছি থাকে—এর মিনিটে ৮৮ থেকে ৭৪। চিকিৎসার পর রোগী যখন সুস্থ হল, তখন নাড়ীর গতি মিনিটে ষাটের নীচে আর নামলো না। রোগীটির লক্ষণ ছিল মাথার ভার, বিমুনি ভাব, মাথার যন্ত্রণা, পেটে বায়ু, কবির ভাব, বমনের ভাবও ছিল। "রোগো ব্রাতলক্ষিন," এরেনক্ষিন "প্রলুব্ধ" এর রোগী রোগী। ওষুধ ব্যবহার করতে 'ইনসুলিনে' যেমন 'সুগার নিলে'র মাত্রিক দেখা, তেমনি প্রেসার কমানোর ওষুধে প্রেসার কমানো দেখা। আমার সেই সেই।

আয়ুর্বেদোক্ত নীতি অনুযায়ী নিম্নলিখিত ঔষধের ব্যবস্থায় আরোগ্য হয়:

১। কুশ চন্দ্রমূর্ব—প্রাতে শুধুমি সাথের রস বিকালীন একবার।

২। অশ্বগন্ধা—মাত্র আধা চামচ সাধারণ গরমজলসহ দুপুরে ও রাত্রে খাওয়ার পর।

৩। রোগেন্দ্র রস—বিকেলে আদা চালতার রস, তালমিশ্রী সহ একবার মাত্রায়।

রোগী হাতে আসার প্রথম দিন থেকেই পক্ষাঘাত পরিমাটি শুরু করে। ওজনের চাপাগ্রীর মতো করে আমার চাপা দিয়েছি এবং পেটে শুধু উক্ত মাটির আমার প্রলেপ দিয়েছি। মাটীকে তাপে শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত রেখে শুকিয়ে গেলে ধুয়ে ফেলা হয়েছে। এরে পনর মুক্তি মিনিট, কখনো বড় জোর আধ ঘন্টার মধ্যে ই'শ থেকে রোগ খুব পর্যন্ত প্রেসার নীচে নেমে এসেছে। রোগীটির স্বাভাবিক প্রেসার থাকা উচিত একশর পঞ্চাশ থেকে বারো পর্যন্ত। ঔষধ রোগের ইতিহাস নিয়ে (যদি সম্ভবপর হলে থাকে) জেনেছি, যখন রোগ হয়নি, তখনো তাঁর প্রেসার ১৪০-১৭০ প্রায়ই থাকতো। তাই, আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় রোগী এখন ভাল আছেন। আমি দেখেছি আয়ুর্বেদ চালতার রসের চাইতে অষ্টাঙ্গসংগ্রহোক্ত রস, শুধুমি সাথের রস বেশী কাজ করে এবং তাড়াতাড়ি চাপ নেমে যায়।

তালমিশ্রীর রস লো প্রেসারে 'কোমা'র অবস্থায় চন্দ্রমূর্ব রস সহ প্রয়োগ করে আশ্চর্য ফল পাওয়া গেছে। আমার এই ব্যবস্থায় প্রয়োগ ও অভিজ্ঞতা আজ থেকে বত্রিশ বছরের অধিককাল স্থায়ী-

সুবিধা সেখানে নয়। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রগতিশীল যুগেই।

এটা অবৈধতা নয়! অবৈধতা হচ্ছে—বাসায়, মালী, মূল-সমন্বিত ভেষজগুলি আমাদের একটি গৃহপালীতে অক্লেশে যত্ন, চৌ ইটিং, অ্যানিড, এলকোহল, সাইড্ বিয়ে তাক্-লাগানো সেবরেটারী। তারপর চলে আবিষ্কৃত ঔষধের সাথে বিয়ে যত রাজ্যের প্রোপাগাণ্ডা! মুর্খিন না খেয়েই ওটা হয়ে যেন যাচ্ছে। কোটী টাকা অপচয় করে আবার কোটী টাকার জন্যে নতুন 'অ্যাজিক কিউর' আবিষ্কার সুরু হয়। সর্ব বিষয়ে এই চলছে। এগুলো প্রতিবিধানের জন্য কেউ এগিয়ে আসে না। এমন ভেজালীন অবিকৃত ভারতাগ্য এই দেশ!!

বার্ষিকী

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ

একত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন, কলিকাতা, ১৩৭২

উন্মোচন-উৎসব, রাজভাষা হল্, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতির স্বাগত সম্ভাষণ

বন্ধুগণ,

সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আমরা আজ একত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন উদ্‌যাপিত করতে সমবেত হয়েছি। এ এক দুরূহ পরীক্ষা ও প্রয়োগবিজ্ঞার দুঃসাধ্য সাধনী। পূর্বপূর্ব আচার্যদের সাধনালব্ধ জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে নূতনের আসন অধিকার সাহসসাধ্য নয়। তা' হলেও ঔজ্ঞানস্রোতে কেউ সত্যের অনুসন্ধানে স্বাধী বেরে চলেছে অনুসন্ধিৎসু-গতানুগতিক অনুকরণের পথে যে বুদ্ধি ধাবমান হয়ে, তার মৌলিক তথ্য আবিষ্কারের প্রতিভা অজ্ঞানতার অন্ধকারে হারিয়ে পড়ে যায়। তাএব আয়ুর্বেদের মৌলিক নীতির ভাষ্যে নূতনের আবাহন চিরন্তনী মানবকল্যাণে নিয়োজিত হোক—এই মহাযজ্ঞে আপনাদের সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি—আর অনুরূপ ভবিষ্যতের মানসোজ্জ্বল সহযোগিতা কামনা করি।

এই ধর্মঘটের পৃথিবীতে কোন দেশে যারা চিকিৎসার নিয়োজিত—বিশেষত ত্যাগব্রতী জনসাধারণের প্রথমে মন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী ডঃ ভাবার অকালে আকস্মিক মৃত্যুতে—অশেষবাস্ত্রবিদ্ আচার্য কবিরাজ যামিনীভূষণ সেন ও বৃহত্তর বিজ্ঞানযোগী হরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর পরলোকগমনে পরিষদ এবং আমার পক্ষ হতে গভীর শোক প্রকাশ করছি এবং তাদের পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

সমস্যাসঙ্কুল ভারতের বিজ্ঞান সৃষ্টি ও অবদান অনেক—আয়ুর্বেদ তার মধ্যে অন্যতম। আধুনিক বিশ্বে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে মৌলিক চিন্তাধারার স্রষ্টা হয়েও বর্তমানের পরিবর্তনশীলতার নিরীখে সে যেন মন্থরগতি, বিধুরা ও অনুকরণপরায়ণ—শুধু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নয়—সামাজিক ক্ষেত্রেও। অনুকরণের সহজ বুদ্ধি ও আত্মবিশ্বাসহীনতা নিজের ঘরের সুফলী প্রতিও ঘ

অনাদর সৃষ্টি করেছে। এর প্রতিকার আবার হতে পারে যদি দেশাত্মবোধের মৌলিক ও ঐশ্বর্যে ফেরবার দীক্ষিত না হয়ে আত্মানুসন্ধান ও বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের মূল্য তা বরণ করে অগ্রসর হতে পারি আমরা—নবলব্ধ স্বাধীনতার উৎসাহের আতিশয্যে আত্মহারা না হয়ে সহিষ্ণুতার লাঞ্ছনের ব্যথা স্মরণ করে সৃষ্টির নব নব উন্মেষে অকুণ্ঠচিত্তে ও হর্ষে প্রেরণা আনতে পারি। বেদেও আয়ুর্বেদে গবেষণার যে বিরাট সম্ভারের মূলে মূলে চলেছিল, তা যে কত তাৎপর্যপূর্ণ ও সফলপ্রসূ, তা অনুসন্ধানের সোনার কাঠির সংস্পর্শে উপলব্ধি করা যায়।

পরিষদের সরকার মোহিত ব্যক্তিগত চিকিৎসা ও অনুশীলনে যে সিদ্ধান্তগুলি নিরূপিত হয়েছে—তা রোগের চিকিৎসা ও রোগবিশ্লেষণে প্রভূত বিস্ময়কর ফল প্রদর্শন করেছে। নিত্য নূতন একদেশদর্শী ঔষধ আবিষ্কারের ক্রমপরিবর্তনের মধ্যে যে বাহ্যিক ও অধিক ফলের ইঙ্গিত করে ও অন্য রোগ সৃষ্টি করতে সাহায্য করে, তা স্বীকার না করলেও উপলব্ধি করা যায়। অনুসন্ধানের যে চিরন্তন প্রেরণা মানুষে সঞ্চারিত আছে—তা স্বভাবের তাকে স্থির থাকতে দেয় না—ক্রমাগত সৃষ্টিরহস্য উদ্ঘাটনের জন্য চিত্তচঞ্চল করে তোলে—তা পৃথিবীতে হয় প্রকৃতির পঞ্চমহাভূতের সঙ্গে মানুষের সৃষ্টি চাতুর্যে। আত্মরক্ষার চিরন্তন আবেগ জীবের মধ্যে ত্রিগুণাত্মক—এই ত্রিগুণাত্মকতা প্রকৃতি ও জীব জগতের সর্বপ্রকার প্রকৃতি ও বিকৃতির কারণ ও প্রতিষেধক বের করতে উদ্দীপিত করে—বিপক্ষে যেমন প্রতিকারের চিন্তা, রোগ হলেও তেমন নিবারণের বিজ্ঞানবিধি অনুশীলনের পথে আয়ুর্বেদের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব করেছিল। সর্বদা সকল সৃষ্টি সর্বতোভাবে জাতিকে উন্নত করতে পারে।

যা পেয়েছি, তার চেয়ে যা পাই নাই—তা কত অসীম ও সম্ভাবনাপূর্ণ—তা কল্পনায় মন আত্মতৃপ্তির মধ্যে ভুলে যায়। স্বাধীনতাপূর্ব যুগে দেশাত্মবোধের প্রেরণায় যে আগ্রহ দেখেছি দেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতা, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রতি—তা যেন স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে নিষ্প্রভ হয়েছে। অবশ্য প্রতিভার আবির্ভাব ইচ্ছামত হয় না কিন্তু যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত অবদানকে রক্ষা করবার দাবিতে এবং আয়োজনের প্রয়োজনীয়তাও কম নয়। আজ দেশের ক্ষুধা বেড়েছে, তৃষ্ণা অবশ্য সাধারণ ব্যবস্থা নাই সরকারী ব্যবস্থাপনায়—মনের ক্ষুধা, সাধনা স্বভাবের সার্থকতা ও পরমার্থ। ঐতিহ্য রক্ষা করা সাধারণের যেমন দায়িত্ব, সরকারের দায়িত্ব তার চেয়ে ঢের বেশি। সেখানে যে মন্থরগতি ও দৃষ্টিহীনতা ও অব্যবস্থা আয়ুর্বেদের বেলায় দেখছি, তা নানা কারণের অজুহাতে এড়ান যেতে পারে—বলিষ্ঠ কল্যাণরাষ্ট্রের তা লক্ষণ নয়। দেশের দৃষ্টিহীনতা ও সিদ্ধান্তহীনতা, আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধির কল্পিত অসামর্থ্য, অনাদর ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতা আয়ুর্বেদের গঠনমূলক কার্যের পুষ্টিসাধন করতে তেমন সাহায্য করছে না। আয়ুর্বেদ বিল পাশ হ'ল—তার রূপরেখাদানের কার্য অগ্রসর হচ্ছে না। এখানে এক অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে আয়ুর্বেদের নিষ্ক্রিয় চলছে, ফলে একে বাঁচিয়ে রাখাই দায়।

তাই সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি অর্ধমৃত অবস্থায় আছে। সাহায্যের অর্থে ও প্রেরণায় পুষ্ট সাধারণ যেমন, তেমন সরকারের সাহায্যে ও প্রেরণায় নূতন প্রাণ সঞ্চারিত হয় সাধারণের মধ্যে। সরকার যদি অকপট ও সহানুভূতিশীল হয় তখন জনসাধারণের উদ্যোগেই প্রাণ সঞ্চারিত হবে

আয়ুর্বেদের। উনবিংশ শতাব্দীর প্রতিষ্ঠা ও সাধনা যদি ভারতের অন্তরাত্মা যুগ যুগে স্বাধীনতার আলো আনতে সমর্থ হয়, তবে বিংশ অন্তর্যামীর সাধনা আবার আয়ুর্বেদের উৎকর্ষ সাধন করবে সন্দেহ হবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আসুন, আমরা সকলে সবদের হয়ে এই মহাযজ্ঞে আত্মাহুতি দেই—আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানের মহাতীর্থে আবার নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা করি যেখানে প্রাচীনকালের মত ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মূলে দেশবিদেশ হতে জ্ঞান-পিপাসুগণ ভিড় করবে জ্ঞানলাভের জন্য—মূর্ত জনেরা সারা-আসারা সকল রোগের হাত হতে মুক্তি পাবার আশায়।

পত্রদ্বারা যারা নানা বিষয়ে গবেষণা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

(১) ভেষজ বিজ্ঞান—কবিরাজ শ্রীবিভিষণচন্দ্র সাম্যাল, (২) রসায়ন-বাজীকরণ—অধ্যাপক কবিরাজ শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য, এম-এ, (৩) অনিয়মিত আহারের কুফল—কবিরাজ শ্রীঅমলাচরণ সেন, বৈদ্যশাস্ত্রী, (৪) রস ও অলঙ্কার—ডঃ শ্রীরমেন্দ্রনাথ সেন, ডি-লিট, (৫) স্নায়ুরোগবিজ্ঞান ও যন্ত্রপাতিকথা—কবিরাজ শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার, (৬) মস্তিষ্কবৃদ্ধি—কবিরাজ শ্রীসুধাংশু মোহন ঘোষ, সাংখ্যতীর্থ, (৭) আচরণবাদ- পণ্ডিত শ্রীকমলাক্ষ মুখার্জি, (৮) বর্তমান সমাজ এবং তাহার ক্রমোন্নতি—অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরা-শঙ্কর সেন শাস্ত্রী, এম-এ প্রভৃতি।

কবি রজনীকান্ত সেনের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয় ১৩ই ভাদ্র, ১৩৭২। ২৫তম বার্ষিক আয়োজ্যশালা সম্মেলন, ১৪শ বার্ষিক ছাত্র প্রদর্শনী 'বিজয়া পালন ও বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে, ৬ই চৈত্র, ১৩৭১; ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ২৪শে আশ্বিন, ১৩৭২—আয়ুর্ব্যাগে সমুজ্জ্বল লালবাতাহর বাহ্যী ও আচার্য নামক কবিরাজ রাধালদাস সেনের কৃপাতে শোকসভা জন্মাবধ ২৯শে পৌষ ও ১২ই ফাল্গুন, ১৩৭২ সুসম্পন্ন হয়।

যারা আমাদের সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন, আলোচ্য-বিষয়ে সাহায্য করেছেন এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন, তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পুনরায় আপনাদের আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাচ্ছি এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার অধ্যক্ষ শ্রীকেশব চন্দ্র বসুকে পরিষদের এই ৩৫তম বার্ষিক সম্মেলন উদ্বোধন করবার জন্য অনুরোধ করি। জয় হিন্দ্‌

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ
৫২ মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯

কবিরাজ
শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার
প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি,
আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ

রবিবার, ১৬ই মাঘ, ১৩৭২

ফোন—৪৭-১০৭৩

রাজবৈদ্য ডক্টর শ্রীপ্রভাকরের

সোমরস

রসায়নশক্তি, কর্মশক্তি, স্মৃতি ও রক্তবর্দ্ধক শ্রেষ্ঠ টনিক—৪৲ মাত্র

রাজবৈদ্য আয়ুর্ব্বেদ ভবন

১৭২, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ

প্রথম বার্ষিক অধিবেশন, কলিকাতা, ১৩৭২

অনুষ্ঠান-সূচী

উদ্বোধন-উৎসব

স্থান—রাজভাষা হল্, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

রবিবার, ১৬ই মাঘ, ১৩৭২ (৩০শে জানুয়ারী, ১৯৬৬), বেলা ৪টা

কার্যক্রম :

১। মঙ্গলাচরণ ও মাল্যদান

২। স্বাগত সম্ভাষণ—কবিরাজ শ্রীবঙ্গলালকুমার মজুমদার, প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি, আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ

৩। উদ্বোধন—শ্রীকেদারচন্দ্র বসু, অধ্যক্ষ, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা

৪। প্রধান অতিথি—বিচারপতি শ্রীপ্রফুল্লবিহারী মুখার্জি

৫। উপস্থিত কয়েকজন অতিথির বক্তৃতা

৬। সভাপতির অভিভাষণ—
কবিরাজ শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থ

৭। ঘোষণা-জ্ঞাপন—কবিরাজ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি, সম্পাদক।

অষ্টম বার্ষিক ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলন, ১৩৭২

স্থান—রাজভাষা হল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

২৩শে মাঘ, ১৩৭২, বেলা ৪টা

কার্যক্রম :

১। মঙ্গলাচরণ ও মাল্যদান

২। অভ্যর্থনা-জ্ঞাপন—শ্রীবিশ্বনাথ-সভাপতি, আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ

৩। ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার নানা বিষয়ে বক্তৃতা—অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী, অধ্যাপক ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ শ্রীরমা চৌধুরী, কবিরাজ শ্রীবিজয়রত্নসেন ভট্টাচার্য, শ্রীডি. এন. আঢ্যা, কবিরাজ শ্রীপ্রিয়ব্রত সেন, কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর, কবিরাজ শ্রীঁঁরাধিমোহন ঘোষ, শ্রীঅমলীকান্ত মৈত্র, অধ্যাপক শ্রীঁঁর্ধমেন্দ্র চক্রবর্তী, অধ্যাপক শ্রীকিতীশ চন্দ্র আঢ্যা, ডঃ শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ সেন প্রভৃতি।

সভাপতির অভিভাষণ—শ্রীহরিসাধন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিভাগীয় সভা, আলোচনা, অভিজ্ঞের বক্তৃতা,

ক্ষেত্রভ্রমণ

স্থান - ইউটস্ হল, ওলেড কোয়ার, কলিকাতা

সোমবার, ১৭ই মাঘ, ১৩৭২ (৩১শে জানুয়ারী, ১৯৬৬),

১। আয়ুর্বিজ্ঞান বিভাগ : বেলা ২টা

সভাপতি - কবিরাজ শ্রীনিত্যানন্দ গুপ্ত মজুমদার, সাংখ্যযোগ ব্যাকরণতীর্থ

সূচনা—কবিরাজ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র চ্যাটার্জি, এম.এ., আয়ুর্বেদ-বৃহস্পতি

প্রবন্ধপাঠ :

সাংক্রামিক রোগের সম্প্রাপ্তি ও চিকিৎসা—কবিরাজ শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখার্জি, বৈদ্যশাস্ত্রী

বিষয়বস্তু—কবিরাজ শ্রীললিতমোহন শর্মা

ঔষধ—কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দে, এম্-এ, এস্-এফ, আয়ুর্বেদতীর্থ

আলোচনা : রোগ, রোগ ও ব্যাধি

—কবিরাজ শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র নাগ, বিদ্যারত্ন, এল্-এ এম্-এস্

২। আয়ীরতত্ত্ববিজ্ঞান : বেলা ৩৫টা

সভাপতি—অধ্যাপক কবিরাজ শ্রীসতীন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম-এ

প্রবন্ধপাঠ :

রোগের উপর মনের ক্রিয়া—কবিরাজ শ্রীযাদবেশ্বর ভট্টাচার্য

চিকিৎসার শাস্ত্রীয় প্রকৃতি—কবিরাজ শ্রীজয়নারায়ণ সেন

রোগের কারণ ও প্রসারের রীতি—কবিরাজ শ্রীঅনন্তকুমার সেন শর্মা

জনপ্রিয় বক্তৃতা :

প্রাচ্য ও পশ্চাত্যে চাওয়া—কবিরাজ শ্রীযোগেন্দ্র নাথ চৌধুরী, কবিরাজ শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য।

রবিবার, ১৮ই মাঘ, ১৩৭২ (১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬)

স্থান—ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হল, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

৩। জনস্বাস্থ্য-প্রাণীবিজ্ঞান বিভাগ : বেলা ২টা

সভাপতি—কবিরাজ শ্রীঅমলাচরণ সেন, বৈদ্যরত্নাচার্য

প্রবন্ধপাঠ :

মুদ্রাবিজ্ঞান—কবিরাজ শ্রীআশুতোষ ভাটাচার্য

রোগনির্ণয়—কবিরাজ শ্রীমিহিরকালী ভট্টাচার্য

ভারতীয় ভাবধারায় পরিবার-পরিকল্পনা—কবিরাজ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম্-এ এম্-এস্, ভিষগ্‌রত্ন

আলোচনা : স্নায়ু ও মস্তিষ্কের ওষাধ-ক্রিয়া—অধ্যাপক কবিরাজ শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য, এম-এ, স্মৃতিতীর্থ

৪। শিশুরোগ চিকিৎসা বিভাগ : বেলা ৫টা

সভাপতি—কবিরাজ শ্রীপ্রেমানন্দ নাথ শর্মা, এল্-এ-এম্-এস্, ভিষগ্‌রত্ন

প্রবন্ধপাঠ :

শিশু চিকিৎসা—কবিরাজ শ্রীকবিভূষণ রায়, এল্ এ-এম্-এস্, ভিষগ্‌রত্ন

শিশুর জন্ম ও লালনপালন—কবিরাজ শ্রীমনোরঞ্জন লাহাতীর্থ

শিশুর লালনপালন ও চিকিৎসা—কবিরাজ শ্রীগোপালকৃষ্ণ দাশগুপ্ত, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী

জনপ্রিয় বক্তৃতা—ছেলেদের মনে ও স্বাস্থ্যের অবনতি—কবিরাজ শ্রীমুরারিমোহন ঘোষ, কবিরাজ শ্রীললিতমোহন শর্মা।

বুধবার, ১৯শে মাঘ, ১৩৭২ (২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬)

স্থান ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হল, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

৫। মনোবিজ্ঞান শাখা : বেলা ২টা

সভাপতি—অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী, এম-এ

প্রবন্ধপাঠ :

সূচনা—কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর, পঞ্চতীর্থ

দেহ ও মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া—কবিরাজ শ্রীগোপালচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম্-এ-এস্-এফ্, আয়ুর্বেদতীর্থ

আচরণবাদ—পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণপদ মুখার্জী

৬। শল্য-শালাক্য বিভাগ : বেলা ৩টা

সভাপতি—কবিরাজ শ্রীমুরারিমোহন ঘোষ, কাব্যতীর্থ, আয়ুর্বেদাচার্য

প্রবন্ধপাঠ :

চক্ষুরোগ—কবিরাজ শ্রীরামকান্ত পাত্রাধি

গলরোগ—কবিরাজ শ্রীনরেন্দ্রনাথ আচার্য, শাস্ত্রতীর্থ

৭। রসায়ন-সম্মীলন বিভাগ : বেলা ৪টা

সভাপতি—কবিরাজ শ্রীযোগেন্দ্র শর্মা

প্রবন্ধপাঠ :

রসায়নশাস্ত্র—কবিরাজ শ্রীরাধাগোবিন্দ প্রসাদ

ধাতুপুষ্টি—কবিরাজ শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ সেন

বাক্তীকরণ—কবিরাজ শ্রীসুশীল কুমার সেনগুপ্ত, এম্-এ-এম্-এল্, বিদ্যারত্ন

অন্যান্য বক্তৃতা :

দেশী ও বিদেশী সভ্যতায় সমীকরণ কি সম্ভব, না শ্রেয় ?—অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী।

জনস্বাস্থ্য-দ্রব্যবিজ্ঞান বিভাগ

সভাপতি কবিরাজ শ্রীঅমলাশঙ্কর সেন বৈদ্যশাস্ত্রীর অভিভাষণ

মঙ্গলবার, ১৮ই মাঘ, ১৩৭২

স্থান—ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হল, কলিকাতা।

সমাগত সুধীবৃন্দ,

জনস্বাস্থ্য জাতি ও সমাজের মেরুদণ্ড। যে দেশের জনস্বাস্থ্য যত উন্নত, সে দেশ তত সুখী ও সমৃদ্ধিশালী। ভারতের ঐতিহ্য—ভারতের কৃষ্টি, ভারতের সংস্কৃতি-রক্ষা এবং ভারতীয় সভ্যতার সম্যকরূপে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন অনবচ্ছিন্নভাবে নির্ভরশীল। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে প্রাচুর্য, কৃষ্টি ও সমৃদ্ধির যে চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে তাহা বর্তমান যুগে বিরল এবং ধারণারও অতীত।

আয়ুর্বেদের মূল উদ্দেশ্য হইতেছে রোগ আরোগ্য-করা অপেক্ষা দেশে যাহাতে রোগ হইতে না পারে তাহারই উপায় অবলম্বন করা। তাই চরক প্রস্থারম্ভের প্রথমে "অথাতো দীর্ঘঞ্জীবিতীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ" বলিয়া ঐ অধ্যায়ের অবতারণা করিয়া বিজ্ঞগণ সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবী হওয়া যায় তাহার উপায় জোর দিয়াছেন। বাস্তবিকই মানুষের দেহ লইয়া যেখানে কারবার, সেখানে দেহ যাহাতে সুস্থ থাকে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখাই সর্বপ্রথম কর্তব্য।

আজ শুধু অধিবক্তা বাঙ্গালার ঘাটতিতে নহে—সমগ্র ভারতবর্ষেই জনস্বাস্থ্য অতীব শোচনীয়রূপে হীন ও বিপন্ন—কলিকাতার স্বাস্থ্য ও সংক্রামক প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাবে সময় সময় এমন ভয়াবহ হইয়া উঠে।

বাংলায় ২ কোটি ৫০ লক্ষ লোকের বাস—একমাত্র কলিকাতাতেই ৪০ লক্ষের অধিক লোক নানা কর্মব্যপদেশে অবস্থান করেন। ইহার এক তৃতীয়াংশ অস্বাস্থ্যকর জন বিরিড় বসতিপূর্ণ স্থানে অতি-কষ্টে এবং অত্যধিক ব্যয়ের বিনিময়ে বাস করিতে বাধ্য হয়। ফলেরা, বসন্ত, প্লেগ এবং সর্বোপরি, বন্যা দেশের সর্বনাশ সাধন করিয়াছে। ম্যালেরিয়া সর্বাপেক্ষা বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে সত্য কিন্তু ভারতের এক কোটি লোক প্রতিবৎসর ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয় এবং বাংলায় ১০ লক্ষ লোক মারা যায়।

কলিকাতার একটী সংক্ষিপ্ত জন-মৃত্যুর তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবেন দেশের

স্বাস্থ্যের অবস্থা বিশেষ শুরুতর। এক বৎসরে মোট জন্মের সংখ্যা ২ লক্ষ ৬৭ হাজার ৯ শত উনষাট ; আর ঐ এক বৎসরে মৃত্যুর-সংখ্যা সাড়ে-তিয়াত্তর হাজার সাত শত ছিয়াশীজন।

কলিকাতা কর্পোরেশন অধীনস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দেখিলে মনে হইবে আমাদের এ নগরীর ভবিষ্যৎ বংশধর বালকবালিকাদের স্বাস্থ্যের অবস্থা কত শোচনীয়! উহাদের স্বাস্থ্যের পরিমাণ-সম্বন্ধে একটা আন্দাজ পাওয়া যায়—প্রথমে ১৯১২ সালে প্রথম ৭ মাসে তাহারা ১১ হাজার ৬ শত ৭০ জন ছাত্রছাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। তাহাতে ৩ হাজার ৪ শত ১ জন ছাত্র এবং ২ হাজার ৮ শত ১ জন ছাত্রী বিভিন্ন রোগে ভুগিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে ১ হাজার ২ শত ৫৯ জন ছাত্রী অপুষ্টিজনিত স্বাস্থ্যভঙ্গে দুষিত বলিয়া মেডিকেল চিকিৎসকগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

ভারতের এইরূপ স্বাস্থ্যহানি ও রোগের কারণগুলি অনুসন্ধান করিয়া বিশ্লেষণ করিলে স্বভাবতই প্রতীয়মান হয় যে, উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে, যথা মাছ, মাংস, দুধ, ঘৃত, চাউল, ঘব, ডাল,তৈল টাটকা শাক-সব্জীর দুর্মূল্যতা—বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব, দারিদ্র্য,নগরের ঘন ঘুপ্তির প্রাচুর্য—অবনতিপূর্ণ আলোবাতাসহীন অস্বাস্থ্যকর গৃহে বসবাস, অপরিচ্ছন্নতা, রাস্তার জঞ্জাল ও ড্রেনের দুর্গন্ধ—এগুলির অবশ্য ব্যবসায়িগণের ঘাড়ে বেতাল, দুর্নীতি বেকার সমস্যা, শিক্ষার অসম্পূর্ণতা ও অভাব—ম্যালেরীগুলিতে দীর্ঘকাল হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম, সুচিকিৎসার অভাব—আয়ুর্বেদসম্মত স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনে লোকের অজ্ঞতা ও অসমর্থতা দেশকে অবনতির দিকে নিয়া চলিয়াছে। ইহার উপর বর্ত্তমান সময়ে চড়কার ধানা হইতে প্রস্তুত খাদ্য-বিটায়-বিহীন—চিড়া মুড়ি প্রভৃতি বিহীন—এত চাউলের ছড়াছড়ি—রেশনের চাল ভক্ষণ এবং দুর্মূল্য প্রভৃতির জন্য জনসাধারণের যে কি দুর্ভোগ ঘটিতেছে তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। ইহার উপর আধিক অসচ্ছলতাহেতু ক্রয়ক্ষমতা লোপ পাওয়ায় স্বাস্থ্যভাবে স্বাস্থ্যের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়াছে—এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট যদি দৃষ্টি না রেখে তবে জনস্বাস্থ্য রক্ষা করা অসম্ভব হইবে। মাত্র হাসপাতাল খুলিলেই প্রতীকার হইবে না।

ভারতের স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ-প্রতিষেধক-সম্পর্কে জ্ঞানবিস্তারের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট যুক্তরাষ্ট্রের রকফেলার ফাউণ্ডেশনের পক্ষ হইতে ৩ লক্ষ ৫৩ হাজার ১০৫ ডলার লইয়া মাদ্রাজ ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী সিন্ধু ও দিল্লীর আশপাশ-অঞ্চলে ৫টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করিবেন। পঞ্চবার্ষিকী যুদ্ধে দুই কোটী পঞ্চাশ লক্ষ লোকের চিকিৎসার জন্য আঠার হাজার শয্যার ব্যবস্থা আছে। এই শয্যাগুলির সমস্তই পাশ্চাত্য চিকিৎসা-পদ্ধতি অনুসারে পরিচালিত। এই হাসপাতালগুলির কিন্তু একটিও আয়ুর্ব্বেদীয় মতে চিকিৎসার জন্য নহে। যদি কিছু সংখ্যক শয্যারও আয়ুর্ব্বেদীয় হাসপাতালগুলিতে ব্যবস্থা করা যাইত, তবে কি স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্য্যাদা কিছু রক্ষিত হইত না? বড়ই পরিতাপের বিষয় আমাদের জাতীয় সরকার আয়ুর্ব্বেদের উপর বিদেশীসুলভ অবজ্ঞার পরিচয় এখনও সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, দেশের

ক্রমবর্ধমান আন্তর্জনক অবস্থা এবং দেশের অন্যান্য আভ্যন্তরীন উন্নতিসাধনে কোন সন্দেহবাদিমহলের বা ব্যক্তিবিশেষের সাহায্যের নহে। তবে জনসাধারণ স্বাধীন সরকার আয়ুর্বেদকেও যদি নিজেদের উন্নতিসাধনের অঙ্গরূপে ব্যবহার করিতে উদ্যোগী হন তবেই এই সরকার আর্থিক সমাধান সম্ভবপর হইতে পারে। রাজ্য ও ভারত সরকার দেশের যান-বহু-বিদ্যুৎ-বিজ্ঞান-পূর্ত-শিক্ষা প্রভৃতি সব কিছুর উন্নতিসাধনে বদ্ধপরিকর, এমন কি, সেতু-পথ-ঘাট—যাতায়াতের উন্নতিবিধান পর্যন্তও পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু একমাত্র রাজ্যের চিকিৎসা-বিজ্ঞান আয়ুর্বেদের সর্বাঙ্গীন উন্নতি-সাধনের কার্যে কেন্দ্রসরকার মনোনিবেশ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এই কার্যের প্রাথমিক চেষ্টা-স্বরূপে আমাদের জাতীয় সরকারকে আয়ুর্বেদীয় বিদ্যা ও চিকিৎসাকেন্দ্রগুলিকে যথোপযুক্ত সাহায্য দান, আয়ুর্বেদ-প্রচার রিসার্চকেন্দ্র খোলা—আয়ুর্বেদসম্মত জনস্বাস্থ্য-সংস্থাপন—আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকদলকে উপযুক্ত ও অধিকতর মর্যাদা দান প্রভৃতি কার্যে আগাইয়া আসিতে অনুরোধ করি।

দেশের প্রাচীন কৃষ্টি ও সম্পদ যথোপযুক্ত অর্থ-ব্যয়ের অভাবে যেন আজ শোচনীয়ভাবে হারাইয়া না যায়—ইহা দেশের রাষ্ট্রশক্তি এবং জনসাধারণের বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত।

স্বাধীন ভারত ও বাংলায় আয়ুর্বেদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের যত কিছু সম্ভাবনা সমস্তই এখন রাষ্ট্র-শক্তির দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের উপর নির্ভর করিতেছে।

পাশ্চাত্যের বিদেশী বণিকের স্বাস্থ্যতত্ত্ব যাহা-রাইবে স্বাস্থ্য কিনিবে না—তাহার উহাদের স্বাস্থ্য-পালন-বিধির মধ্যে ছিল ব্যবসাদারি—যাহাতে মানুষের প্রাণ রক্ষা করিতে গিয়া প্রাণান্ত ঘটায়। বিদেশী বণিকের প্রত্যেকটী কথার মধ্যে ছিল ব্যবসায়ীর স্বার্থ ও শোষণ। আর আমাদের আয়ুর্বেদ তাহার জন্মলগ্নে জীবিত মানুষের পর হইতেছে স্বার্থ-প্রণোদিত না হইয়া মানুষের কল্যাণ-চিন্তা—"আরাধ্যং নাশিকাধার্যমিব কুসুমাদ্যপি"। "বর্তমানে বি. সি. জি টীকাদানের, রাজ্যের সততা এবং পেনিসিলিন সম্বন্ধে উহার, আবিষ্কর্তা ফ্লেমিং সাহেবের নির্দেশ আপনারা জানেন—আমার বলিবার কিছু নাই। এখন এই সমস্ত অবস্থাদৃষ্টে সর্বদাই মনে হইতেছে আমাদের পথ কি? তখনই মনে হয় ভারতবর্ষের কল্যাণের পথ, বাঁচিবার পথ—আর্ষঋষি প্রদর্শিত পথ—সেই পথেই মানুষ সুস্থ ও নীরোগ হইয়া থাকিবে। জনস্বাস্থ্যের কথায় ঋষিরা বলিয়াছেন—সুস্থ ব্যক্তির নীরোগতত্ত্ব। যাহাতে মানুষ রোগগ্রস্ত না হয় তাহার চিন্তাই ছিল প্রথম চিন্তা। আর আজ রোগ হইলে কিরূপে রোগমুক্ত হইবে তাহার চিন্তাই প্রধানভাবে দেখা দিয়াছে। আয়ুর্বেদ-মনীষীদের ঠিক উহার বিপরীত ব্যবস্থা। রোগ কিসে না হওয়ায় তাহারই চিন্তা।

প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় যে বহু বিষয়ের আলোচনায় আপনাদের অমূল্য সময় নিয়াছি সেজন্য আপনাদের নিকট আমার অপরাধ হইয়া থাকিবে। আপনাদের ধৈর্যের জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

দ্রব্যবিজ্ঞান

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ও কলিকাতায় তৃতীয় ইণ্ডিয়ান কংগ্রেসের উদ্বোধনী বক্তৃতায় ঔষধনৈরী এবং আয়ুর্বেদ চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন কিছু না বলিলেও একমাত্র আয়ুর্বেদেই ঔষধ প্রস্তুতির জন্য যে অনুচ্ছেদে এবং উপযুক্ত সময়ে ভৈষজ্য-উপাদান সংগ্রহের-সুনির্দিষ্ট নিয়ম-প্রণালী সংগ্রথিত আছে, অথচ পাশ্চাত্য কোন চিকিৎসা-বিষয়ে তাহা উল্লিখিত নাই—তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুত ইহা অনস্বীকার্য যে ঔষধপ্রস্তুতি-কার্যে ভৈষজ্য-উপাদান সংগ্রহের বিষয়টী বিশেষ প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান। আর ইহাও বিশেষজ্ঞগণের ধারণা যে, "অস্ত মেষস্য যো রক্তস্তল্লাক্ষায়াং হিতম্।" এ দেশের নাগরীর পক্ষে এ দেশীয় চিকিৎসা-পদ্ধতি পাশ্চাত্য চিকিৎসা-পদ্ধতি ও ঔষধ অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী।

এই চিকিৎসা-পদ্ধতিতে ঔষধ প্রস্তুতের জন্য এত অধিক ও এত বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্য-সম্ভারের কথা উল্লিখিত হইয়াছে এবং তাহা এত বিস্তৃত যে তাহা পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদের ধারণার অতীত। যেমন উল্লিখিত আছে "অশ্বমেধবিধূতমিহ প্রভবি ভিষক্-ভিঃ"। ডক্‌সিডার অষ্টেল যখন এদেশে প্রচারিত হয়, তখন বোধ হয়, ভৈষজ্যঘটিত ঔষধ পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিষয়ে এত দৃষ্টিগোচর হইত না। কিন্তু আয়ুর্বেদে ঘৃত, তৈল, বসা, মজ্জা ভিন্ন ও জান্তব ভৈষজ্য-উপাদানের ভূরি ভূরি প্রয়োগ দৃষ্টিগোচর হয়। ধাতব-খনিজ-ভৈষজ্য সম্ভারের মধ্যে স্বর্ণ-রৌপ্য-লৌহ-মণ্ডূর-বঙ্গ-প্রবাল-মুক্তা-হীরক প্রভৃতি ছাড়াও রস, গন্ধক, হরিতাল প্রভৃতি ঔষধরূপে অলৌকিক ক্রিয়াকারিত্বের নিদর্শন আয়ুর্বেদকে মহীয়ান করিয়া রাখিয়াছে। আপনারা কি বিশ্বাস করিবেন আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানের গভীর অনুসন্ধিৎসায় উদ্ভিজ্জ দিকে দিকে কতভাবে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে? সিংহ-ব্যাঘ্র-শূকর-মূষিক-নকুল-কর্কট-মৎস্য-পারাবত-হংস-কুক্কুট-ময়ূর-রাজহংস-অশ্ব-গজ-গো-মেষ-মানব-নকুল-হস্তী-গৃধ্র-উলূক-মার্জার-কপি প্রভৃতির অঙ্গবিশেষের যে যথাযথভাবে ঔষধার্থ ব্যবহারের নির্দেশ আয়ুর্বেদে সবিস্তারে উল্লিখিত আছে তাহা আপনাদের অবিদিত থাকিবার কথা নহে। এইরূপ গবেষণাতেই আয়ুর্বেদের সার্বভৌম শাশ্বত বাণী তাহাদের আকাশ বাতাস ছাইয়া রহিয়াছে।

———

আয়ুর্বেদে শারীরতত্ত্ব

কবিরাজ শ্রীরামমোহন প্রসাদ কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্যতীর্থ

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকদিগের মধ্যেও কিছু কিছু ডাক্তারী বিদ্যালয়ের প্রভাব-বিদূষিত পথ হইতে শারীরতত্ত্ব লইয়া একটী গুরুতর ভুল হইতেছে। ডাক্তারী মতের সহিত অনেকস্থলে চরক-সুশ্রুতাদি-বর্ণিত বিষয়ের ঐক্য না থাকায় চরক-সুশ্রুতের বর্ণনা-গুলিই ভ্রান্তিপূর্ণ বলিয়া কিছু কবিরাজ ও ছাত্র-সমাজের ধারণা জন্মিতেছে; ইহা আয়ুর্বেদের পক্ষে ঘোর অমঙ্গলকর। যাঁহারা আয়ুর্বেদের আশ্রয়স্থল, তাঁহাদের হৃদয়ে আয়ুর্বেদ ভ্রান্তিপূর্ণ বলিয়া ধারণা বদ্ধমূল হইলে তাঁহাদের দ্বারা আয়ুর্বেদের উন্নতি করা দূরে থাকুক, রক্ষা করাও সম্ভব হইবে না। তাঁহাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষাদ্বারা প্রাণপণ চেষ্টা যদি বিফল না যায়ে তাঁহাদের দ্বারা ঐ শাস্ত্রের অবনতি ছাড়া উন্নতি হইতে পারে না। এই কারণে আয়ুর্বেদ-শিক্ষার্থী এবং আয়ুর্বেদ-ব্যবসায়ীর মনে আয়ুর্বেদের সিদ্ধান্তগুলি অভ্রান্ত বলিয়া ধারণা যাহাতে প্রতিষ্ঠিত না হয়, সে বিষয়ে প্রত্যেক আয়ুর্বেদ-হিতৈষীর অবহিত হওয়া উচিত।

চিকিৎসাবিদ্যায় নৈপুণ্য লাভ করিতে হইলে শারীরতত্ত্বে জ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন। কোন্ বস্তু কিরূপ যৌক্তিতে গুরু-মাংস হইতে শরীরের সৃষ্টি হয়, গর্ভ মধ্যে গর্ভাশয়ে কিভাবে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, গর্ভের অবস্থান-প্রকার, প্রসবকালে নির্গমন-প্রণালী, রস-রক্তাদি ধাতুর উৎপত্তিক্রম, ফুসফুস, মূত্রাশয়, অন্ত্র, প্রভৃতি কি কোন্ কোন্ বিষয় অর্থাৎ যাবতীয় শরীরতত্ত্বের জ্ঞাতব্য বিষয় আয়ুর্বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রত্যেক প্রত্যক্ষযোগ্য বস্তুগুলি যেরূপ কোনস্থানে কিভাবে বর্ত্তমান আছে তাহার উল্লেখ করিয়া যে-গুলি প্রত্যক্ষ হয় না, অথচ অর্থ দেখিয়া অনুমানের দ্বারা জানিতে হয় এরূপ বহুতর সূক্ষ্ম-তত্ত্বও প্রকটিত উল্লেখ রহিয়াছে। প্রত্যক্ষীকরণপূর্বক শারীরতত্ত্বের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা বহুকাল হইল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তথাপি শাস্ত্রের এ গুরুতর উপদেশে অতীতে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে একটা সুনিশ্চিত ধারণা করিতে পারিলে চিকিৎসা-কার্যে কোনরূপ বিশেষ অসুবিধা হয় না। অঙ্গ-চিকিৎসকের পক্ষেই প্রত্যক্ষ শরীর-জ্ঞান দ্বারা আবশ্যক, যথা—

ত্বগাদিমাংসয়ঃ জ্ঞানং গর্ভে। বলাচ্চ ধাতবঃ।
শোণিতাদ্ বৃদ্ধঃ সম্ভবো হৃদয়োপক্রমিশ্চিরঃ।

এই সূত্রস্থ বাক্যে "গর্ভে। বলাচ্চ" এই পদদ্বয় দ্বারা বুঝা যায়। ডাক্তারী-বিদ্যালয়ে ভ্রূণবিদ্যা বা শারীরতত্ত্বে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করার উপায় আছে। এখন দেশীয় বহু ব্যক্তি ডাক্তারীশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সাহায্যে আয়ুর্বেদ-শিক্ষার্থিগণের প্রত্যক্ষমূলক শারীরশিক্ষার ব্যবস্থা করিলে উহা আয়ুর্বেদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষা হইবে কিনা সন্দেহ। কারণ, আয়ুর্বেদের শারীরতত্ত্ব বহুবিষয়ে ডাক্তারীমত হইতে আপাতদৃষ্টে ভুল বুঝিতে বাধ্য বলিয়া মনে হয়। দুই একটী দৃষ্টান্ত দিলেই উহা স্পষ্ট বোঝা যাইবে, যেমন—আয়ুর্বেদ মতে ফুসফুস একটী, আর ডাক্তারি মতে দুইটি—আয়ুর্বেদে যেখানে পাঁচ খণ্ড স্পষ্ট দুইটী যমনী ও

সাত পর শিরার মূল নাড়ি। কিন্তু শবব্যবচ্ছেদ করিয়া ডাক্তারেরা দেখিয়াছেন যে, নাড়ি কোন নাড়ীর জন্য দেয় নাই। শরীরের অভিমূল পদার্থ অস্থিসন্ধিতেও সংযোগ আছে। সুশ্রুত ও বাগভট্ট ত্রিশখানি অস্থি, তার মধ্যে প্রতি অঙ্গুলীতে তিন তিনটি করিয়া মোট পনের খানি—ইহা চরক-সুশ্রুতে এমন কি, আয়ুর্বেদ অস্থিপুরাণ গ্রন্থগুলিতেও উক্ত আছে। আর ডাক্তারী মতে অঙ্গুষ্ঠে দুইখানি করিয়া মোট চৌদ্দখানি। এইরূপ নানা বিষয়ে বিভিন্নতা আছে। এই সকল বস্তুর বর্ণনা কি তাৎপর্যের জন্য বিভিন্ন প্রকারে আয়ুর্বেদে করা হইয়াছে—ইহার ব্যাখ্যা করিয়া তাহাদের উপদেশ দেওয়া ডাক্তারী-শাস্ত্রে অভি সুশিক্ষিত ডাক্তারের পক্ষেও সম্ভব হইবে না। বরং উহারা ঐ সকল অংশে ডাক্তারি-গ্রন্থবিদ্যার সংস্কারবশত আয়ুর্বেদকেই প্রমাদযুক্ত বলিয়া স্থির করিবেন। ডাক্তারি গ্রন্থের পঠন-শ্রবণ-সংস্কার আমাদিগকে এমন তরল করিয়াছে যে, ডাক্তারীর সঙ্গে ঐক্য না দেখিলে আয়ুর্বেদকে ভ্রান্তিপূর্ণ বলিয়া স্থির ধারণা করিয়া থাকি। অঙ্গুলীপর্বাস্থি ডাক্তারীমতের পনর অনুযায়ী চৌদ্দখানি, ইহা সাধারণ চর্মচক্ষুতে দেখা গেলেও সকল অস্থির পনের খানি বলিবার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে পারিলে সুশ্রুতের পাঠ ভ্রান্ত বলিবে কেহ না। আমার পূজ্যপাদ "শিরোর সিদ্ধান্ত" লইয়া শ্রীযুক্ত যাদবলাল কাব্য-ব্যাকরণ-তর্কতীর্থ মহাশয় 'আয়ুর্বিজ্ঞান' পত্রিকায় এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ডাক্তারী মতে চৌদ্দখানি অঙ্গুলী পর্বাস্থিতে আয়ুর্বেদে কিরূপে পনের খানি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

ফুসফুস্ সম্বন্ধেও সকল অঙ্গের সমাবেশ করা যাইতে পারে। শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রের নাম- ডাক্তারী ও সুশ্রুতমতে একই ফুসফুস্, চরকের শারীরস্থানে ঐ অঙ্গের ফুসফুস্ নামোল্লেখ না দেখিয়া উহার সম্বন্ধে সংশয়ের কারণ নাই—চরক ঐ অঙ্গের নাম 'ক্লোম' দিয়াছেন মূলস্থানাবলী হইতে আরম্ভ করিয়া হৃদয়ের বাম ও দক্ষিণভাগে অবস্থিত ঐ সমগ্র বস্তুটিকেই চরক-সুশ্রুতাদি ঋষিগণ একটি বলিয়াছেন। শ্বাসনালীর উপরে মুখভাগে বায়ু পূরণ করিলে বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে স্থিত সকল অংশই বায়ুদ্বারা স্ফীত হইতে দেখা যায়। ঐ শ্বাসযন্ত্রের মিম্ন অংশে দুই কোষে বিভক্ত হইয়া দুই পার্শ্বে অবস্থিত আছে; যেন হয়, ডাক্তারীমতে মাত্র ঐ কোষদ্বয়কেই ফুসফুস্ বলায় ফুসফুস্ দুইটি হইয়াছে। পরম সূক্ষ্মদর্শী সুশ্রুত শ্বাসযন্ত্রের ঐ কোষদ্বয়ের মধ্যে হৃদয়ের বাম পার্শ্বে স্থিত কোষকে ফুসফুস্ নামে অভিহিত করিয়াছেন। আর দক্ষিণ পার্শ্বের কোষটির আকারের পার্থক্যবশত এবং শরীরের শ্বাস-বায়ুনী শিরার মূলস্থান বলিয়া বুঝাইবার উদ্দেশ্যে ঐ অংশের, 'ক্লোম' বলিয়া আর একটি বিশেষ নাম দিয়াছেন মাত্র। বস্তুত ঐ অংশও ফুসফুস্ শ্বাস-যন্ত্রের অন্তর্গত, উহাতে প্রকৃত বস্তুর কোন হানি হয় না।

ক্লোম নামে নির্দিষ্ট দক্ষিণের অংশটিও যে ফুসফুসের অন্তর্গত ইহা গর্ভ-ব্যাকরণ-অধ্যায় পাঠে বুঝা যায়। সেখানে প্রত্যেক পদার্থের বিশেষ বিশেষ নামোল্লেখকালে ক্লোমের আর পৃথক নাম না ধরিয়া কেবল ফুসফুসেরই নাম ধরিয়াছেন। ঐ স্থলের ফুসফুস্ শব্দে ক্লোমসহিত শ্বাসযন্ত্র বুঝাইতেছে। চরক ঐ শ্বাসযন্ত্রকে ক্লোম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ইহা শারীর-সংখ্যাব্যাকরণ-

ব্যবহারে কোষ্ঠাদি বর্ণনা দেখিয়া নিদান করা যায়। সামান্য জ্ঞানের অভাবের বৃদ্ধি করিয়া এ সম্বন্ধে আর বেশী আলোচনা সঙ্গত হইবে না। আমার মনে হয় যে, আয়ুর্বেদ-নিদানে যাহাতে কাহারও ভ্রান্তি না আসে সে জন্য আয়ুর্বেদের ঔষধির তাৎপর্য ব্যাখ্যা-করত ডাক্তারী মতের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া শিক্ষা দিতে পারিলে তবেই আয়ুর্বেদের শারীরতত্ত্বের শিক্ষা দেওয়া হইবে।

---

* বিগত ১৭ই মাঘ, ১৩৭২ কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের একবর্ষ ব্যাপি অধিবেশন উপলক্ষে 'শারীরতত্ত্ব বিজ্ঞানে' লেখককর্তৃক পঠিত হয়।

—প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ

একাদশ বার্ষিক অধিবেশনের বিবরণী, ১৩৭২

৪-দিবসব্যাপী অনুষ্ঠান

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের একাদশ বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন-প্রসঙ্গে বিগত ৭ই মাঘ ১৩৭২, রবিবার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতাচার্য হলে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার অধ্যক্ষ শ্রীকেশব চন্দ্র বসু বলেন—আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞান ভারতীয় জীবনের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইহা কেবল একটি চিকিৎসা-বিজ্ঞান নহে, ইহা জনসাধারণের নৈতিক, ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট। উহার প্রতি ভারতীয়ের অগাধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আছে। ইহার উৎকর্ষ নির্ভর করে সরকার, জনসাধারণ ও কবিরাজদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার উপর।

উপস্থিত সুধী সমাবেশকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়া পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি কবিরাজ শ্রীযামিনী কুমার মজুমদার পরিষদের বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক ও সাংগঠনিক কার্যকলাপসম্বন্ধে বিবরণ প্রদান করেন এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে ইহার সহিত সহযোগিতা ও অভিজ্ঞতার বিনিময় করিতে অনুরোধ জানান।

সভাপতির ভাষণে কবিরাজ শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থ পরিষদের কার্যাবলীর প্রশংসাপ্রসঙ্গে বর্তমান যুগোপযোগী আয়ুর্বেদ বিদ্যা পাঠ করিবার জন্য ভারতের অন্যান্য পরিষদের কথা বর্ণনা করেন। তিনি আরও বলেন, আয়ুর্বেদে আয়ুর্বেদ—ইহা খাঁটি বা কৃত্রিম বলিয়া মনের কোন অবসর নাই—যেভাবে হোক, আয়ুর্বেদের উৎকর্ষ সাধন প্রয়োজন।

এই উপলক্ষে অধ্যাপক শ্রীকিতীশ চন্দ্র সাহা, কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্র চন্দ্র নাথ, কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণপদ মুখার্জি, কবিরাজ শ্রীসুবোধ চন্দ্র মুখার্জি, কবিরাজ শ্রীঅমলাচরণ সেন প্রভৃতি আয়ুর্বেদের ঐতিহ্য পথে নানা বিষয়ের আলোচনা করেন। পরিষদের সম্পাদক কবিরাজ শ্রীঅরবিন্দ রায় চৌধুরি ধন্যবাদ প্রদান করেন।

বিতর্কসভা, অধিবেশনবার্তা, জনপ্রিয় বক্তৃতা, কেন্দ্রস্থ-প্রদর্শনী

১১ই মাঘ—১৯শে মাঘ, ১৩৭১, (৫১শে জানুয়ারী—২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬) পর্যন্ত

অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কবিরাজ শ্রীপ্রভাত চট্টোপাধ্যায়, কবিরাজ শ্রীঅমলাচরণ সেন, কবিরাজ শ্রীবসন্ত কুমার মজুমদার, অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী, কবিরাজ শ্রীযুধাংশু মোহন ঘোষ, কবিরাজ শ্রীসোমেন্দ্র শর্মা আয়ুর্বেদের ভারতচিকিৎসা ও নারীরোগ, জলবায়ু-ঋতুবিজ্ঞান, শিশুরোগ, মনোবিজ্ঞান, অস্থি-শল্যতন্ত্র এবং রসায়ন-বাস্তীকরণ বিভাগে প্রবন্ধাদি পাঠ করেন। তাঁহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ বিষয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও গবেষণাপ্রসূত তথ্যাদি পরিবেশন করেন।

কবিরাজ শ্রীসুবোধ চন্দ্র মুখার্জি, কবিরাজ শ্রীললিত মোহন শর্মা, কবিরাজ শ্রীঅঘোরনাথ প্রামাণিক, কবিরাজ শ্রীঅরবিন্দ নাথ চ্যাটার্জি, কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর, শ্রীকৃষ্ণপদ মুখার্জি, কবিরাজ শ্রীমহেন্দ্র নাথ আচার্য যথাক্রমে দাম্পত্যিক রোগের লক্ষণাদি ও চিকিৎসা, শিরঃস্নায়ু, নারীরোগ, ঋতুবিজ্ঞান, চরকের নীতি, আয়ুর্বেদবাদ, অম্লরোগ সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

কবিরাজ শ্রীবসন্ত কুমার মজুমদার বিভাগীয় ও অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা এবং পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ ভার গ্রহণ করেন।

'গ্রাম্য ও সহরে জনতা' সম্বন্ধে জনপ্রিয় বক্তৃতা প্রদানকালে অধ্যাপক শ্রীত্রিগুণ চন্দ্র শাস্ত্রী প্রাচীন সভ্যতার গুণাগুণ বর্ণনা করেন এবং সহরের সঙ্কীর্ণ মানসিক ও বিকৃত মনোবৃত্তির কথা বলেন। পুরাকালে আরণ্যক সভ্যতার অভূতপূর্ব অবদান ভারতকে জগতের সম্মুখে মহীয়ান করিয়াছে। গ্রামীন ও সহরে সভ্যতার বিমলনে যে আদর্শ সভ্যতার উৎকৃষ্ট প্রকাশ সম্ভব, তাহা সম্বন্ধে তিনি অনুসন্ধান করিতে বলেন।

'জেলার খাদ্য ও স্বাস্থ্যের অবনতি' সম্বন্ধে জনপ্রিয় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে কবিরাজ শ্রীযুধাংশু মোহন ঘোষ চাল, দুধ, তেল, মাখন প্রভৃতি দ্রব্যের গুণাগুণ বর্ণনা করেন এবং ভেজাল ও বিষাক্ত দ্রব্যের ফলে জনস্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিয়াছে—উহার প্রতিকার করিতে হইলে সরকার ও জনসাধারণ উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টা দরকার উহা বিশদভাবে বিবৃত করেন।

'দেশী ও বিদেশী সভ্যতার সমীকরণ কি সম্ভব—না শ্রেয়?'—সম্বন্ধে জনপ্রিয় বক্তৃতাপ্রদান প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীত্রিগুণাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী বলেন যে, ভারতীয় সভ্যতার মূল হইল 'ধর্ম—জীবনের লক্ষ্য পরাবিদ্যা'—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন অসম্ভব বলিয়া কিন্তু বলিলেও বাস্তবিক বলেন যে, দুই সভ্যতার শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ অবদান দুই দেশের মনীষীরাই গ্রহণ করিবেন। ভারতীয় সভ্যতার আছে বহুমুখীনতা—চার্বাকের নাস্তিকবাদও যার বাদ না বাদিয়ের প্রকাশ অন্তরূপ হইলেও অন্তরের প্রকৃতি সেই পুরাতন সনাতন ভারতবাসীর।

অবশেষে কবিরাজ শ্রীবসন্ত কুমার মজুমদার সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

৮ম বার্ষিক ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলন

রবিবার, ২৮শে মাঘ, ১৩৭২ (৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬)

বেলা ৪টা, স্থান—আয়ুর্বেদ ইন্স. কলিকাতা

প্রারম্ভে সকলকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন পূর্বক কবিরাজ শ্রীবসন্ত কুমার মজুমদার বলেন—আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের ৫৪তম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে আজ বার্ষিক ভারতীয় সাংস্কৃতি সম্মেলনের আয়োজনের একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। বৈদিক ও বেদোত্তর সভ্যতার

বিচিত্র জ্ঞানের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে পুনরায় নব নব উন্মেষের পথে সম্বর অগ্রসর হোলাই সকলের কর্তব্য। কোন কোন বিষয়ে পরানুকরণের প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের উৎকর্ষ সাধন ও পর্যালোচনা সর্বাপেক্ষা শ্রেয় ও বিশ্বসভ্যতার উন্নতি-সাধনের সহায়ক। ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ অবদান আয়ুর্বেদ।

এই অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী।

কবিরাজ শ্রীসুরারি মোহন ঘোষ বলেন—আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে বিভিন্ন বিদ্বানে বিবিধ বিষয়ে আলোচনার পর ভারতীয় সংস্কৃতিতে আলোচনার বৈশিষ্ট্য হইল আয়ুর্বেদ ভারতীয় জীবনের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত—সুতরাং ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তৃত আলোচনার ফলেই আয়ুর্বেদেরই ফলও ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি হয়। পরিষদের সহিত সহযোগিতা করুন আপনারা সকলে। বঙ্গলা বাবুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হোক, এই কামনা করি।

কবিরাজ শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন—ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনার মাধ্যমে সকলের সহযোগিতা ও সহানুভূতির সাহায্যে আয়ুর্বেদের উৎকর্ষ সাধন দরকার। শ্রীঅরুণোদিন্দ চৌধুরী বলেন—প্রতিষ্ঠানের সভাপতির বিরলস প্রয়াসে সাফল্যমণ্ডিত হোক। পরিষদের ভাবিকল্পে আমি সম্বন্ধ ও উহার সহিত নিজিত হইতে পারিয়া আনন্দিত ও কৃতার্থ। শ্রীঅবনীকান্ত মৈত্র বলেন—যেসে যে আয়ুর্বেদের উৎপত্তি, তাহার পথের অভিযাত্রি চিরদিন মানবজাতিকে কল্যাণের পথে নিয়া যাইবে। কবিরাজ শ্রীঅরবিন্দ নাথ চাটার্জি বলেন—পূর্বাচার্যদের সাধনার ফল আরও মহিমান্বিত করিবার জন্য আয়ুর্বেদসেবীদের আরও সাধনায় উদ্বুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

পরিশেষে সভাপতির ভাষণে শ্রীসেন শাস্ত্রী বলেন—রাজনীতির ক্ষুটরাগে যতই কুৎসিত চিত্রিত অঙ্কিত হোক, ভারতীয় সভ্যতার বিচিত্র ধারার মাঝে মোকলাভ করাই, তার উদ্দেশ্য। আত্মকেন্দ্রিক জাতি কখনও মৃত হইতে পারে না। মানব, ঈশ্বর, রাজার প্রভৃতি সম্বন্ধে বিরোধ নয়—ঐক্যেরই সন্ধান করিয়াছেন। ভারতীয় জীবনের চতুরাশ্রম অত্যন্ত স্বাভাবিক। চরকের মূলসূত্র প্রাণৈষণা, ধনৈষণা ও পরলোকৈষণা—এই সকলের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে। পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য সকলের চেষ্টার পথে গৃহী ও যোগী প্রত্যেকেই সমান পরিপূরক। 'অন্নমেবো ব্রহ্মেতি' ভারতের রীতিনীতি। ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব এই যে, অন্ন কোন ক্ষেত্রে এইরূপ সর্বজনীন ভাব অপ্রাপ্য। চরৈবেতি চরৈবেতি'—চলিতে হইবে—থামিলেই জীবনের পূর্ণতাপ্রাপ্তির জন্য। 'অন্নমা ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ, অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,—লোক অন্বিষায় পর তারই থাকে—সংসারের দ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়া যাকে। সুতরাং ভারতীয় সংস্কৃতির মূল আদর্শ মানব জীবনের পরিপূর্ণ সৃষ্টি। ইহা জীবনকে বাদ দিয়া নয়—জীবনে সর্বভাবে পরিপূর্ণতার সমন্বয়ভিত্তিতে আহ্বান করিয়া।

অবশেষে সভাপতি, বক্তা ও উপস্থিত অন্য-অন্যান্যকে, আর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে স্থানদানের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিবার পর এইবারের মত অধিবেশন সমাপ্ত হইল।

The Principle of Ayurveda—A Synthesis

Rajvaidya Kaviraj Bagala Kumar Majumdar, M.A., Ayurvedacharya,

Formerly Professor, Maharaja Kasimbazar Gorinda Sundari Ayurveda College, Calcutta.

The philosophy of Ayurveda, unlike most other healing sciences, bristles with the ultimate analysis of life and matter penetrating into the theatre of mind and body acting and reacting upon each other—the soul being the eternal anchor or the centre of perennial bliss in the ever-changing manifestations of worldly existence.

The synthesis of life is the basic truth behind creation. Life is like a flower formed of petals of single colour or different colours to fulfil the destiny of perfection. Nature persists in a cycle of development and decay whether in the making of a leaf, a blade of grass, a man or animal etc. But man out of curiosity or for sheer necessity, utilises them in different forms and norms. His creativeness entails transformation of natural materials to his likes and dislikes. He is a stranger to the world of his living even though shaping and reshaping his manhood in myriads of types never recognisable in the sojourn of his life. He cannot sit still to repeat his creation but imbued with a zeal for greatness, works on in innumerable ways to multiply in thought, word and deed the unfolding of his inner faculties for higher achievements whether they contribute to the welfare of humanity or its destruction.

However different in nature and form, matters exert a common relation —a general law among their constituents—a common force to attract as to dispel each other as well. Though all are in the process of movement for complete fulfilment of purpose, there happens disorder to set at naught the process or to bring in disruption both from outside and inside. Man being the most developed of all beings on earth, poses a great intricacy of institutions as well as an unlimited scope and opportunity for realising even the unknown as also to bring about his downfall through inordinate passions. He has not only the material hankering but also the moral and spiritual aptitude to conquer the bondage of existence—not only a body but also mind and soul to transcend his earthly existence and to overcome the shackles of the body. So mind, soul and body are like three pillers upon the unison of which stand mankind and creation. What to speak of the body and mind, Ayurveda has recognised soul also to set up a full

picture of human existence and to work out a full manhood physically, mentally and spiritually. In both health and disease the body works synthetically. To analyse it, therefore, is to know the relation between a cell and another, a limb and another or among all limbs—their relativity of action and reaction, growth and decay in the normal and abnormal conditions.

To refer to a few of the wide range of subjects, the science of Ayurveda, besides being a mine of knowledge about causes, symptoms, medicines—treatment of the healthy and the unhealthy, mainly centres round the three fundamental principles of Bayu (wind), Pitta (bile) and Sleshma (phelm) as the preservers and destroyers of the body reacting upon the tissues like the sun, the moon and wind preserving and destroying the universe. The equilibrium of the tissues of the body are maintained and disordered by their equipoise and derangement. The whole texture of the science henceforth is based on Tridoshas as the connecting link in normalcy or disorder of the various actions and reactions—growth and annihilation—culture of herbs and metals—their properties and actions upon the body normally and abnormally.

Ayurveda deals with the composite character of diseases which not only affect particular parts of the body but have their reaction upon the whole system as the body is a chemical compound and not the result of mechanical juxtaposition—its parts linking with each other physically and functionally. Therefore medicines thereof are prepared in such a way as to act upon the whole system in equilibrium with the cure of diseases. The reaction of analytic treatment and germ-theory instead of synthetic one, brings in recovery with maladjustment in the body suppressing and creating diseases. Healthy existence results from the healthy body, mind, senses and soul.

The rule of life as also of the science of Ayurveda strikes at the law of greater strength with addition of things of common properties and their difference bringing in loss or diminution. The five elements, soul, mind, time and directions are the basis of matter. Those having senses, are conscious and those having no senses, senseless or inert. There is nothing in the world without property. The effect of matter is to add and divide if taken inwardly or applied outwardly. Bodily diseases are created by the derangement of Tridoshas and those of mind, by the disorder of Trigunas, viz., sattwa (nobility or goodness), Rajas (quality of activity) and Tamas (inertia). But Tridoshas and Trigunas nourish mutually as also defile or vitiate each other. The character of man as

well as his proneness to diseases result from these as from climate and environments. These also help curing diseases or creating them. So a balanced adjustment of Tridoshas and Trigunas with intake of balanced diets, seasonal rules and regulations, is the sine qua non of good health, happiness and longevity — a sure preventive to diseases.

(To be continued)

A Note on the Utility or Otherwise of Research on Single Drug

By Kaviraj **Prabhakar Chatterjee**, M.A.

Member, Planning Commission, Panel on Ayurveda and other systems of Medicine, Government of India.

Of late, there has been a tendency on the part of Ayurvedic teachers to conduct researches on a single drug. And a good amount of money has been alloted towards this end in the various states of India. Researches on single drugs, if carried on with a view to discovering the other unknown properties than what have been hitherto discovered by the Purbacharyas (previous preceptors and writers of Ayurvedic Nighantus or Meteria Medica), should be encouraged. But if they are carried on with a view to utilising them as remedies of diseases to be created either in private practices or in the hospitals and charitable dispensaries by the physicians, they should be discouraged as the expenditure incurred for the purpose will not bear the requisite results.

A perusal of the science of Homeopathy has been to a considerable extent responsible for giving importance to the researches on single drugs. But veteran Homeopaths have, of late, taken recourse to using more than one drug one after another in the course of a day for the treatment of a single complicated case.

Now let us trace the history of the Ayurvedic medicines since its inception in the Vedic age. We have seen in the Vedic age that a particular root of a herbal ingredient was used along with a Mantra for curing a disease. And gradually, a few such medicinal ingredients in the shape of roots, barks, leaves, fruits and flowers began to be used. Ultimately we find it clearly stated in Charaka Samhita, the best book on Ayurvedic therapeutics, that there is no article on earth which can not be used as medicines.

In Ayurveda Charaka is considered to be the best authority in the treatment of diseases, so much so that an American physician is said to have remarked that if the people of the world are treated according to the principles of Charaka, they would stand in need of less bier-carriers than at present And gradually Ayurvedic pharmacology developed the knowledge of Pancha-Kasaya, viz. Swarasa, Kalka, Shita Shreeta, Fanta; and Kwatha and from them, knowledge of the different forms of the Ayurvedic chemistry such as Asab, Arista, Abaleha, Paka, Modaka, Khanda, Ksara, Lavana, Dravaka, Arka, Sura, Bharmas, Fisris, Tailam, Ghritam, Bartikas, Anjana, Pradeha, Aschetanas, Abapida, Dhumaprayoga, Pindasweda, Salvana-sweda, Kabala etc. with a view to preserving the medicines, prepared from Panchakasaya. (To be continued)

মুষ্টিযোগ বিভাগ

বিবিধ রোগের মুষ্টিযোগ

পণ্ডিত কবিরাজ শ্রীমহেন্দ্র নাথ রায় শর্মা, বৈদ্যশাস্ত্রী

(১৩৭১ ফাল্গুনের পরবর্তী অংশ)

বসন্তরোগের প্রচলিত লক্ষণাবলী ও তাহার চিকিৎসা সম্বন্ধেই বিশেষজ্ঞ ব্যতীতদের চিকিৎসকগণের নিকট হইতে প্রত্যক্ষ কলপ্রদ ঔষধসমূহ এবং চিকিৎসা-প্রণালী যাহা সাগ্রহপূর্বক নিজে বহু রোগী চিকিৎসা করিয়া সুফল লাভ করিয়াছি এবং বিভিন্ন পুস্তক হইতেও যাহা সংগৃহীত সেই সব লক্ষণাবলী ও চিকিৎসা-পদ্ধতি সংক্ষেপেই বর্ণিত হইল।

এই রোগের প্রফুরণকাল ১২ দিন। অর্থাৎ রোগাণু দেহে প্রবেশের পর হইতে বারদ দিন পরে লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়। প্রথমতঃ অতিমাত্রায় প্রবল কম্প দিয়া ১০৩ ডিগ্রি, ১০৪ ডিগ্রি জ্বর হয়। জ্বরের সহিত মাথার যন্ত্রণা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, বিশেষতঃ কোমরে ও মাথায় অত্যন্ত বেদনা অনুভূত হয়। জ্বরের যন্ত্রণা অপেক্ষা গুটিবেরের বেদনাই রোগী বেশী বিপদ্ধি হয়। বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাবের পূর্বে তীব্র কোমরে বেদনা সহিত প্রবল জ্বর হইলেই প্রথমেই বসন্তরোগের আক্রমণ হইবার সম্ভাবনা—এ ধারণা একেবারে সুনিশ্চিত।

আক্রমণের সঙ্গেই বমন, জিহ্বার তিক্ততা, প্রবল তৃষ্ণা, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদিও থাকে। এইরূপ ৩ দিন চলিবার পর গুটিকা বাহির হয় এবং জ্বর সম্পূর্ণ ছাড়িয়া যায়। এই সময়ে রোগী খুব সুস্থ বোধ করে। গুটিকাগুলি এক সঙ্গে সম্পূর্ণ বাহির হয় না—প্রায় ১২-১৪ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত গুটি প্রকাশ পায়। এই সঙ্গে রোগীর যন্ত্রণা ও বেদনার অবসান হয়।

গুটিকাগুলি প্রথমে সূচীর মাথার আকারে লাল ফুসকুড়ির ন্যায় দেখিতে হয়। মুহূর্তের মধ্যে চুলাইলে

ঐগুলি শক্ত শক্ত দানার মত বোধ হয়। ঐ বৃদ্ধি প্রথমে মুখে ও মাথায়, তাহার পর অভিশীঘ্র হাতের কবজায় ও পায়ের গোড়ায় দেখা দেয়। তাহার পর যথাক্রমে বাহুতে, পীঠে, বুকে, উরুতে ও অবশেষে পায়ের অন্যান্য স্থানে বাহির হয়। বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, শরীরের যেসব স্থানে গুটিকাসমূহ বেশী নির্গত হয় এবং যুদ্ধে ও পেটে কম থাকে। কেহ কেহ ইহাকে 'মেরুপ্রদেশী' বলিয়া আখ্যায়িত করেন। জলবসন্তের সহিত এই রোগের পার্থক্য নির্ণয়ের ইহা একটী সহজ উপায়; কারণ ইহার গুটিকাবিন্যাস শরীরের অন্যান্যস্থানে অর্থাৎ মুখে, পেটে ও পীঠেই বেশী দেখা যায়। গুটিকা বাহির হইবার দুইদিন পরে, অথবা পঞ্চম দিবসে শক্ত গুটিকা—দানাগুলি ক্রমে অনাবৃত কোস্কার মত হইয়া উঠে, কিন্তু জলীয় পদার্থে তাহা হইলেও ইহা নিটোল গোল হয় না—অধিকাংশের অগ্রভাগ অল্প একটু টোল খাইয়া নাভির ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকে। বহু চিকিৎসকের মতে বসন্ত-গুটিকার এই টোল-খাওয়া ইহার বিশেষ লক্ষণ। জলবসন্তে এই প্রকার থাকিবার পর রোগের সপ্তম বা অষ্টম দিনে গুটিসমূহ পাকিতে আরম্ভ করে এবং কিরূপের জলীয় অংশ ক্রমশ ঘাড় হইয়া পূঁযে পরিণত হয়।

এই সময়ে বসন্তরোগীর মুখমণ্ডল ফুলিয়া যায় আরম্ভ হয় এবং উহারও লক্ষণসমূহ দেখা দেয়। গুটিকাসমূহ বিষাক্ত পদার্থে ক্রমশ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইবার ফলে নানা প্রকার উপসর্গ আসিতে থাকে। চিকিৎসকগণের এই পুনরাক্রমণের সময় বিশেষ সতর্কতার সহিত চিকিৎসা করা একান্ত প্রয়োজন।

পাকা আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর যে সব উপসর্গ প্রকাশ পায়, সেই অবস্থানুকূল নানাবিধ ঔষধসমূহ বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবেন। কারণ রোগ মারাত্মক হইলে এই সময়ই অধিকাংশ রোগী মারা যায়। গ্রামে একটী প্রচলিত প্রবাদ আছে যে, রোগীর টানের সময়ই খুব বেশী সতর্কতা নিতে হয়। কারণ এই সময়ই মৃত্যুর আশঙ্কা বেশী। প্রায়শই রোগের ত্রয়োদশ দিবস হইতে গুটিকা শুষ্ক হইতে আরম্ভ করে। সপ্তদশ দিনে মাংসি উঠিতে আরম্ভ হয় এবং একুশ দিনের মধ্যে চর্ম পরিষ্কার হইয়া যায়।

বসন্তের প্রকার ভেদ :—

ডাক্তার ক্যালাওয়ে মতে চারি প্রকার ভেদ পরিলক্ষিত হয়, যথা—

১। মৃদু বসন্ত—এই শ্রেণী গুটিকার সংখ্যা অতি অল্প হয়, এবং পূঁয হইবার আগেই ইহা শুকাইয়া যায়।

২। সরল বসন্ত—ইহাই প্রকৃত বসূরিকা।

ইহাতে বসন্তরোগের লক্ষণাবলী পূর্ণমাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায় এবং অধিকাংশ রোগীই আরোগ্য হয়।

৩। লিপ্ত বা সংযুক্ত বসন্ত—

যে বসন্তে অসংখ্য গুটিকা বাহির হইবার ফলে সেগুলি পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়া যায় তাহাকেই সংযুক্ত বসন্ত বলে। কেহ কেহ ইহাকে "সম্মিলন" বসন্ত বলে। এই বসন্ত সাধারণ বসন্ত অপেক্ষা অধিক মারাত্মক। ইহাতে রোগীর মুখ ও চক্ষু স্ফীত হইয়া অতিশীঘ্রই আকার ধারণ করে।

৪। রক্তজ বসন্ত—

ইহাই সর্বাপেক্ষা মারাত্মক এবং এই রোগে মৃত্যু প্রায় অনিবার্য। কিন্তু ইহা প্রায়ই দৃষ্ট হয় না।

ইহার প্রধান বিশেষত্ব রক্তস্রাব। কোন ২ ক্ষেত্রে গুটিকা উদ্গমের পূর্ব্বেই চর্ম্মের নিম্নে রক্তপাত হইতে থাকে। ইহা শীঘ্র মিলাইয়া গিয়া সন্নিপাতের লক্ষণসহ প্রবল জ্বর এবং চক্ষু-নাসিকা-মুখ প্রভৃতি হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে গুটিকা বাহির হইবার পর পাকিবার সময় সেগুলি নীল বর্ণের হইয়া তাহার মধ্যে রক্তের সঞ্চার হয় এবং পর্যায়ক্রমে দেহের বিভিন্ন স্থান হইতে রক্তপাত হইতে থাকে।

আয়ুর্বেদের মতে ইহা একেবারে অসাধ্য ব্যাধি নহে, কৃচ্ছ্রসাধ্য। তবে সুদক্ষ চিকিৎসকের দ্বারা সুনিপুণভাবে চিকিৎসিত হইলে অনেক বাঁচিতে পারে। হোমিওমতে প্রতিষেধক :—বসন্তের প্রাদুর্ভাব কালে—"অ্যাকনিসিনাম" ৬x দুই ১ মাত্রা (১ ড্রেম) একবার মাত্র সেব্য। অথবা ঐ ৩০ শক্তি, বা "থেরিডিলিয়াম," ৩০ শক্তি বা বাসেরিনাম ৩০ শক্তি সপ্তাহে একবার ১ মাত্রা সেব্য।

(ক্রমশঃ)

হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর

রুগ্ন মানবের সেবায় নিয়োজিত সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান

প্রাচীন ও আধুনিক

চিকিৎসা বিজ্ঞানের অপূর্ব্ব সমন্বয়ে নবীন পদ্ধতিতে

রক্তস্বল্পতা দুর্ব্বল রোগ আরোগ্য

ইহা ছাড়া পায়ে ঘা, বসারক্ত, আমুলের রক্ত, একজিমা, সোরাইসিস্, দুষিত ক্ষত ও অন্যান্য কঠিন চর্ম্মরোগ আরোগ্য করা হয়। সাক্ষাতে অথবা পত্রে পরামর্শ লউন এবং বিনামূল্যে বিস্তৃত পুস্তক পাঠ করুন।

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর প্রতিষ্ঠাতা : পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মা

১ নং আবদ খোষ লেন, হাওড়া (ফোন : ৬১-২৩১৭)

শাখা :— ৩৬নং মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ (পুরবী সিনেমার পাশে)

॥ সঞ্চয়ে সুখ ও সমৃদ্ধি ॥

আপনার টাকা এগুলিতে লগ্নী করুন ঃঃ

জাতীয় প্রতিরক্ষা সার্টিফিকেট

জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট

পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক

ক্রমবর্ধমান নির্দিষ্ট মেয়াদী আমানত পরিকল্প

বিস্তারিত বিবরণের জন্য খোঁজ করুন ঃ

ডাকঘরসমূহ, স্বল্প সঞ্চয় অধিকার রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা:-১

এবং আঞ্চলিক রাজ্য সঞ্চয় সংস্থা, হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা:-১৩

ডব্লিউ. বি. আই. ৫৩ পি. আর (এ. বি. বি-বি ১৭৮১১) /৮১

A revolution in Ayurvedic Medicine...

Baidyanath medicines are Manufactured in 5 big Rasayanshalas by Ras-Shastries (Chemists) and for their effectiveness enjoy the confidence of the Medical profession all over the country and abroad.

Baidyanath medicines are a symbol of Revolution in the world of Indian Medicine.

SHREE BAIDYANATH AYURVED BHAWAN PRIVATE LTD. CALCUTTA

SHREE
Baidyanath
AYURVED BHAWAN
PRIVATE LTD.

CALCUTTA · PATNA · JHANSI · NAGPUR · ALLAHABAD

পাইওনীয়ার

জন্মুনং জন্তী

বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে ধৌত !

প্রথম সাবানের সঙ্গে এই প্রকার ফেনিয়াযী দ্রব্যটি ব্যবহার করা উচিত

এ ধুলো টিলাটি, ঘোলা যাই, এর যাই, ধুলার পরে ধীরে

পাইওনীয়ার কিমিক্যাল্স লিঃ পাইওনীয়ার বিল্ডিং, কলিকাতা-১ ফোন : ৩৩-১১৩৩

The Ayurveda-Bharati is printed by the Founder-Editor Kaviraj Bagala Kumar

The Ayurveda-Bharati, a multilingual Quarterly Journal of Ayurveda & Indian Culture

আয়ুর্বেদ-ভারতী

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক

কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার মজুমদার, এম্-এ, আয়ুর্বেদাচার্য

'আয়ুর্বেদ-ভারতী' কার্যালয়

৪১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রতিসংখ্যা ১৫ প. | ৪র্থ বর্ষ-বৈশাখ, ১৩৭৩ | বার্ষিক—সডাক ৪৲ টাকা মাত্র

আয়ুর্বেদ-ভারতী—সূচীপত্র, বৈশাখ, ১৩৭৩

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কবিরাজ রবীন্দ্রনাথ	[illegible]	১১
২।	সম্পাদকীয়	[illegible]	১৩
৩।	A Note on the Utility or otherwise of Research on Single Drugs	[illegible]	১১১
৪।	[illegible] 'বহুদর্শনী' আলাপ	[illegible]	১১৪
৫।	আয়ুর্বেদে চিকিৎসা বা [illegible]	[illegible]	১১৮
৬।	ভারতীয় [illegible]	[illegible]	১১৯
৭	The Principle of Ayurveda—A Synthesis	[illegible]	১১৮
৮।	A Research on T. B. Treatment according to Ayurvedic System	[illegible]	১২১
৯।	[illegible]	[illegible]	১২৭
১০।	সম্পাদকীয় ([illegible])		১২৮

'আয়ুর্বেদ-ভারতী'র বিজ্ঞাপনের হার

'আয়ুর্বেদ-ভারতী' বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির [illegible] পত্রিকা, বিশেষভাবে আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞানের। ইহার [illegible] ইহার একবার বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যের হার—

প্রথম পৃষ্ঠা :

প্রথম আবরণ পৃষ্ঠা—	১৪০৲	সাধারণ পৃষ্ঠা—	১০০৲
তৃতীয় পৃষ্ঠা—	১০০৲	সম্পাদকীয় স্তম্ভ বা অন্যান্য	
দ্বিতীয় পৃষ্ঠা—	১০০৲	প্রবন্ধাদির অংশ বিশেষ	
চতুর্থ পৃষ্ঠা—	১৪০৲	বিশেষ স্থানের হার—	
		১৫৲ ঘন ইঞ্চি	

বিজ্ঞাপন বা অন্যান্য বিষয়বস্তুর ব্যবস্থাদি ও পরিমাণ পূর্বাহ্নেই 'আয়ুর্বেদ-ভারতী'র অধিষ্ঠাতা-সম্পাদকের নিকট জানিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের টাকা চুক্তি হইবার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রিম দেয় এবং পরিমাণ বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবার ১৫ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ দিতে হইবে। ইহা ব্যতিক্রম বিজ্ঞাপনের প্রকাশিত হইবে।

আয়ুর্বেদ-ভারতী কার্যালয়,
৫২, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯

অধিষ্ঠাতা-সম্পাদক,
আয়ুর্বেদ-ভারতী

AN APPEAL

The Ayurveda-Bharati

A Multilingual Journal of Ayurveda and Indian Culture—an Organ of the Ayurveda Bijnan Parishad has stepped into its fifth year. Its pages are adorned with thoughtful articles of erudite scholars. The articles bear testimony to the vast lore of Ayurveda and its unique exposition of the Indian system of Medicine and research that was carried on throughout the centuries—the checkered culture of India. To support and subscribe it is to help & uplift the science of Ayurveda as well as the Indian mind and spirit.

Founder-Editor, Ayurveda-Bharati.

Office : 52, Mahatma Gandhi Rd., Cal.-9

সত্যমেব জয়তে নানৃতম্

আয়ুর্বেদ-ভারতী

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক—কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার মজুমদার, আয়ুর্বেদাচার্য

ত্রৈমাসিক ৪র্থ সংখ্যা | বৈশাখ—১৩৭৩ May—1966 | ৫ম বর্ষ Vol V, No. 4

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

শ্রীবগলাকুমার মজুমদার

হে মহাকবি, তুমি বিশ্ব সৃষ্টির রঙ্গমঞ্চে—
এত রূপ এত রস ভাব ভালবাসা ভাষা-ছন্দকে
কী ভঙ্গিতে একাধারে। প্রভাতের শুভ্রিমিত স্পর্শে
সকল বেদন ভাবনা-মুখরিত কিরণ রশ্মে
এনেছিলে উচ্ছ্বাস স্নিগ্ধতায় সবুজ খোয়াই
ধারাবাহে আকাশ বাতাসে মোহিনী মূরতি উষার—
মধুল মনিমালায় উজ্জ্বল বাইচৈত্র তালে
ঝঙ্কারিলে মাধুরী সর্ব অঙ্গে বীণার তারে তারে
সে-বীণার বাইশপদ-মিলন মধুল প্রীতি রাগে
অজানা-কলুষ নাশি ভরিলে ভুবনে নানা সাজে—
তাহিত শিব জেগেছে শ্যামা পল্লবের কাননে,
সকলির হৃদেমুল দীঘিজলে। কি অমর টানে

উদাসিত নব রূপে বিশ্বভারতী সুকলাবী
নিসর্গের অমৃত বাণি নিখিল-রঙ্গিনী রাগিনী
অমিয় তরঙ্গে তরঙ্গে সকল বরন-বাহিনী
সুহাসিনী নবযৌবনা ধরিত্রীর বিভাসঙ্গিনী;
উত্তরায়ণের নীহারিকা ছেড়ি উদয়ন ধামে
সন্ধ্যাদীপে অক্ষয় কাঞ্চন মধুর নিকষে—
বিচিত্রের খেলাঘরে অভিনেতা এস বারে বারে
মুক্তির মহা-মন্ত্রে ধরি নবতী বন্দনার ছন্দ
মিলনের মর্ম ছেঁচিলে বিশ্বকবি সকল বন্ধ—
খেলাঘরে অক্ষয়ী লালিমার ধীর চঞ্চলে
সৃষ্টির নব ভুবনে অমীমের যৌন অঞ্জনে
বিশ্বভির কবাটুলে বন্ধুরের নব কিশলয়ে
যুগে যুগে নতুনের করো আহ্বান চিরবিরাজে।

———

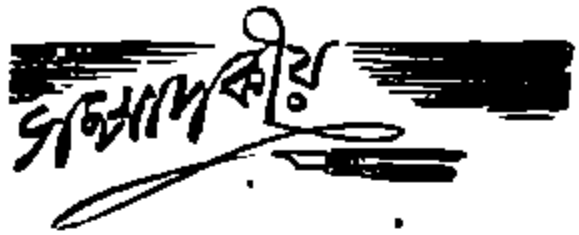

ভাঙাগড়া প্রকৃতির নিয়ম—মনুষ্যসমাজেও এর ব্যতিক্রম নেই। পরাধীন ভারতের তুলনায় স্বাধীন ভারতের প্রকৃতি ও প্রকাশ অন্যরূপ, আর তা হওয়াই স্বাভাবিক। যে প্রভাব সুদূর ও অবস্তীর্ণ ছিল, তা এখন মুক্তির স্বাদে উদ্বেলিত—বাঁধনহারা। পরাধীন ভারতে বীরত্বের ও সাহসিকতার বিশেষ স্থান রেখেছি স্বদেশের মুক্তির জন্য—নিশীথিনীর ক্রন্দনে। কিন্তু স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধও বিশেষ অনুরোধ তা আজ ভুলবার নয়। শিশুকাল হতে শিক্ষালাভের মধ্যেই গড়ে আদর্শ-জীবনের ভিত্তি রচিত হতে থাকে। তার জন্যই যা-কিছু খারাপ, যা-কিছু অশোভন, তা সহজে উদ্রেকিত হতে পারে না। লজ্জা, অন্তের, অপরিগ্রহ, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য—এই পাঁচটি মৌলবিধা জীবনে আলো বিকীরণ করে থাকে। পারিপার্শ্বিক ও কৃষ্টির জীবনযুদ্ধে এদের অনুশীলন অপরিহার্য। সংযম ও ধৈর্যের মধ্যে যাযাবর অনেক—এটি সামগ্রিক মনুষ্যত্বগঠনের পক্ষে স্বাভাবিক সুন্দর আচরণ—শুধু বাহ্যিক নয়, অন্তরের সত্যনিষ্ঠা এবং বীর্যবত্তার নির্দেশ, অকৃত্রি কার্যসিদ্ধি ও সুযোগের কৌশল, দাক্ষিণ্য ও অসহায়ীনতার জন্য। তা বলে অত্যাচারীর অত্যাচারের প্রতিরোধ করবার অক্ষমতা বা ভীরুতা লক্ষ্যের নয়—কাপুরুষতা।

অভাবের বোধই কর্মে প্রবৃত্তি আনে—তা ভালই হোক, আর মন্দই হোক। যেখানে অভাবের কর্ম করবার প্রেরণা নেই, সেখানে জড়তা বা তামসিকতা এসেছে বুঝতে হবে। জড়তা শুধু ব্যক্তিগত নয়—জাতিগত জীবনও তমসাচ্ছন্ন এবং অন্তরঙ্গ করে তোলে যেমন আবদ্ধ কূপ। শিক্ষার দ্বার দিয়ে শুধু বিদ্যার্জন নয়, গোটা মানুষের চারিত্রিক উৎকর্ষও প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত এবং সুগঠিত হত যেমন প্রাচীন কালে আশ্রমে তপোবনে, অধুনা বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিদেশের বিদেশের অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজে। আজকের চারজনই ভবিষ্যতের শাসক, অধ্যাপক ও সমাজনায়ক ইত্যাদি। প্রত্যেক দেশে প্রতিদিনের জীবনযাপনের মানও আদর্শ আছে। আজ যে হঠাৎ দেশের সকল স্তরের লোক আদর্শভ্রষ্ট হয়ে গেল, তা হতে পারে না। যুগ-প্রবাহে মানুষই সৃষ্টি করে—তা ভাল পথে চালিত হলে বাক্তি, সমাজ ও দেশ উন্নত হয়—মন্দ পথে অনাসৃষ্টি অনাচার আনে। অতীত চৌদ্দশির মধ্যে নানা ধারা বিশ্লেষণের মধ্যেও মূল্যবান লোক প্রজ্ঞারের মতই স্বাধু। তার তালেমাপের মাপকাঠি ও স্বাধীনতা বিভিন্ন হলেও বুদ্ধি ও উন্নত ওজনার দিগন্ত খোলা থাকা সমীচীন। তাহলে কারো হিসেবের ভুল সময় মানুষ ধরে ফেলে না যদিও হিসেব একটা আছে অন্তরঙ্গ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিত্তি দিয়ে। হিসেবের বাইরে বড়বড়ে ও চলবার তার যে অবস্থা আছে, তা দেখেছি বাল্মিকী, শেক্সপীয়ার, আব্রাহাম, টলষ্টয়, তানিবাল প্রভৃতির জীবনে। ইদানীং কালে দেখেছি রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, সুরেন্দ্রনাথ,

চিত্তরঞ্জন, শ্রীঅরবিন্দ, সুভাষ, মোহাম্মদ, সুভাষ প্রভৃতির মধ্যে।

দুর্নীতি এবং উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য দোষ দিতে পারি কিন্তু কি কারণে হলো, আর তা নিরসন করবার পথ বা কি—তার জবাবও সমাধান করতে হবে। দোষে গুণে মানুষ, তার চিত্তবৃত্তিও খেলা করছে আলো অন্ধকার, সৎ অসৎ, ভাল মন্দ। যানবাহনের সুবিধার জন্য পৃথিবী ছোট হয়েছে সত্য কিন্তু বিভিন্ন দেশ ও সমাজের লোক বিভিন্ন পরিবেশে গঠিত হয়ে থাকে—তার শিক্ষা এবং আচার ব্যবহারও বিভিন্ন। তবু সর্বদেশের সেই আদর্শ অভিন্ন। এক্যবদ্ধের ঐতিহ্য, সমাজ, সংস্কৃতি ও মেলামেশার—লাভিবোর আদান প্রদানে চিত্তের বাঁকাচোরা অনেক ছেঁটে ছুঁটে একটা নিশ্চিত মিলার সামঞ্জস্য আদর্শ ও প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে সত্য কিন্তু সমাজ পরিবর্তনশীল। নব নব ভাবের অভিব্যক্তি অথবা চিরন্তন ভাবরাজি যুগে যুগে নতুন রূপ ধরে আসে-সামাজিক, রাজনৈতিক চেতনার পরিপ্রেক্ষিতে—নতুন সুভাষ, আধুনিক পৌরাণিক হয়ে দাঁড়ায়। এই ওলটপালটের বিবর্তনের গতি অব্যাহত রয়েছে যুগে যুগে। তার চিহ্ন দেখতে পাই সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিবর্তনে—স্থাপত্যে ভাস্কর্যে, চিত্রকলায় ও সাহিত্যে। যেগুলি কালিক, তা ছেড়ে গেছে মহাকালের অবলুপ্তির মধ্যে। তা হলেও সেই কাব্য, মহাকাব্য, উপন্যাসের মধ্যে যুগের মধ্যে কীটের অবস্থানে তার তার স্পর্শ অনুভব করি। ঘোটের ওপর, সূর্যোদয়ের সঙ্গে আকাশের বিচিত্র ছবি চলচ্চিত্রের মত চলতে চলতে যেমন দৃষ্টের অন্তরালে আশ্রয় হয়, তেমনি সমাজও বিচিত্র প্রকরণের মধ্যে ভালো পরদা টেনে দেয় অতিপথে। এতে মানুষ হতাশ হতে পারে কিন্তু যে পরিবর্তন দেখা যেন সমাজের চলনকে স্বাধীনতার পরে—তা আধুনিক বলে গর্ব করুক, দক্ষিণ বা বামের উন্মাদনায় চলাচল হোক—তা কি কর্ম তাণ্ডবের ভেতর নয়, যা নৈতিক পতনের সীমারেখা ছাড়িয়ে যায়নি? নূতনের পরিবেশনে হয়ত প্রয়োজন ছিল স্বীকার করে নিলেও এমন নীলকণ্ঠ কই যিনি ঐ কালকূট হাসি করতে পারবেন। প্রকৃতির নিয়মে অনর্থকে অর্থপূর্ণ অত্যাচারের শক্তিকে আপ্তি ও অনর্থের পথে নিয়োজিত করবার জন্য প্রতিরোধ শক্তি সঞ্চিত হয়ে থাকে। তার লক্ষণ প্রকাশমান। যে নদী পর্বত শ্রেণীর মধ্য দিয়ে ছেঁড়ে ছুটে চলেছে সেই আবার সমতলে উর্বর ভূমি শ্যামল করে তোলে।

যুগের কোলাহলের মত নবশিশুও সমাজের আলো বাতাসে পরিপালিত পরিবর্ধিত হতে হতে নানা অবস্থার সম্মুখীন হয়। প্রথম তার অনুসন্ধিৎসু মন অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ গ্রহণ করতে থাকে। তারপর আসে তার জড়ি-অজড়ি, জ্ঞানলব্ধ, স্বার্থ-নিঃস্বার্থ—বিচিত্র ভাবের বন্যার বিশ্লেষণ। কি গ্রহণ করবে, কি ত্যাগ করবে—এ নিয়ে মনে ওঠে দোলাচল। তার ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠতে থাকে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে। স্বাধীন চিন্তা, আত্মসুখ, স্বেচ্ছাচারিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অহমিকা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে—কে তাকে পথ দেখাবে? ঘরে ঘরে অভিভাবক আদর্শহীনতা—বিদ্যালয়ে অরাজকতা অসম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা—রাজনীতিতে অর্থের কৌলিন্যে মর্যাদা—দুর্নীতি, দুর্ব্যবহার, গুণের অনাদর—আদর্শের অনাচার—জীবন যুদ্ধে সহজ সরল পথের নিরুদ্দেশ। অবশ্যই কৃতকার্যতার পথ—তা রাজনীতি হোক, অর্থনীতি, সমাজনীতি বা শিক্ষানীতি হোক। তাই সত্যের প্রতি, সভ্যতার প্রতি, শিক্ষার প্রতি,

সর্বোপরি, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধের অবিশ্বাস। রাজনৈতিক দলগুলি সভায় ও সাময়িকে যে চিত্র দিনের পর দিন প্রচার করে থাকে, তা সত্যই হোক, আর মিথ্যাই হোক, তাদের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে—নীতি, ধর্ম ও সদাচারের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা হারায় বলেই পুরাণ আয়োজনের দুরবস্থা হোক। নেতৃস্থানীয় লোকের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা হ্রাস পেয়েছে, ফলে কোন সমস্যার সমাধান হয় না - শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এর ফল মারাত্মক। যে প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক ভবিষ্যৎ সমাজ গড়ে তুলবে, তার প্রতি অশ্রদ্ধা উচ্ছৃঙ্খলতা—কারণ যাই হোক না কেন, সুস্থ প্রণালী অনর্থই সৃষ্টি করছে।

ছাত্রদের প্রতি স্নেহশীল ও সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে যেমন তাদের প্রতিটি সমস্যা সমাধান করার জন্য আগ্রহ দেখা করতে হবে অধ্যাপক বা শিক্ষকদের, তেমন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও তাদের নিকট হতে ছাত্রদের পেতে নিতে হবে এবং বিশ্বাসও করতে হবে। শাসন, সেবা ও যথাযোগ্য শিক্ষাপ্রদানই হবে শিক্ষকদের কর্তব্য। দীনহীন কিন্তু আদর্শ শিক্ষক তত্ত্ব সন্ধান পেয়েছেন যাঁর ও জনসাধারণের নিকট হতে-তাঁর নির্দেশ, তাঁর স্মৃতি এখনও ভারতের আকাশে বাতাসে রয়েছে। আজকের দিনেও এমন শিক্ষকের অভাব নেই—বেতনের চাপে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও মর্যাদা হারাই হয়ে যায়। তা বলে প্রশাসকদের প্রশ্রয়ে অন্যায়কারী ছেলেরা সরকারী ও বেসরকারী কর্তৃপক্ষের প্রদান কর্তব্য, উহা কেহই অস্বীকার করতে পারে না। শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ যখন রাস্তায় মিছিল বা অবস্থান-ধর্মঘট করেন এই যুক্তিতে বেতনবৃদ্ধির জন্য তাঁর ওজর উপলব্ধি করা অতি সহজ। অর্থের দাবিতে উহা কিছুটা ফলপ্রসূ হলেও অশোভন—এ দ্বারা ছাত্রদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। অযাচিত বৃদ্ধি ও টাকার নিম্ন মূল্যায়নে যে দুরবস্থা সৃষ্টি, তা সরকার দেখেও দেখেন না। এ এক অদ্ভুত অবস্থা! তথাপি ঈপ্সিত সাধনের পথে ঈপ্সিত সিদ্ধির পথও বিচার্য, বিশেষত শিক্ষাক্ষেত্রে।

শিক্ষালাভ একটি মৌলিক অধিকার। আদি-গঠনে ও জাতীয় সংস্কৃতির শিক্ষিতের প্রয়োজন, তাই সকল কাজের চেয়ে শিক্ষা ও শিক্ষকের বিষয় সর্বাগ্রে প্রণিধানযোগ্য। শিক্ষক অন্তরে অনাস্থা থাকলে শিক্ষাক্ষেত্রেই কলুষিত হবে—শিক্ষালাভের কর্তব্য ব্যাহত হবে। ঠিকমত শিক্ষা-দান না হলে—শুধু বেতনভোগী শিক্ষা নয়, চরিত্রগত খানিকটা শিক্ষাও—সমাজে উচ্চ হতে পারে না। যে সমাজে অধ্যাপক, শিক্ষক, জ্ঞানবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধদের সম্মান নেই, সেখানে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা থাকবেই—তা পরীক্ষায় হলে হোক, ক্লাসে হোক বা অন্য স্থানে হোক। অবশ্য সম্মান চাইলেই পাওয়া যায় না—সম্মান পাবার যোগ্য হতে হবে। অপর পক্ষে বিশৃঙ্খলা বা অন্যায়ের ধ্বজা ছিঁড়ে ফেলে বা ঘরছা ভাঙা বাঁধে না, স্বাভাবিক সৃষ্টিতরি আঘাত করলেই এতে সন্দেহ নেই।

একটি কথা উঠেছে ছাত্রদের অপরাধ ছাত্রেরাই বিচার করবেন তাদের কমিটির মাধ্যমে, তাতে সাময়িক শান্তি বজায় থাকবে। এঁরা একটি সোজা কথা ভুলে যান—ছাত্রদের অন্যায়ের সঙ্গে প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও অধ্যাপক জড়িত থাকাই স্বাভাবিক সর্বক্ষেত্রে বা পরোক্ষভাবে। তখন ছাত্র-কমিটিই শাস্তির মত উচিত করবেন, তা কি শৃঙ্খলা, সম্মান ও শান্তির পথ প্রশস্ত করবে, না সমূলনের মূলে

(সেখানে ১২৮ পৃষ্ঠার নীচে)

A Note on the Utility or Otherwise of Research on Single Drugs

By Kaviraj Prabhakar Chatterjee, M.A.,
Member, Planning Commission, Panel on Ayurveda and other systems of Medicine, Government of India.

(Continued from Magh Number, 1372 B.S.)

Now let us see how much stress Charaka has laid upon the use of a single drug in the eradication of a disease. Perusal of the Chikitsasthana of the Charaka Sambita, a section of the book specially devoted to the principles of treatment and the treatment of diseases with specific medicines will indicate that according to Charaka diseases are the outcome of debility, loss and wastage produced out of long-continued non-conformity to the hygienic rules of life and consequent indulgence in the sexual habits. Thus, while writing his treatise on the treatment of diseases, Charaka did not forthwith recommend any specific medicines for the treatment of specific diseases according to the findings of the Ayurvedic Nidana-Shastra or Etiology. On the other hand, he asked his patients to have recourse to Rasayana and Bajikarana systems of treatment for removing their general debility which has made them fall victims to the wasting diseases. If the body is freed from the clutches of this debility, it will be endowed with the power of withstanding the attack of many diseases for which specific treatment is necessary.

In the existing order of things, every animal has to face the inclemencies of weather due to the constant vagaries of nature. As a result, he has to undergo changes or deterioration in his constitution. Attempts of human beings have been directed towards coping with the deterioration since time out of memory and all the palliative and curative measures invented so far by the ancient Acharyas or seers, have been included in the science of medicine with a view to fighting against this ever-changing eternal principles of nature.

Now, while mentioning the list of Bajikaranic and Rasayanic drugs, Charaka did not lay any special emphasis on the use of any single drug. On the other hand, he has specially mentioned the names of a very large number of drugs possessing almost the same properties for storing up the Rasayanic and Bajikaranic value in the specific medicine to be prepared for the purpose of removing the debility and early decay brought about by the

vagaries of ever-changing principles of nature to which every animal of the world is subject.

Now let us study a little about the Ayurvedic method of arriving at a conclusion about the medicinal properties of an individual drug. The medicinal value of an individual drug in Ayurveda is always assessed with reference to the Pancha-Bhautik theory of earth, water, heat, wind and ether and a knowledge of the Dravya, Guna, Rasa, Virya, Vipaka and Prabhava theories current in the Ayurvedic Paribhasa. An individual Ayurvedic drug is first of all to be studied with reference to the Pancha-Kasaya theory of Ayurveda, viz., the value of Swarasa, Kalka, Shita Shreeta, Panta and Kwatha or Pachan of a particular drug and then gradually its functions in other forms of Ayurvedic chemical preparations such as Asaba, Arista, Taila, Ghrita, Avaleha, Prasha, Modaka, Khanda, Paka, Gura, Churna, Batika etc. are known. At the time of ascertaining its Guna, the Satwa, Rajas and Tamas properties are also determined. In this way all the different aspects of an individual drug are ascertained and then it is placed in the different Vargas and Ganas by the different Nighantukaras or the makers of Ayurvedic Materia Medica according to their merit. Drugs possessing similar properties are included in one Gana, such as Jivaniya Gana. Charaka has ascertained fifty such Ganas placing ten drugs in each Gana. He has thus described very skilfully within a short compass, the properties of 500 individual drugs which are very largely used as medicines in different forms in Ayurvedic chemical preparations as mentioned above. Thus we see that Purbacharyas have made use of a single drug very sparingly and in a very few cases.

Now, let us see in how many cases Charaka has made use of single drugs in the eradication of diseases. Let us take the example of fever which is the king of all diseases. Charaka has prescribed the decoction of Kshetra-Parpati in all kinds of fever due to the excess of Pitta in the system. He has prescribed the decoction of Sunthi in fevers due to the influence of Kafa, the use of the decoction of Guduchi for curing cases of fever due to the influence of Vata and in all other kinds of fever. But there are innumerable other kinds of fever in which decoctions made of a combination of a large number of efficacious drugs, have been used with absolute success. In the kingdom of drugs decoctions have been considered as the best by the sages. Some of the best decoctions meant for the eradication of even the most obstinate types of fever are Dasmyadi, Dasyadi,

Brihat-bhargvadi, Dasamuladi, Katphaladi, Nidigdhikadi, Bhunimbadi and many others which space at our disposal does not permit to dilate upon. Similarly, in the treatment of all diseases of which mention has been made in the science of Œtiology, Charaka, the prince of physicians has made copious use of complete drugs. Although there are in Charaka Samhita some very powerful and effective single drug-remedies in every Rogadhikara, a physician cannot wholly rely on it for the successful completion of his treatment of the cases in the Rogadhikara, as the case comes to the physician for treatment only in its complicated condition when a combination of effective drugs possessing the same virtue is generally prescribed for treatment. Thus in the Jwaratisara, a decoction of Mustaka is a good remedy. But in its complicated stage Nagaradi, Bilvadi and Kanadi have to be applied for radical cure. Similarly in Atisar, ½ tola of the root of Ankota is a very good single drug-remedy if it is taken with Atap rice water and honey. The juice of Changeri is a very good single drug-remedy if it is taken with honey. The juice or decoction of Kutaja is a very good remedy in Blood Dysentery. But a combination of the following drugs is a very good remedy in all kinds of dysentery, namely, Kutaja, Darimba, Ahnadi, Mustaka, Kanchata or Kancharadam, Indrajab, Mochras, Belsunth, leaves of Paniphala or Sringataka, flowers of Dhataki, Ataich, Mandukaparni, Changeri, Bhang, stones of Mango fruits, Priyangu, Anantamul, Barabakranta, Bamanhati, bark of Lodh, bark of Shyona and Sunthi—all these articles to be taken in equal quantity to weigh 2 tolas and boiled in ½ a seer of water, reduced to ¼ seer, then strained and taken. After Atisar, comes Grahani. But in Grahani there is no single drug remedy excepting the use of Takra and goat's milk, failing which all medicines to be used are composite in character. Parpati is the best remedy for Grahani. But it is a preparation of more than one drug. After Grahani comes Arsha or piles. In the treatment of piles, medicines generally used, are mostly made of combined drugs excepting three drugs, namely, Sankara Lauha, Bhallataka and Surana. After piles, comes Mandagni Chikitsa. In the treatment of Mandagni, all Shastric good medicines are made of a combination of a large number of drugs excepting only two drugs, namely, ginger and Jamani. But with the help of these two drugs a physician cannot control all disorders or diseases belonging to the loss of the digestive heat or Agnimandya. After Agnimandya, we come across Krimi-Rogadhikar or the chapter on the treatment of worms where three remedies made of three single drugs are powerful, namely,

Biranga, seeds of Palas and powder of Kamalaguti. But medicines made of combined drugs are more powerful. After worms comes the treatment of Jaundice in which composite medicines are more powerful than medicines made of single drugs excepting the following drugs, namely, Lauha, Mandura, Amalaki, Ayaskriti or the purified dust of Kanta Lauha, incinerated Mandura, juice of raw Amalaki and the powder of Katki. Shastric medicines made of combined drugs such as Punarnabadi Mandura, Nabayas Lauha, Astadasanga Lauha, Amritaharadi Ghrita etc., are much better in producing quicker results. After Pandu comes Raktapitta in which the use of the single drug Basaka is the most powerful. Next in importance comes Kusmanda and then comes Amalaki. These three medicines may be used singly to curb the progress of Rakta-pitta in which medicines made of combined drugs act more speedily and powerfully. After Raktapitta comes Raja-jakshma in which a few single drugs work very well, namely Bantapitta Harital, Gold, Nagabala, Nirgundi, Basaka and Rudanti. Of course, there are innumerable other medicines made of combined drugs and they have made their influence felt in the field of practice. All the above-mentioned six medicines have also been used along with many other drugs and Raja-jakshma has been described by Charaka and the subsequent makers of Ayurvedic Eriology to be a curable disease. Medicines meant for the treatment of Raja-jakshma do not produce the required results because of the absence of incinerated gold in the preparation of medicines. The findings of Rasa-siddhas and also of Charaka are that gold is the best killer of extraneous poison that enters into a debilitated body due to intemperance and that it is the best pacifier of wind which becomes extremely disorderly when Raja-jakshma invades human constitution and gets entangled with Kafa, and produces the 11 kinds of symptoms which are the characteristic features of a patient suffering from Raja-jakshma in its fully developed stage.

The efficacies of the incinerated Bantapatra Harital and gold have not been fully studied in Ayurvedic Materia Medica and consequently in the Ayurvedic pharmacology and as such physicians practising the science of Ayurvedic medicine are not fully acquainted with their potentialities in the field of treating so-called wasting diseases and the problem-diseases of the civilised world which have so far baffled the attempts of the research-workers of all countries. Moder Chemistry lags far behind the Hindu Chemistry in which 37 disciples of Siddha Nagarjuna excelled and discovered the main principles of Hindu Chemistry or Siddha system of Ayurvedic chemistry.

(To be continued)

চরকের "অতুল্যগোত্রীয়" অধ্যায়

কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর, পঞ্চতীর্থ

মহর্ষি চরক তাঁর সংহিতার শারীরস্থানের বিতীয় অধ্যায়ে একটি প্রসঙ্গ তুলেছেন—নাম দিয়েছেন "অতুল্য গোত্রীয়"। সেখানের প্রথম শ্লোকটি এই—

অতুল্য গোত্রাম রজঃ অবীক্ষ্যেহ যতো
বিশিষ্ট বিদুষীকরম্।
কিং স্যাৎ চতুষ্পাৎ প্রতিষেক যুক্তয়া
যদং স্ত্রীম্ গর্ভযুপৈতি পুমান্। চ-শা-২

অর্থাৎ অতুল্য গোত্রীয়া (সপিণ্ডীকে ত্যাগ করে বিবাহ করতে হবে, কারণ তাদের এই সমানার্ষ সমাচার) স্ত্রীর ঋতু-প্রবৃত্তির তিন দিনের পর থেকে ষোল দিনের মধ্যে অতুল্য গোত্রীয় পুরুষের দ্বারা নির্জনে নিষিক্ত শুক্রই স্ত্রীর গর্ভরূপে পরিণত হয়।

সেই শুক্রই গর্ভ। সেই শুক্রের দ্বারাই গর্ভ হয়। সেই শুক্রের আকাশের গুণ থাকে না। বাকী চারটি থাকে, অর্থাৎ বায়ু, অগ্নি, ভূমি ও জলের গুণ থাকে। আর থাকে ছটি রস।

শুক্রং রসনা প্রবরাণি যীয়া
ষড়ীরতে গর্ভমনুপ্রবাস্য।
বায়ুর্হি ভূয়াংশ্চতুরাশ্রয়স্তং

যতোহ্যা যোনিতঃ প্রজানাং জনন। চ-শা-২ ইত্যাদি

এখানে সংশয় ও প্রশ্নের ক্ষেত্র প্রথম শ্লোকটিতে। শ্লোকটি চরকের মত মহান চিকিৎসকের রচিত কি? কারণ অপ্রাসঙ্গিক ও অযৌক্তিক কথা চিকিৎসকের সম্মান নষ্ট করে।

শ্লোকটিতে একটি কথাই অযৌক্তিক হয়ে আছে। সেটি "অতুল্যগোত্রীয়"। কেন সেখানে সংশয়, তাহাই উত্থাপন করিতেছি।

সোজা সহজে বলা যায়—

অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ পিতুঃ। সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্মণি মৈথুনে।

অর্থাৎ যে রমণী মাতার সপিণ্ডা নয়, এবং পিতার সগোত্রা নয়, সেই রমণীকেই বিবাহ করবে এবং তাকেই মৈথুনে যোগ্য বলে মনে করবে। দ্বিজাতিদের প্রতি এই বচন।

ভাল কথা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এরা হলেন দ্বিজাতি।

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ঃ বৈশ্যঃ ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ"

অর্থাৎ এই দ্বিজাতিরা পূর্বকথিত ঐ রমণীকে বিবাহ করবেন।

কিন্তু মনু তো কোথাও বলেন না "যোনি" শব্দের কি অর্থ? তবে টীকাকার মেধাতিথি বলেন—

যাবদ্ যোনেঃ সম্ভূতিঃ সমান জাতীয়ত্ব"

অর্থাৎ যোনি মানে সম্ভূতি এবং সমান জাতীয়ত্ব।

তা হলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মধ্যে যদি এক যোনি দেখা যায় তবে কি সকলেই এক জাতি, না এক জাতি?

মেধাতিথির মনেও এমন সংশয় জেগেছিল, তাই আবার সুন্দর পরিষ্কার করে বলেছেন —

"গৌরহিত্যাম্ ব্রাহ্মণ বৈশ্যয়োরিতি"

(বসু সূত্রভাষ্য)

অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের যে গোত্র তা মাতের নিজের গোত্র নয়। সে পুরোহিতদের। তা হলে বোঝা গেল, এই দুই জাতির নিজের গোত্র নাই। তাঁরা একই আদিপুরুষের সন্তান হয়েও সমগোত্র হন না।

তা হলে প্রশ্ন আসে, গোত্র মানে কি, যেহেতু গোত্র কখনও স্থায়ী অর্থের নয়। মেয়েরা গোত্রান্তরিতা হন। মানবের দেহের মৌলিক জন্মের মত গোত্রও সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নিলে গোত্রান্তর কখনই হয় না। সন্ন্যাসও বর্ণান্তরের অন্তর্গত। তাদেরও গোত্রান্তর হয়। পালিতা কন্যা, পালিত পুত্রেরও গোত্রান্তর হয়।

অতএব প্রশ্ন হয়, গোত্র মানে কি ?

ব্যাকরণ মতে—গো+ত্র+ঙ এবং গো অর্থ—অপত্য। তা হলে দাঁড়াচ্ছে এই—অপত্যে অপত্যের পূর্বপুরুষাণ্ যং তৎ গোত্রম্ (অমর)।

সহজ অর্থ—যে অপত্যরা পূর্বপুরুষকে বিস্তারিত করে, তাই গোত্র। এই গোত্র যখন স্ত্রীলিঙ্গ হয়ে—তখন গোত্র বহুবচন পর্যন্ত। আর স্ত্রীলিঙ্গে অর্থ হবে গাভী।

বৈদিক সংস্কৃতিতে গোত্র খুব ব্যবহৃত এইভাবে—গোগৃহ এবং গোশালা দ্বারা গ্রাম সহর নির্ধারিত হতো। সেই গোগৃহ-সম্পত্তির সীমানার ভিতর যারা বাস করতেন, তাঁরা হতেন সগোত্র। সেই জন্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের মধ্যে একই গোত্রের প্রচলন রয়েছে। এরা বৈদিক সংস্কৃতিতে সকলেই অগোত্র। কারণ, গোত্র মানে কারও বংশপরিচয় নয়। রাজস্থানে গুজরাটে, উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে যে সব গোত্র সেগুলি যে গোত্র থেকে এসেছিলেন পূর্বে—সেই সব সহর ও গ্রামের নামেই গোত্র। আর দক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ-সমাজের মধ্যে এখন সব গোত্র আছে সেগুলি বেদে নাই, কোন ঋষিনাম ঋষিরও নয়—মুনিরও নয়। তারপর আসছে বর্তমান বৌদ্ধ-সমাজের অধিক ষটার গোত্রের পূর্বপুরুষের অধিকার নিয়ে নিয়েছিল।

এবার গোত্র শব্দের অভিধানিকদের অর্থ বলি (অমর কোষ)—

গোত্র মানে—সন্ততি পৌত্র প্রভৃতি অপত্য কুলসন্ততি-
জনাখ্যেয়ো সংঘোঽন্বয়ঃ সন্তানঃ।

এই প্রতিশব্দে অভিধান চিন্তামণিতে—

গোত্রং তু সন্তানেঽন্বয়ান্তরেঽপি ক্ষিতিনঃ কুলং
অন্বয়ো বংশঃ।

মৌদ্গল্যের মতে—

বিশ্বামিত্রো জমদগ্নির্ভরদ্বাজোঽথ গৌতমঃ।
অত্রির্বশিষ্ঠঃ কাশ্যপ ইত্যেতে সপ্ত ঋষয়ঃ
যেষাং সন্তত্যৈনাম্নবর্ত্যন্তে তানি গোত্রাণি
তদপোদ্বিমুচ্যতে।

এই সাতজন ঋষিই গোত্রকারী।

মহাভারত পঞ্চদশ সত্রাধ্যায় বা ষোড়শ সত্রাধ্যায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতে গোত্রকারী আট জন—

জমদগ্নির্ভরদ্বাজো
বিশ্বামিত্রোঽথ গৌতমঃ।
অত্রিঃ কাশ্যপশ্চাষ্টৌ ঋষয়ঃ গোত্রকারিণঃ।
এতেষাং যানি গোত্রাণি তানি গোত্রাণি যন্তুতে
(উদ্যোগপর্ব)

শ্রীঅনুশাসন আর একটি কথা বলেছেন ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য তিনটির জন্য—"ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়ো রূপ-দিষ্টাকিদিষ্টে গোত্রে সূত্রত অভিদিষ্টাবিদিষ্টৌ গোত্রম্।

অর্থাৎ—ক্ষত্রিয়ের গোত্র উপদিষ্ট এবং বৈশ্যের অতিদিষ্ট এবং শূদ্রের গোত্র অতিদিষ্টাতিদিষ্ট।

অন্যত্র পুরাণের অভিমত—

"গোত্রাণাস্তু সহস্রাণি অনুক্রান্তানি।"

কোনও পুরাণের অভিমত—

"চতুর্বিংশতি বৈ গোত্রাঃ কথিতাঃ পূর্বশাস্ত্রিভিঃ।" অর্থাৎ চব্বিশজন গোত্রকারী।

মহাভারত যাঁরা পড়েছেন (সংস্কৃত ভাষায়) তাঁরা বিরাট পর্বে ভরদ্বাজ আর কোথাও গোত্র সম্বন্ধে ব্যক্তি-পরিচয়ের প্রসঙ্গ পাবেন। আর পরিচয়ের মধ্যে বিরাট রাজার পক্ষপাতদোষই পুনঃ পুনঃ পরিচয়প্রসঙ্গে গোত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ প্রবাদ দীর্ঘ হবে যাবে, তাই শুধু বিরাট পর্বের ১১শ অধ্যায়টির উল্লেখ করলাম।

চরকের বক্তব্যের সঙ্গে "গোত্র অধ্যায়ের অসামঞ্জস্য এবং প্রসঙ্গ বাহুল্য হওয়ায় যে সব প্রমাণ তুলনায় তারও তালিকা এখ হবে না। কারণ, বাঙ্গালার ব্রাহ্মণদের যেমন শাস্ত্রপ্রধান সর্বত্রাহ্মণের হিন্দুধর্মের শাস্ত্রব্যবস্থায় তেমনি একক কেউ প্রামাণ্য নন। প্রতি প্রদেশে শাস্ত্র ব্যবস্থা পৃথক্। অন্তত গোত্র প্রবরের ব্যাপারে তো বটেই। কেবল একটি জায়গায় সকলে একমত। সেটি হচ্ছে সন্তান দেওয়া এবং মৃত্যুকে, যোনিযিনি বা যৌবাহন এবং আবশ্যায়ন প্রভৃতিকে অনুসরণ করা। এই জন্যই বিজ্ঞানেশ্বর তাঁর মিতাক্ষরায় বলেছেন—

এবং চ যদপি ব্রাহ্মণবিশাং প্রাতিস্বিক গোত্রাভাবাৎ প্রবরাভাবঃ তথাপি পুরোধিতানাং গোত্রপ্রবরাঃ বেদিতব্যাঃ ইতি। অর্থাৎ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের নিজস্ব গোত্র নাই অতএব তাঁদের গোত্র-প্রবর কেবল তাঁদের পুরোহিতের গোত্র প্রবরই জানবে। আপস্তম্বেরও ঐ কথা।

মনুর বক্তব্য রয়েছে—সেই কন্যাকে বিবাহ করবে, যে কন্যা মাতৃপক্ষের অসপিণ্ডা, আর পিতার পক্ষে অসগোত্রা। সরল অর্থ দাঁড়াচ্ছে—যাদের পাঁচ পুরুষ ও পিতার সাত পুরুষের মধ্যে পড়লে কন্যাটি বিবাহের অযোগ্যা।

তা হলে চরক কি করে বলতে পারেন অতুল্য-গোত্রা কন্যা বিবাহযোগ্যা। মাতার সপিণ্ডা কন্যাকে বিবাহ করলে কি চরকের সম্মতি থাকবে? আর এ ব্যবস্থা তো ব্রাহ্মণের জন্য অনুমোদিত হতে পারে, কিন্তু ক্ষত্রীয় বৈশ্য কি চরকের কন্যা-বিচার্য্য জাতি? তা কি হয়? চিকিৎসকের আবার কন্যা-বিচারের প্রয়োজন হয় কি জন্যে?

মনু এক জায়গায় বলেছেন—

অপি ব্রাহ্মণঃ সগোত্রাং গত্বা সাম্ভ্রাপত্যং জনয়েৎ।

তস্মাদ্ধি পরিনিষ্ঠিতো ব্রাহ্মণীং ন পরিত্যজেৎ।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সগোত্রা কন্যা বিবাহ করলেও সেক্ষেত্রে সন্তানের জন্ম হবে, কিন্তু ব্রাহ্মণীকে পরিত্যাগ করবে না। সেখানে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের প্রশ্নও নাই। চিকিৎসাশাস্ত্র মহামুনি চরক কি এমন মত সমর্থন করেন?

এক্ষেত্রে মনে হয়, তাই "অতুল্য গোত্রস্য" পাঠটি পরবর্তি যুগে আরও বসিয়ে দেওয়া। চরকে এমন ছিল "অতুল্য গোত্র রক্তসম্বন্ধে"—। কারণ রমণীর যে পুরুষের রক্ত অপেক্ষা কম রক্তের হলে সে গর্ভজাত সন্তানের স্বাস্থ্য, বুদ্ধি, প্রকৃতি ভাল হয়। বিপরীত হলে বিপরীত হয়। বর্তমান পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকগণেরও এই অভিমত। পূর্বে তাই ছিল। তারপর তারের বাইরে "স্ত্রী অপেক্ষা পত্নীর বয়স বেশী" এমন বিবাহের সন্তানের বুদ্ধিতে কন্যাটী শক্তির বিকাশ দেখা যাচ্ছে না।

***"অতুল্য গোত্রীয়" কথাটির উপর মানবীয় কবিরাজ ও পণ্ডিতদের আরও আলোচনা হোক—প্রয়োজন।

আয়ুর্বেদে টিংচার বা অরিষ্ট*

কবিরাজ শ্রীশক্তিপ্রসন্ন রায়, আয়ুর্বেদ-বিশারদ

অধুনা ইহা সর্ববাদীসম্মত যে আয়ুর্বেদ পৃথিবীর যাবতীয় চিকিৎসা প্রণালীর মূল এবং ইহাদের সমস্ত আবিষ্কার আয়ুর্বেদের কথাই বলিয়াছে। এই কারণে আয়ুর্বেদে রোগ নিবারণের অনেক উপকরণ বিদ্যমান আছে। যথার্থই চরক বলিয়াছেন—

"অনেন মুক্তং হৈমজ্যা যদরোগায় কল্পতে।"

অর্থাৎ যাহা কিছু আরোগ্য সম্পাদন করে তাহাকেই ঔষধ বলা যাইতে পারে। এমন কি, চরক লঙ্ঘন অর্থাৎ উপবাসকেও রোগ নিবারণের উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

"অনৌষধং নিরাহারাঃ পথ্যা বহুগদব্যথিতম্।
চরকোপাহিতিক্তিং প্রথমং ঔষধৈস্ত ভিষগৌষধম্।"

হে বৈদ্য! তুমি কি জান সেই ঔষধ, যাহা ভূমিতে জন্মায় না, যাহার কোনও রূপ বা আকৃতি নাই, রোগের নাম যাহা শ্রবণ করিতে হয়, যাহার কোনও রস বা আস্বাদ নাই, যাহা সকলেই জানে এবং চরক যাহা নির্দেশ করিয়াছেন।

আয়ুর্বেদে টিংচার বা অরিষ্টের ব্যবহার কোনও নূতন উপায় নহে। যদিও ইহা প্রাচীনকালে ব্যবহৃত হইত কিন্তু কালের পরিণামবশতঃ ইহা শল্য-চিকিৎসার ন্যায় এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই বিষয় আদি সংহিতার অনেকটি শ্লোক হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে। যথা—

"আসাদ্য সুরসা সম্যক্ প্রযাণি বিবিধানিচ।
সন্ধানেন পরিস্রাব্য রসং যত্নেন ধারয়েৎ।
এবমুদ্দিষ্ট বিধানেন ভিষগজিৎ পরিকীর্তিতঃ।
অরিষ্টস্তু তথা জ্ঞেয়ো দীর্ঘমায়ুরভীপ্সতাম্।"

নানাবিধ ঔষধি সুরাসারে দশ দিন যাবৎ ভিজাইয়া রাখিবে। এমন করিয়া ভিজাইবে যাহাতে ঔষধগুলি সব ডুবিয়া যায়। দশদিন পরে ছাঁকিয়া রস গ্রহণ করিলে অরিষ্ট বা টিংচার প্রস্তুত হইল। ইহাকে বৈদ্যেরা অরিষ্ট আখ্যা দিয়াছেন। এই অরিষ্টের গুণ যে কত তাহা ইহা প্রস্তুত হইবামাত্রে ঠিক তাহার অনুরূপ হইবে।

প্রায় তিন বৎসর পূর্বে শাস্ত্র-কার প্রেসার প্রতিষ্ঠাতা এই উপায় অবলম্বন করিয়াছেন যাহাতে আয়ুর্বেদীয় ঔষধ সাধারণের নিকট সুলভ ও সহজলভ্য হইতে পারে। এতদিন যাবৎ আমরাও এই প্রথার অনুসরণ করিয়া আসিতেছি। এই অরিষ্ট বা টিংচারগুলি প্রয়োগক্ষেত্রে রসায়নের কঠোর পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া কৃতকার্য হইয়াছে।

সর্ব প্রথমে এই টিংচারগুলি আমরা বিভিন্ন রোগী ও আত্মীয়স্বজনের জন্যে নীরবদ্ধ রাখিয়াছিলাম। কিন্তু পর তিন বৎসর যাবৎ কলিকাতার নিকটবর্তী যাদবপুর টিউবারকুলোসিস হাসপাতালে প্রায় ১৫০০ রোগীর প্রতি প্রয়োগ করিয়া ফলের সুফল দেখিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, এই সকল টিংচার আয়ুর্বেদের কথিত অন্যান্য প্রকার ঔষধ, যেমন পাচন, চূর্ণ ও বটিকা প্রভৃতি অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ ও অল্পকালের মধ্যে সুফল প্রদান করিতে পারে। ইহার পর আমরা এই ঔষধ সাধারণে প্রকাশ করিয়াছি। আমরা হোমিও-গৃহ-চিকিৎসা বাক্সের মত একটি বাক্স বানিয়া দিয়াছি যাহাতে দুই ড্রামের শিশিতে ভরা ৪৫ শিশি ঔষ

ইঞ্জেক্শন আছে এবং সেই সঙ্গে উহার প্রয়োগ সম্বন্ধে এক পুস্তিকাও আছে।

বিগত এই ঔষধ বাহিনীভুক্ত আয়ুর্বেদ-কলেজ ও হাসপাতালের ডি. বি. বিভাগের ১১ জন রোগীর প্রতি হাসপাতালের সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রীযুক্ত সূর্যকুমার রায় মহাশয়ের আদেশমত প্রয়োগ করিয়া যে ফল পাওয়া গিয়াছে তাহার রিপোর্টের নকল দেওয়া হইল :

১। রোগীর নাম্ ও বয়স—শ্রীবিনেন্দ্র নাথ ঘোষ, বয়স ৩০ বৎসর।

হাসপাতালে ভর্তি ২৮-৮-৬৩, হাসপাতাল ত্যাগ—৭-৫-৬৪।

প্রধান উপসর্গ—(১) তীব্র কাসের বেগ, (২) অধিক অনিদ্রা, (৩) অগ্নিমান্দ্য।

রোগীর ইতিবৃত্ত—হাসপাতালে আসিবার পূর্বে প্রবল কাসির বেগের সহিত সময়ে-অসময়ে রক্ত চার বৎসর যাবৎ পড়িত। X-Ray পরীক্ষাতে T.B. পাওয়া গিয়াছে।

পূর্বের চিকিৎসা—Anti-tubercular drugs বহু পরিমাণে দেওয়া হইয়াছে।

তাহা সত্ত্বেও ইঞ্জেক্শন চিকিৎসা—৯।২।৬৪তে রোগীর মুখ দিয়া রক্তস্রাব প্রচুর পরিমাণে হওয়াতে তাহাকে "রক্তপিত্তান্তক" "রাস্নাদি" সহিত দিনে চার বার করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু পরদিন রক্তস্রাব প্রচুর পরিমাণে হওয়াতে ঐ ঔষধই দিনে চারিবারের পরিবর্তে ঘণ্টায় ঘণ্টায় দেওয়া হয়। ১৪ ঘণ্টা পরে রক্তস্রাব অনেক কমিয়া গেল এবং তিন দিন ঐ ঔষধ সেবনের পরে রক্তপড়া একেবারে বন্ধ হইয়া গেল।

সিদ্ধান্ত—"রাস্নাদি সহিত রক্তপিত্তান্তক" প্রয়োগ করিয়া প্রমাণ হইল যে ইহা অধিক পরিমাণে মুখ দিয়া রক্তস্রাব-নিবারণে উপযোগী এবং উহা পরীক্ষার যোগ্য।

২। রোগীর নাম ও বয়স—শ্রীমতী রেখা বসু, বয়স ২৪ বৎসর।

হাসপাতালে ভর্তি—২৮.৮.৬৩, হাসপাতাল ত্যাগ—২৮-৪-৬৪।

প্রধান উপসর্গ—(১) মধ্যে ২ কাসের ঢাল হয় কিন্তু শ্লেষ্মা উঠে না, (২) অসুখ, (৩) অগ্নি সময়ে-অসময়ে থাকে।

রোগীর ইতিবৃত্ত—প্রায় সকল সময়ে অগ্নি ও শ্লেষ্মা না হইয়া কাস। বার বার মুখ দিয়া রক্তস্রাব হাসপাতালে ভর্তি হইবার সাত বৎসর পূর্ব হইতে হইতেছে। X-Rayতে T. B. রিপোর্ট।

পূর্বের চিকিৎসা—বহু পরিমাণে Anti-tubercular ঔষধ দিয়া বিশেষ ফল হয় নাই।

আয়ুর্বেদীয় ইঞ্জেক্শন চিকিৎসা—১৮।১১।৬৪তে অধিক পরিমাণে মুখ দিয়া রক্তস্রাব হওয়াতে "রক্তপিত্তান্তকের সহিত রাস্নাদি" প্রতি ঘণ্টায় দেওয়া হয়। পরদিন রক্তপড়া অনেক কমিয়া গেল; দুই দিন পরে কেবল থুথু ফেলার সময় রক্ত বাহির হইত এবং ২১।১১।৬৪ অর্থাৎ তিন দিন পরে মুখ দিয়া রক্তস্রাব একেবারে বন্ধ হইয়া গেল।

সিদ্ধান্ত—কেবলমাত্র ২৪ ঘণ্টা "রক্তপিত্তান্তক ও রাস্নাদি" প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল হইয়াছে। উহা পরীক্ষার যোগ্য।

৩। রোগীর নাম ও বয়স—শ্রীতপন কুমার ব্যানার্জি—বয়স ২৭ বৎসর। হাসপাতালে প্রবেশ—২৭৮৬৩।

প্রধান উপসর্গ—(১) অসুখ, (২) খাসকষ্ট, (৩) অনিদ্রা।

রোগীর ইতিবৃত্ত—রোগীর হাসপাতালে ভর্তি

হইবার চারি বৎসর পূর্ব হইতে কাশ হইত ও সেই সঙ্গে জ্বরভাব অবস্থা। X-Rayতে পার্শ্বে T. B. ধরা পড়িয়াছে।

পূর্ব চিকিৎসা—বহু পরিমাণে Anti-tubercular drug দিয়াও বিশেষ ফল হয় নাই।

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা—১৮।১১।৬৪তে "শোধনাদ্য" পঞ্চকোলের সহিত প্রতিদিন ৪ বার করিয়া দেওয়া হয়। আর অন্য সব ঔষধ বন্ধ করা হয়। দুই মাস ব্যবহার করিয়া রোগী সুস্থ অনুভব করিল এবং তাহার ওজনও বৃদ্ধি হইল।

সিদ্ধান্ত—সমস্ত Anti-tuberculous drug বন্ধ করিয়া দুই মাস যাবৎ "শোধনাদ্য" প্রয়োগ করিয়া রোগীর অবস্থার কোনও ক্ষতি হইল না। বরং X-Ray দ্বারা উহার ফুসফুস্ ও calciumএর বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইয়াছে।

৪। রোগীর নাম বয়স—শ্রীঅক্ষয় দাস—বয়স ৫০ বৎসর—হাসপাতালে ভর্তি—৪।৬।৬৪।

প্রধান উপসর্গ—(১) ঘর্ম ২ বৎসর বৃদ্ধি, (২) ক্ষুধা ১ মুখ দিয়া রক্তস্রাব, (৩) কাশের সহিত শ্লেষ্মা উঠে না, (৪) সর্বশরীরে ব্যথা।

রোগীর ইতিবৃত্ত—মুখ দিয়া রক্তস্রাবের সহিত জ্বরের বৃদ্ধি এবং কাশ ছয় বৎসর যাবৎ হইতেছে। X-Ray পরীক্ষাতে T. B. পাওয়া গিয়াছে।

পূর্বের চিকিৎসা—প্রত্যহ যাবৎ নানা বৎসর Anti-tuberculous drugs অধিক পরিমাণে সেবন করিয়া বিশেষ ফল হয় নাই।

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা—সাধারণ রক্তস্রাবের জন্য প্রতিদিন চার বার করিয়া "রক্তপিত্তারি" বাত্রাদির সহিত দেওয়া হইল। ৫৮ দিন প্রয়োগের পর মুখ দিয়া রক্তস্রাব একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। অনবরত কাশের জন্য "রক্তপিত্তারি" বাত্রাদির সহিত ১২ দিন পর্যন্ত দেওয়া হয়, তাহাতে কাশ অনেক কমিয়া গেল।

সিদ্ধান্ত—সাধারণ ব্যবহারে মুখ দিয়া রক্তস্রাব "রক্তপিত্তারির" ৫৮ দিন প্রয়োগে বন্ধ হইয়া যায় এবং তাঁহাকে ১২ দিন এই ঔষধ প্রয়োগের পর কাশও অনেক কমিয়া যায়।

৫। রোগীর নাম ও বয়স—শ্রীমতী আরতী রানী—বয়স ২১ বৎসর। হাসপাতালে প্রবেশ—২৩।৪।৬৩।

প্রধান উপসর্গ—(১) কাশের সহিত শ্লেষ্মা উঠে, (২) অরুচি, (৩) মুখে ব্যথা।

রোগীর ইতিবৃত্ত—হাসপাতালে আসিবার ১৫ বৎসর পূর্বে তাহার মধ্যে ২ বার এ কাশ হইত। কাশের সহিত শ্লেষ্মা উঠিত এবং রোগী জীর্ণ হইতে লাগিল। X-Ray পরীক্ষাতে T. B. পাওয়া গিয়াছে।

পূর্বের চিকিৎসা—কাশের জন্য বহু পরিমাণে Anti-tubercular drug, কাশের ইঞ্জেক্সন ও অন্যান্য ঔষধ দিয়াও কোনও ফল হয় নাই।

আয়ুর্বেদের ইঞ্জেক্সন চিকিৎসা—২০।৪।৬৩তে "কাসারি" দিনে চার বার করিয়া চার সপ্তাহ পর্যন্ত দিবার পর রোগী অত্যন্ত কাশ ও শ্লেষ্মা উঠা হইতে অনেক সুস্থ হইয়াছিল।

সিদ্ধান্ত—এই রিপোর্ট হইতে দেখা যাইতেছে যে, "কাসারি" কেবলমাত্র তিন চার সপ্তাহে দিবার পর কাসারি কাশ ও কাশের সহিত কফোৎক্লেশ-উঠা হইতে রোগী অনেক সুস্থ হইয়াছে।

রোগীর নাম ও বয়স—শ্রীমতী রাজিয়া খাতুন—বয়স ৪৫ বৎসর। হাসপাতালে প্রবেশ—১৩।৩।৬৩।

প্রধান উপসর্গ—(১) কাশের সহিত শ্লেষ্মা উঠে, (২) অরুচি, (৩) মধ্যে ২ বমনেচ্ছা।

রোগীর ইতিবৃত্ত—হাসপাতালে আসিবার তিন মাস পূর্বে তাহার হুইপিং কাশি সহিত জ্বর হইয়াছিল। X-Ray পরীক্ষাতে T. B. জানা গিয়াছে।

পূর্বের চিকিৎসা—প্রচুর পরিমাণে Anti-tubercular ঔষধ দিয়া কোনও বিশেষ ফল পাওয়া যায় নাই।

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা—৩.৯।৬৮ তারিখে Anti-tubercular সমস্ত ঔষধী বন্ধ করিয়া দিয়া বিরেচন করিয়া "খোরাকুরের" সহিত "পঞ্চতোল" দেওয়া হয়। এই ঔষধ ব্যবহার দুই মাস যাবৎ দিবার পর রোগী সুস্থ বোধ করিলে ক্ষুধা বৃদ্ধি হইল এবং কেবল মজবুতা করিবার সময় অল্প কাসও হইত।

সিদ্ধান্ত—"খোরাকুর ও পঞ্চতোল" ব্যবহার করিয়া রোগী সুস্থ বোধ করিয়াছিল এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি হইয়াছিল।

৭। রোগীর নাম ও বয়স—শ্রীগোপাল চন্দ্র পাল—বয়স ৪০ বৎসর। হাসপাতালে প্রবেশ—৯।১।৬৮।

প্রধান উপসর্গ—(১) কাসের সঙ্গে কফ সহিত রেষা উঠে না, (২) মধ্যে ২ সর্দ্দিজ্বর ও সর্দ্দিজ্বর অল্প, (৩) মধ্যে ২ মুখ দিয়া রক্তস্রাব, (৪) সর্ব্বশরীরে আলা বোধ।

রোগীর ইতিবৃত্ত—হাসপাতালে আসিবার এক বৎসর পূর্ব হইতে মধ্যে ২ জ্বর হইত এবং কাসের সহিত রেষা উঠিত না এবং তখন ২ শরীর ক্ষীণ হইতেছিল। X-Ray পরীক্ষাতে T. B. পাওয়া গিয়াছে।

পূর্বের চিকিৎসা—২৪।১১।৬৪ হইতে অনবরত কাস ও সর্ব্বশরীরে আলার জন্য "রক্তপিত্তান্তক" ও "কালাগুরু" দেওয়া হইয়াছিল। দুই মাস যাবৎ একাদিক্রমে ওই দুইটি ঔষধ দিবার ফলে সর্ব্বশরীরের আলা ও কাস কমিয়া গেল।

২৩।১।৬৮ তারিখে আরোগ্যে "খোরাকুর" রক্তপিত্তান্তক ও কালাগুরুর সহিত দেওয়া হয়। এই সময় মুখ দিয়া রক্তস্রাব অধিক হওয়ায় তখন সমস্ত ঔষধ বন্ধ করিয়া কেবল "রক্তপিত্তান্তক" মধ্যে মধ্যে ২ দেওয়া হয়। তাহাতে বেশ ফল হইয়াছিল।

৮। রোগীর নাম ও বয়স—শ্রীঃ-ঃঃ পাল বয়স ৫০ বৎসর। হাসপাতালে ভর্তি ২।৭।৬৮। হাসপাতাল ত্যাগ—১৭।৮।৬৮।

প্রধান উপসর্গ—(১) কাসের সহিত শ্লেষ্ম উঠে না, (২) মধ্যে ২ মুখ দিয়া রক্তস্রাব, (৩) অরুচি, (৪) বুকে ব্যথা।

রোগীর ইতিবৃত্ত—পর তিন বৎসর যাবৎ মধ্যে ২ জ্বর ও তাহার সহিত খুব ২ কাসের বেগ ও সেই সঙ্গে মুখ দিয়া রক্তস্রাব হইত। X-Ray পরীক্ষাতে T. B. পাওয়া গিয়াছে।

পূর্বের চিকিৎসা—প্রচুর পরিমাণে Anti-tubercular ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল।

১।১১।৬৪ তারিখে মুখ দিয়া প্রচুর রক্তস্রাব হওয়ায় clotaden Inj. ও Vit. K দিয়া কোনও ফল হয় নাই। অধিকন্তু তাহাকে morphin ও Sulph 1 gr. injection দিয়াও কোন ফল হয় নাই। এই সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া কোন ফল না হওয়ায় তাহাকে "রক্তপিত্তান্তক ও কালাগুরু" প্রতি ঘণ্টায় দিবারাত্রি দিবার পর নিদ্রা আসিল। পর দিন অর্থাৎ ৮।১১।৬৪ তারিখে মুখ দিয়া রক্ত-

ইহা একেবারে বন্ধ হওয়ায় ঔষধের মাত্রা কমাইয়া দিনে ৪ বার করিয়া দেওয়া হইল।

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, রোগীর মুখ দিয়া রক্তস্রাব যে দিন বন্ধ হইল সেই দিন হইতে তাহার সমস্ত শরীরের জ্বালা আরম্ভ হইল। তখন অর্থাৎ ১৯।১২।৮৮ হইতে তাহাকে "রক্তপিত্তান্তক" সহিত "কাসামৃত" দিবার ব্যবস্থা হইল।

২৬।১।৮৯ তারিখে অর্থাৎ দুই মাস এক নাগাড়ে ঐ ঔষধ সেবন করার পর রোগী কাস ও সর্বশরীরে জ্বালা হইতে একেবারে নিষ্কৃতি পাইল এবং তাহার শরীরের উপসর্গও অনেক কম হইল।

সিদ্ধান্ত—মুখ দিয়া রক্ত উঠা যখন রক্তবোধক সমস্ত ঔষধ, এমন কি, morphin Inj. দিয়াও বন্ধ হইল না, তখন "রক্তপিত্তান্তক" বন্ধ হইয়া গেল। এই রোগীর কাসের জন্য "কাসামৃত" ও সর্বশরীরের জ্বালার জন্য "রক্তপিত্তান্তক" বিশেষ ফল হইয়াছিল।

২। রোগীর নাম ও বয়স—শ্রীপরিমল সেনগুপ্ত, বয়স ৫০ বৎসর।

সমস্ত Anti-tubercular drugs দেওয়া হয়, কিন্তু কোন ফল হয় নাই।

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা—২৪।১।৮৯তে প্রচুর পরিমাণে মুখ দিয়া রক্ত উঠায় তখন সমস্ত ঔষধ বন্ধ করিয়া "রক্তপিত্তান্তক" বাসাদির সহিত এক ঘণ্টা অন্তর ২ দেওয়া হয়। পরদিন তাহার সমস্ত দিনে মাত্র ২ফোঁটা রক্তের বেগা দেখা যায়। ২৮।১।৮৯তে অর্থাৎ "রক্ত পিত্তান্তক ও বাসাদি" সেবনের তিন দিন পর হইতে মুখ দিয়া রক্তস্রাব একেবারে বন্ধ হইয়া যায়।

সিদ্ধান্ত—এই বিশেষ রোগীর মুখ দিয়া ২১ দিন যাবৎ রক্ত উঠিয়াছিল। সমস্ত এলোপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করিয়া কোনও ফল হয় নাই। "রক্তপিত্তান্তক ও বাসাদি" তিন দিন ব্যবহারে রক্তপড়া একেবারে বন্ধ হইয়া গেল।

১০। রোগীর নাম ও বয়স—শ্রীঅতুল নাথ সরকার—বয়স ৩০ বৎসর।

হাসপাতালে ভর্তি—১১।১০।৮৪। হাসপাতাল ত্যাগ—০০।৮।৮৪

প্রধান উপসর্গ—(১) স্থীবণ কাসের বেগ, (২) অল্প অল্প জ্বর, (৩) অরুচি।

রোগীর ইতিবৃত্ত—হাসপাতালে আসিবার ২৪ মাস পূর্ব হইতে হঠাৎ বেগের সহিত কাস এবং মধ্যে মধ্যে জ্বর হইত। X-Ray পরীক্ষায় ফুসফুসের দুইদিকে T.B. পাওয়া গিয়াছে।

পূর্বের চিকিৎসা—Streptomycine, I.N.H. F.A.S. এবং অন্যান্য আধুনিকীয় ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল।

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা—রোগী তিনবার যাবৎ বেগের সহিত কাসে ভুগিতেছিল এবং অন্য নানা প্রকার Anti-tubercular drugs দিয়া ফল না হওয়ায় ১৮।১।৮৯ হইতে "কাসামৃত" ব্যবস্থা করা হয়।

সিদ্ধান্ত—"কাসামৃত" মাত্র তিন ব্যবহারের পর রোগীর কাসের বেগ কিছু কম হইল। ২৮।১।৮৯তে অর্থাৎ "কাসামৃত" একমাস সেবনের পর রোগীর ভাল অনেক শান্ত হইল এবং ১০।৩।৮৯ হইতে রোগীর কাসের সকল কষ্ট দূর হইল। ইহাতে বেগের সহিত কাসে "কাসামৃতের" ফল প্রদর্শিত হইল।

১১। রোগীর নাম ও বয়স—শ্রীবীরেন্দ্র নাথ সেন—বয়স ৬৪ বৎসর।

হাসপাতালে ভর্তি—৫।১০।৮৪। হাসপাতাল ত্যাগ—০০।৪।৮৫।

প্রধান উপসর্গ—(১) কাসের সহিত রক্তের উঠে না, (২) জ্বরভাব।

রোগীর ইতিবৃত্ত—প্রায় ১। বৎসর পূর্ব হইতে রোগীর অনবরত কাসের বেগ অথচ রক্তের উঠে না এবং প্রায়ই অল্প অল্প জ্বর হইত। X-Ray পরীক্ষায় উহার ফুসফুসে T.B. পাওয়া গিয়াছে।

পূর্বের চিকিৎসা—Anti-tubercular ঔষধ প্রয়োগ করিয়া কোনও ফল হয় নাই।

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা—প্রথমতঃ "কাসামৃত" দিনে ৪ বার করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ দুই মাস সেবনে রোগীর কাসের অনেকটা উপশম হইল।

সিদ্ধান্ত—যদিও এই কাস T. B.র লক্ষণ, তথাপি "কাসামৃত" সেবনেই রোগীর কষ্টের উপশম হইয়াছিল।

চিকিৎসকদের অনুসন্ধিৎসার উদ্রেক এবং প্রয়োগিক ফল অনুধাবনের জন্য চিকিৎসিত ঔষধগুলির লক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(১) রক্তপিত্তান্তক—অর্জুনছাল ৬ঃভাগ নিসিন্দা অন্তর্মূল অপোকছাল আমলকী কাকন্ত্রিয়ু পল্লবের রসীয়ু নীলকণ্ঠী বলা রসমূল বাসা প্রভৃতি। (২) কাসান্তক—কুষ্ঠ পঞ্চকোল পিপুল যব বাসকছাল অপরাজিতা কণ্টকারী ভার্গিকামূলের রসীয়ু লবঙ্গ অপামার্গ রসমূল বাসা গুলঞ্চ প্রভৃতি। (৩) শ্লেষান্তক—আকন্দ পিপুল নিসিন্দা চিতা যবক্ষার বিষ রসীয়ু তালমূলের অপরাজিতা ক্ষেতপাপড়া বরুণ বলা পাথরকুচি রাসা প্রভৃতি। (৪) ব্যাত্যাদি—শিরীষ পুনর্নবা রসমূল প্রভৃতি।

---

* এই বিষয়ে আরও বিশেষভাবে জানিতে হইলে প্রবন্ধকারের সহিত সংযোগ স্থাপন বাঞ্ছনীয়।

—প্রতিষ্ঠান-সম্পাদক

ভূমিকা বিজ্ঞান

ভারতীয় রসৌষধি বিজ্ঞান

পণ্ডিত কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ ব্যাকরণী, বৈদ্যশাস্ত্রী

যজ্ঞানলভবের মঙ্গল কলা সত্তাবিদের ফুরুৎ
ধারা সিদ্ধরসায়নের কল্পনাবীজা সুধাসিন্ধুরা।
ভক্তানাং প্রভব প্রকৃতি জরারাধাধি রোগাংক্ষয়া
ন্যাস্তি যাস্তি জয়ং প্রধান ভিষজে তৈঃ
পরাভৈঃ নয়ঃ।

যাহার আনন্দময় দীপ্তিমান্ মঙ্গল বিভূতি-প্রভাবের অমৃতকল্প সিদ্ধরস (পারদ) দ্বারা জীবগণের জন্ম-মৃত্যু-জরা ও ব্যাধ্যন্ত্যাধি ও রোগসমূহ সমূলে নাশ প্রাপ্ত হয়, জগতের প্রধান চিকিৎসক সেই পরমযোগে প্রণাম করি।

পাশ্চাত্য রসায়নশাস্ত্র বলিতে এক কথায় যেমন রসৌষধি হইতে আরম্ভ করিয়া বায়ু, জল, ত্রাবকবর্গ, এলকোহল্ প্রভৃতির বিশ্লেষণ বুঝাইয়া থাকে, আয়ুর্বেদে রসায়নশাস্ত্রে তাহা বুঝায় না। আয়ুর্বেদীয় রসায়নশাস্ত্রে "রসায়ন" বলিতে "ব্যাধ্যাদি বিকৃতি রসরক্তকরোতথা। চক্ষুষ্যং হরণং বৃষ্যং তেজস্কৃদ্ বয়ঃ রসায়নম্ ॥" (চরক)

যাহা সাধারণ ও জরাব্যাধিপীড়িত জীব জীব

ভ্রম সংশোধন :—১০৯—১১৬ পৃষ্ঠাস্থানে ১১৩—১২০ পৃষ্ঠা হইবে।

লোকের বয়স্থাপনের চিকিৎসা বুঝাইয়া থাকে, তাহাকে রসায়ন বলে। রসায়নসা ফলমাহ—

দীর্ঘমায়ুঃ স্মৃতি.....ইত্যাদি (ভাব-প্রকাশ—রসায়নাধ্যায়)।

অথবা রস বুঝাইতে "রসানাং লক্ষণং সমাগ্ বিজ্ঞিতোরসঃ"। অথবা ধাতুবিশেষ বিদ্যা, "রসস্তু রসনা গ্রাহ্য মূত্রাদি রসেষ্বপি"। মূত্রাদি ভেদে বহুরস হইয়াছে। কিন্তু রসৌষধি বিজ্ঞান বুঝাইতে চরকে যাহা কথিত আছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। যথা—

ভিষক্‌কর্ম্মপ্রসঙ্গেন ভিষজ্যাতুপযুজ্যতে
যদ্যতস্তৌ ততঃ সিদ্ধি স্তিষিধং তদ্ব্যবস্থয়েৎ
তৎপুনস্ত্রিবিধং প্রোক্তং জাঙ্গলৌদ্ভিদ পার্থিবম্।
মূর্দ্ধ্নি সপ্তস্থ: পঞ্চস্থাঃ সন্ধিস্থাঃ সুধা
যকৃন্নিলয়ে মনসো লবণং দৈবিকাস্থনে।
(চরক-সূঃ ১ম অঃ)

প্রয়োজনভেদে রস তিন প্রকার—জঙ্গলজাত রস দোষ নাশ করে (দোষ-প্রশমন), জলজাত রস শরীরের ধাতু সকল পুষ্টি করে (ধাতুপোষক) এবং মলমূত্রকর। উৎপত্তি-ভেদে ঐ সকল রস আবার তিনভাগে বিভক্ত করা যায় যথা জাঙ্গল, ঔদ্ভিদ এবং পার্থিব।

স্বর্ণ এবং অন্য পাঁচ প্রকার ধাতু যথা - রৌপ্য, তাম্র, সীসা বঙ্গ, লৌহ এবং উহাদের মল, আর যবাস, তুঁষ, মদ্যসার, ঘৃত, মধু, দৈবিক (খনিজাত, শৈলিয়াদি প্রভৃতি ও রসায়ন প্রভৃতি এই সমস্ত পার্থিব।

রসবিদ্যা ভিষগ্‌প্রোক্তা ধাতুনাং ক্রিয়তে নিজম্।
ধূলীস্তু ভেষজাদ্যাস্তু সর্ব্ববিদ্যাপ্রভা মতা।
চিকিৎসা ত্রিবিধপ্রোক্তা ব্যাধিনাং জয়সংজ্ঞকা।
জ্বরাব্যাধি বিনাশিন্যী চিকিৎসাহি রসায়নম্।

অর্থাৎ রসবিদ্যা তিন প্রকার—ভেষজিয়া, রস-চিকিৎসাও ধাতু বিদ্যা। রসচিকিৎসা দুই প্রকার—ব্যাধিচিকিৎসা ও রসায়নচিকিৎসা। প্রাচীন কালের রসায়নচিকিৎসা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের চিকিৎসাতেও স্থান করিয়াছে। এই বিষয়ে এখনও পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের বহু শিক্ষণীয় আছে। সংপ্রতি বিদুষকাল হইল পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বহু গবেষণা আরম্ভ করিয়াছেন।

রস শব্দে প্রধানতঃ পারদকেই বুঝায়। তাই রসৌষধি-বিজ্ঞান বলিতে "যে শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা সব প্রকার রস, উপরস, ধাতু, উপধাতু, রত্ন, বিষ ও উপবিষসমূহের গুণাগুণ বিশ্লেষণপূর্বক সম্যক প্রকারে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহাকেই "রস-বিজ্ঞান" বলিয়া অভিহিত করিতে পারি।

আয়ুর্বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রস-বিজ্ঞানের বিকাশ: অথর্ববেদের মধ্যে রসৌষধি, বহুবিধ রোগের নাম এবং রোগনাশক ভেষজ-সমূহের আবির্ভাব ও ঘরিঃপ্রয়োগ এবং বন্ধনমুক্ত-বিধি দৃষ্ট হয়। সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, মণ্ডূ ও সীসা—এই ছয় প্রকার ধাতু আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং ইহাদের মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য ও সীসাধাতু রোগ-নাশকল্পে পরিচালনরূপে ব্যবহৃত হইত।

অথর্ববেদের পর আমরা চরক ও সুশ্রুতের মধ্যে আয়ুর্বেদের অথর্ববেদের সর্বতোমুখী বিকাশ দেখিতে পাই।

এইকালে ভিষগাচার্য্যগণ আয়ুর্বেদকে সুনিপুণভাবে আইটী গাথার বিষয় করিয়া প্রত্যেক বিভাগেরই সবিশেষ উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন। মহামতি চরকের সময়ে যেমন একদিকে লতা, গুল্ম প্রভৃতি ভেষজসমূহের অনুপম আবিষ্কার

হইয়াছিল, যেমন এই সময়ে যবক্ষার, সঞ্জিকাক্ষার, পক্কলবণ এবং স্বর্ণ, রজত, লৌহ, তাম্র, সীসক প্রভৃতি ধাতু গলাইয়া ছাঁচে ঢালিয়া যে মূর্তি তৈয়ারী হইত তাহারও আবিষ্কার হইয়াছিল। যথা :—

"কনক রজত তাম্র ত্রপু সীসা আদিত্যাহ্বয়ী ক্ষেত্রু মৃন্মিতীবিক্ষেত্রু যে বদা রসক্রিয়মাণস্যাতে তদা রসুধা বিদ্রবেন জায়তে" ॥ (রসক-সাগর, ৩য় অং)

রসক-মূষক গলাইবার চিকিৎসা হইলেও মূষকোক্ত মূষ, যথা ও তাঁহার আর পাক-প্রণালীর ব্যবস্থা বর্তমান উন্নত বৈজ্ঞানিক মূসরক বিজ্ঞান-সম্মত। নিম্নলিখিত শ্লোকসমূহ হইতে সাধারণের জ্ঞান লাভ করা হইবে, যথা,—"অথাতোঽম্বৈব বিধানেন মূষায়া লক্ষণং স্বর্ণ পাত্রিমুক্তক বিতীক্ষ্ণায়স ভিন্নকর্ণ মূষ্কপাত্রার্থ পাটলা মৃত্তমান-মৃদ্ব-মসণী-স্নিগ্ধ-পূতী কেশরুক্ষাকোষাধারোরুক্ত-ক্ষুদ্রাঞ্জিবন্ধ শুষ্ক-স্নিগ্ধ-স্নিগ্ধ কোমাক্তী: সমুদ্রলক্ষণ-পাত্র আদা হবেৎ" ॥

(মূষক—সূত্রস্থান, ১১ অধ্যায়, ক্ষারপাকবিধি)

সূত্রস্থানে রসবিজ্ঞানীয় ত্রিংশাধিকশত অধ্যায়ে নিম্নলিখিত আর ও লবণবর্গের উল্লেখ আছে। "সৈন্ধব সৌবর্চল-বিড়পাক্য রোমক সামুদ্রক প্রভৃতি-ষড়বিধলবণোপযোগ-প্রযুক্ত মুখচিকিৎসা প্রকরণনিদানানের লবণো বর্গঃ" ॥

মূষকের ধাতুর অন্তর্ধূতি-বিধি পরবর্তী কালের ধাতুর জারণ-মারণ সূচনা করিয়া দিতেছে। নিম্নলিখিতভাবে অন্তর্ধূতি প্রক্রিয়ার বর্ণনা আছে। তাম্র লৌহের অতি সূক্ষ্মপাত প্রস্তুত করিয়া তাহাতে লবণবর্গের প্রলেপ দিবে, সেই প্রলিপ্ত লৌহপাত্র, খোলামাটিতে পোড়াইয়া মিহলা, শাল ও সারিবাদিগণের কাথ দ্বারা নির্বাসিত করিবে। এইভাবে ১০বার পড় ও নির্বাসিত করিয়া পুনরায় বহিরাবরণের মাটিতে পোড়াইয়া শীতল করিবে। পরে উক্ত লৌহপাত্র, সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। এই প্রকারে অন্যান্য ধাতুসমূহ অর্থাৎ রজত, সীসক, তাম্র, রৌপ্য ও স্বর্ণের অন্তর্ধূতি প্রয়োগ করা যায়। (সুশ্রুতসংহিতা—উত্তরতন্ত্র-অন্তর্ধূতি বিধি।)

সুশ্রুতের অন্যতন্ত্রে বর্ণাদির বিষচিকিৎসা, কিন্তু মূষকাদির রসৌষধিতে বিষ-চিকিৎসা, নানাবিধ জীবজন্তুর জৈবিবিষ এবং অন্যান্য জীবাণুসংক্রমের সন্ধান পাওয়া যায়। "রক্তপায়ি শিরাস্থানা রক্তাজনসংযোগাৎ হইতে কৃমিজ কর্ণপাকঃ" এবং কেশলাক্তমূত্রত্বে" ইত্যাদি। যখন অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার হয় নাই তাহারও সহস্র বৎসর পূর্বে ঋষিদের প্রজ্ঞাচক্ষে ইহা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল।

যথাযুগে অর্থাৎ তান্ত্রিক যুগে রসবিজ্ঞান-শাস্ত্র পূর্ণ বৈভবের লাভ করিয়াছিল। এই যুগেই রসবিজ্ঞানকল্পে অন্বেষণী-ক্রিয়াসম্পন্ন ঋষি নাগার্জুনের আবির্ভাব হয়। তিনিই রস-শাস্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থপ্রণেতা। এই যুগেই ধাতুবীয় মৃত্ত হইতে রস, উপরস, ধাতু প্রভৃতি এবং বহুবিধ জীব জন্তুর ভিতর হইতে মূলার্ক ও তীক্ষ্ণ বিষ সংগ্রহ করিয়া চিকিৎসা জগতে এক অভিনব আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং বিবিধ কৌশলে পারদাদির সংস্কারপূর্বক উহাদের উপর নানাভাবে প্রয়োগ করিয়া যে কৃতকার্যতা লাভ হইয়াছিল, তাহা অভিবিস্ময়কর। এই আবিষ্কার আয়ুর্বেদ-জগতের অভূতপূর্ব ধন। এই সময়ে চিকিৎসা-জগতে ভারতবর্ষে একটী নবজাগরণের উদ্বোধন হয়। এই রসবিজ্ঞান চিকিৎসা একটী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, "যাহার ফলে বৈদিক

চিকিৎসা-প্রণালী বহুলাংশে জীবন্ত হইয়া পড়িয়াছিল।" পরবর্তীকালে ভিষকগণ অধিকাংশই রসবিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা-প্রণালী গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির পথে পথে ক্ষেত্রভূমি সহযোগে নব নব ভাবে আয়ুর্বেদোক্ত চিকিৎসার বিধি ও বিধান আবিষ্কার করিয়া মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়া আসিতেছেন।

মহামতি নাগার্জুন রসবিজ্ঞানের যে পথ আবিষ্কার করিয়া রস-কল্পকুল রোপণ করিয়াছিলেন, পরবর্তী কালে তাহাই শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া পুষ্পিত হইয়াছিল এবং কালক্রমে এই কল্পতরুই জীবের একমাত্র আশ্রয়স্থল হইয়া উঠিয়াছিল। এই প্রকারে বৈদিক যুগ হইতেই পরম্পরাক্রমে প্রাচীন ভারতে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সর্বতোমুখী উন্নতি সাধন হইয়াছিল। ভারতীয় মুনাচার্য অধিগণ রসকে পুরোভাগে রাখিয়াই রসৌষধি-বিজ্ঞান আলোচনা করিয়াছিলেন। ইহা প্রথমে ভগবান শম্ভু ভক্তদের জীবের কল্যাণ নিমিত্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই রসের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী পৌরাণিক আখ্যায়িকা দেখা যায়। এই প্রকার বহু পৌরাণিক আখ্যায়িকার ভিতর দিয়া সত্য দ্রষ্টা ঋষিগণ রসের গুণে বহু বিষয় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। উক্ত আখ্যায়িকায় রসকে "শিবরেতঃ" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। বর্ণনা-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে,—

"দৃষ্ট্বৈতি রাত্রি তদ্বং বহ্নি মুক্তিলো রবিঃ।
অধোরেতোতি বিষ্ণুঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ তদ্বালঃ পুমান্"

(রসরত্নসমুচ্চয়)

পারদ শিব মূর্ছিত হইয়া অন্তের রোমকূপ করে, নিজে বদ্ধ হইয়া অন্তকে রোগমুক্ত করে, এবং নিজে মৃত হইয়া অন্তকে অমর করে; অতএব পারদ অপেক্ষা কল্পতরু আর কে আছে?

"মুখে শুক্র যোনিস্থ হিংসাপাপ কলত্রপাত্রয় কিলা
নাশয়ে।
দিব্যং জ্ঞানঞ্চ ধনাদি ও জগতাং হঃ পবিত্রকঃ
সুতাং।"

যেন-শুক্র-যোনাস্থের হিংসাদি পাপ হইতে অনায়াসে মুক্তি লোক উৎপন্ন হয়; সেই মুক্তি রোগও যে পারদ প্রদান করিয়া থাকে, সেই পারদ অপেক্ষা পবিত্রতরই বা কে আছে? এমন অমৃত কল্যাণকর অমর-মূল্য রসকে, রসকে "শিবরেতঃ" ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে। ইহাকে প্রথমে বন্দনা করা হয় নাই। আমার বিশ্বাস—যেমন শ্রীশ্রীভগবান পুরুষোত্তম স্বয়ং বরণ স্বাধীন অবতার-রূপে জগৎ পরিত্রাণ করিলেও পরমারাধনী, সেই প্রকার রসও (শিবরেতঃ) নিজের মহিমায়ই স্বপ্রকাশ। পৃথিবীতে এক রস ভিন্ন এমন কোন ঔষধ আবিষ্কার হয় নাই যাহা একা নিজ বীর্যে সমস্ত রোগ নাশ করিতে সক্ষম। মহাত্মা যেমন নিজের তেজেই জগৎ সংসার করিতে সমর্থ, একমাত্র রসরাজপারদই সকল ব্যাধি বিনাশ করিয়া জীব দেহকে সুস্থ ও নবীন করিতে সক্ষম। এইজন্য রসশাস্ত্রে পারদের বিশেষ বন্দনা—

"নমস্তেস্তেন রূপেন পূজ্যায় লোকপ্রীতিকর্ত্রে
সহস্র বাহবে।
কৃপাতেজেন পুরুষ বর্দ্ধনেন বহু সর্বতোমুখে
কৃপাত্রিনেত্রায়।"

(রসেন্দ্রমঙ্গল)

বাস্তবিক বর্ণনেই এই পূজা, তাহার স্পর্শ ও দেবনে কিনা হইতে পারে? বাস্তবিকই রস-

প্রয়োগনিপুণ ভিষক্‌গণ পারদের বিভিন্ন প্রকার সংস্কারপূর্বক এবং বহুবিধ দোষ পরিকল্পনা করিয়া পারদবন্ধনাদিকে সার্থক করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সাধারণতঃ পারদ পঞ্চ সংস্কারে অভিহিত হইয়া থাকে—

"মলে-ক্ষয়েন্দ্র-মুখ-পাতনো-নিরুদ্ধযুগ্যা।"

ইত্যাদি—

এই পারদ যখন মূর্ছিত থাকে, তখন বিবিধ ধনিজ ধাতুর মিশ্রণে ও মূর্ছিত হইলে দোষযুক্ত অবস্থায় থাকে। রসবিশারদ পণ্ডিতগণ অন্বেষণ দ্বারা মূর্ছিত পারদের ঐ দোষ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যথা—"নাগো বঙ্গোমল বহ্নিস্তৈলাক্ষ-বিষাগিরিঃ। অভ্রক্লান্তিমহাদোষাঃ সৈদর্শাঃ পারদে স্থিতাঃ"। সৈদর্শিক দোষসমূহকে সংস্কার করিয়া পারদকে গুণবত্তর করার জন্য অষ্টাদশ সংস্কার বিধি অন্বেষণ দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন এবং ত্রিমূল হইতে উর্দ্ধপাতনে রসগ্রহণ করিলে তাহা যে অতি অল্প দোষযুক্ত হয়, ইহাও আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ সংস্কার যথা—

শোধনং মেলনঞ্চৈব মর্দ্দনং মূর্ছনন্তথা।
পাতনং বোধনঞ্চৈব নিয়মন গুরুঃপরম্।
দীপনমন্বাসনং প্রাশনমপি বৃংহণম্।
সপ্তাপন্তথা গর্ভদ্রুতিজারণ মারণে।
তদ্বীকরণ যোগক সহজন যোগবাহ তথা।
অষ্টাদশ রসস্যৈতে সংস্কারাঃ জারণে মূতৈঃ।
যোগবাহী সংস্কারান্ যোগবাহে তদ্যোগে সুধীঃ।
নহি খল্লোরসঃ শুদ্ধ এতৈঃ কর্ম্মাষ্টকং বিনা।
বিশিষ্যতেঽসৌ ত্রিমূলাদ্রসৌরসো যথাবিধি।
বিনা কর্ম্মাষ্টকেনৈব যোগবাহক সর্ব্বতঃ।

(রসরত্নসমুচ্চয়)

এবংপ্রকারে রস সংস্কারপূর্বক ধাতুপ্রয়োগ-যোগী করার বিবিধ বিশ্লেষিত প্রণালী অবলম্বন করা হইত। অথ শুদ্ধ রসস্য মূর্ছনম্ :—

"কালকূটো বৎসনাভঃ মূলকন্দ প্রকীর্ত্তিতঃ।
হলাহলো গরপুত্রো হারিদ্রঃ শুক্লক স্মৃতা।
সৌরাষ্ট্রিক ইতি প্রোক্তঃ বিজ্ঞেয়া অষ্টী নর।
অর্ক স্নেহেন মূর্ছয়ে লাঙ্গলী করবীরতঃ।
গুঞ্জাদ্বিদেন সিন্ধোত্থঃ প্রলোপবিষ তারতঃ।
এতৈর্বিমর্দ্দিতঃ সূতঃ দ্বিগুণপক্ষঃ প্রজায়তে।
মূর্ছক জায়তে তস্য ধাতুস্থ প্রসরে ধ্রুবম্।

শার্ঙ্গধর-১২ অধ্যায়।

রসরত্নসমুচ্চয় গ্রন্থে পারদ ও ধাতু প্রভৃতির সংস্কার, জারণ, মারণ ও ভস্ম প্রস্তুতি করিবার বিবিধ উনত্রিশ প্রকার যন্ত্রের বর্ণনা ও ব্যবহার প্রণালী, পঞ্চবিধ প্রকার মূর্ছার বিস্তৃতরূপ এবং ষড় প্রকার পুটের ব্যবস্থা আছে। প্রাচীন ভারতে সহস্র বৎসর পূর্বে নানা প্রকার যন্ত্রাদি আবিষ্কারপূর্বক কি অপূর্ব বিজ্ঞানে জারণ ও মারণ প্রভৃতি ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইত এবং গুণাগুণ বিশ্লেষণপূর্বক বিবিধ রোগে ব্যবহৃত হইত, তাহা বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণেরও ভাবিবার বিষয়। ক্ষেত্র ভেদে এই পারদের প্রধানতঃ চারি প্রকার ভেদের বিশ্লেষণ দেখা যায়, যথা—

ক্ষেত্র ভেদেন বিজ্ঞেয়ঃ বিবরীতঃ চতুর্বিধম্
শ্বেতঃ রক্তঃ তথা পীত কৃষ্ণশ্চৈব ক্রমাৎ
শ্বেতঃ শুক্লঃ কলাসাখ্যে রক্তঃ খিল রসাখ্যে
ধাতুবাদেষু তদীয়ঃ যে মতো কৃষ্ণ ক্ষেত্রঃ।

(রসরত্নসমুচ্চয়)

ভস্ম পারদের লক্ষণ নিম্নে উল্লেখ করা গেল—

যথা—অতোশ্চাতক শুক্লোঽলোমশ্চাকল্লোরসঃ।
জ্ঞানাবর্ত্তে যদ্যেনোক্তি অন্যেত্বথা মৃতঃ।

(ক্রমশঃ)

Scientific Section

The Principle of Ayurveda—A Synthesis

Ayurvedacharya Bagala Kumar Majumder, M.A.,

Formerly Professor, Maharaja Kasimbazar G. S. A. College, Calcutta.

(Continued from Magh Number, 1372 B.S.)

Nature and Science

Nature is interlinked with science appositely and oppositely in substance and complexity—the one natural and evernew, the other artificial and lifeless but powerful The uniformity of nature with her diversity is resplendent with the gorgeous spectacle of unfathomed mystery in an unending evolution excelling in finer qualities as well as in the dreadful vastness and destruction of rough and rude plethora. Inscrutable are the forces spreading out into limitless phenomena all around. A very small part of it has been analysed and utilised for the satisfaction of man's inquisitiveness and necessity, working wonders in the crucible of his own intellect. Inspite of miraculous discoveries and inventions,the vast range of manifestations encompassing land, water and spaceless sky, has posed an impossible task and a wild goose-chase. Man's advent into the world after it became fit for habitation from its nebulous state, heralded the sharpening of an inquisitive mind to probe into the riddles and take steps for procuring bare necessaries of life. The stone, iron, copper ages etc might be earmarked, so to say, as the stages of the unfoldment of his rationalism in practice for greater achievements The race of his life began in an unknown age speeding up still now in the exploration of the unknown as a child with its toys.

Whatever may be the opinion of different scientists and historians, the vedas represent the first impression of nature's manifestations and their reaction in the realm of thought-depth of wisdom of the sages regarding their physical, material, spiritual, medicinal and physiological importance. The surrounding panorama set them a-thinking to divulge the true nature of things. A very minor portion has come within the ken of their knowledge—the major portion remaining unknown. The myriads of planets scattered far and wide in the boundless ethereal sky-imagined as inhabited by living beings and possessed with rich products of different kinds, are still a mystery in as much as a very

little knowledge of their working and structure are matters of imagination and not realisation. The launching of rockets or sputniks though specimens of the scientific genius of the modern age having thrown a meagre light upon the background of the boundless sky, might be considered as a madness wasting so much money and energy for nothing tangible to help improve the condition of human beings except the vanity of scientific jugglery.

This is only to come to grip with the unknown and gather experiences of the vastness of the universe and not to create, like the great Visvamitra, a world of his own. However, men may set store to the knowledge thus acquired, the chemistry of nature is as wonderful as her physics. They have opened up eternal vistas of knowledge beyond the power of man to understand and utilise. The norms and forms, events and changes—seas, hills, forests, deserts—colourful birds and animals in water, land and sky, above all, the checkered lights and shades all around in different seasons, charm us eternally as if, in the ever-changing procession of beauty as also in the vision of violent happenings. The scientists have been able to understand and use nature for human necessity to some extent but faced with failure to create a bit of her shape and colour—the vital power or life-force for growth.

Men are simply struck with the scenes and sceneries of the world and their immense peculiarities. Their ingenuity of inventions and discoveries touches a fringe of the bounds of nature. All the branches of science so assiduously established after centuries of labour and research are but insignificant response to the eternal march of manifestations in cycles of time. The diversity of creation knows no bounds. Both creation and destruction are phases of creativeness. The inward urge of man to advance, create and control nature, reflect to a small measure, his unbounded spirit to penetrate, transcend and pervade the whole universe in its manifold spheres. Even so, he is a tool in the hands of the great machine, a victim of diseases both natural and acquired and a misfit in the make-up of nature. As such he reserves within himself the power to resist and to cure diseases with medicines. It is nature that creates them as well as preserves herbs for recovery.

The dormant power of nature or her chemistry unfolding herself into different plants, trees, flowers, fruits, smell, colours, etc. in numerous forms and properties, is too intricate and minute to realise and to apply, what to speak of the multifarious phenomena and events happening in her different regions. The formation of the different spheres, animal kingdom and the mental faculties of human beings so

dynamic to build up the different societies and cultures, climates and races as also the beautiful and terrible train of sights and events surcharging the vital force to open up into limitless channels and universe of complexities, strikes a myracle.

The vast mass of human production out of natural products might be said to be a replica of nature in another form but surely, it has its finality and artificiality in human imperfection however splendid and awe-striking may be the machines and rockets moving in the spaceless sky. The physicists have launched into the depth of the physical structure of the world as also in the constellation above, the result being their achievements in the movement of some planets but inability to set a-going such farmament though sputniks might sweep the space with rounding in a limited sphere without stimulating them to make the eternal round, of their own accord. Creation is not meaningless and purposeless. Centuries of devotion and research in the meandering paths of success and failure, hopes and despairs, growth and destruction, have given a glimpse of the science of nature to the ancients. Inquisitive and diligent in the task they analysed and applied nature for protection from her inroads. This was not only for habitation, food and clothing in the beginning but also remedy for ailments and their preventives in the culture of herbs and metals coupled with the tremendous drive for construction of machine and mechanism for easy journey and production of utensilf and necessaries of life. Gradually advancing and adjusting in favourable and unfavourable circumstances, creating and re-creating in the zig-zag course of life and living through the maze of hazards and hurdles they won the first innings. But later on, in the upsurge of enthusiasm for creativeness for the provision of amenities of life and luxury of scientific development in manifold ways,even in the manifacture of war materials and industry, conflict of interest arose and possibly of war-mongering to a great degree.

Man is caught in his own trap of creation and progress. What was a possibility, has become a certainty. Problems after problems have cropped up beyond solution. What nature has given man's nature has misused for selfish ends and greed has brought deprivation in affluence and dearth in plenty. His inequitable distribution has given place to maladjustment, suffering and animosity and love of power. So the sage of Isopanisad says—"Tena tyaktena bhunjitha, Ma gridha kasyacit dhanam". That is, enjoy with self-abnegation; do not hanker after others, wealth.

The science of nature has given rise

to the sign of life to emerge into the discovery of co-existence of the body. mind and soul—their corelation as well as the science of treatment in case of disorders due to the derangement of mind and body—natural and acquired as also into the intimate relation between animate and inanimate objects flowering into the science of Ayurveda. Man has created a miniature world of his own out of nature to fulfil his mission of livelihood fairly and equately in the growing realisation of his manhood The different cultures and costumes, habits and manners—social, economic and political changes are but marks of his immense possibility. His mind can not remain static. It creates, breaks and stumbles at every step still pursuing in the norm of mental make-up good or bad. In the zeal for progress, protection and enjoyment he has shaped nature within nature or better represented as artificiality in nature. The measure of his bounds of knowledge has determined his conquest of nature and her subservience. The body has its limited freedom of move-ment and growth adjusted to the safety of the constitution so much so that with the progress of society and development of science, an unhealthy artificiality in life, side by side with nature, has precipitated resulting in the loss of resisting power and preponderance of medicines and artificial machanism for satisfying craze for novelty and luxury of living. But science has done no less for higher living, amity and invention unique in power, expansion and depth of research than for multiplying intricate problems, conflict of passions and interests.

(To be continued)

A Research on T. B. Treatment according to Ayurvedic System

By Kaviraj Murari Mohon Ghosh, A M.D., Ayurvedacharya, Kavyatirtha.

Symptoms and Treatment of Tuberculosis

In Ayurveda, the Hindu Medical Science, is written—"Darshana-Sparshana-Prashnaih Parikshetabyah Roginah"—That is, Ayurveda gives indications to be actually searching and inquisitive. The power of observation is most essentially required of the physicians as also power of touch and query.

In the case of chronic diseases physicians will certainly be misdirected if they have not the power of observa-

tion. Specially in the case of Phthisis etc. it is required the most. Let us discuss in this article as to how it is possible to catch the symptoms of Phthisis through observation. According to Western science of medical treatment, there are some means of diagnosing Phthisis, as for example, examination of lungs through X'ray, examination of sputum, blood etc. The western doctors do not admit it as a case of Phthisis if they do not find anything after an examination of this kind. But this western method is not the only way for the diagnosis of Phthisis.

What people Think

There are many who think that if, after the examination, no symptom is established by the doctors, it can never be Phthisis. This idea is absolutely baseless. The body wears out gradually before this disease has made its appearance and the experienced physicians can make proper arrangement for treatment at this stage. From eighty to ninety per cent of the patients may be cured of Phthisis, should the physician understand as to whether the disease has actually started its action on the patient and can apply medicines accordingly. But sometimes the progress of Phthisis from its first stage to the next in advanced condition, is so rapid that it is very difficult to make out its diagnosis. Here lies the test of the physicians.

When continued fever and ceaseless cough are found together, it should be suspected as a case of Phthisis, and the patient should be examined for at least three consecutive days. Then a history of the disease ought to be taken after making extensive enquiries as to whether any of the forefathers of the patient has ever suffered from Phthisis. One thing should be taken special notice of that the patient should by no means know that he or she has got Phthisis. Phthisis reacts very deeply on the human mind. There is hardly any disease that reigns so much over the region of mind as does Phthisis. The patient despairs of his (or her) life, should he (or she) come to know that he (or she) has got Phthisis. Consequently, the patient loses his (or her) resisting power owing to constant thought and his (or her) vitality also decreases gradually. So the experienced physician will show indifference towards the patient as if it is nothing but that does not mean that the patient should be allowed to neglect his (or her) health. That the disease is not a very difficult one should be brought home to the patient by the expert physicians.

Physician's Duty

But the physician should make careful arrangement for treatment as soon as Phthisis is suspected. Treatment will continue, yet the patient

should not get any hints as to what disease he (or she) has been suffering from. This is a very good method of treatment of consumption. The patient ought always to be kept cheerful ; he (or she) should be given amusement through music, songs, caricature and the like—to encourage the patient in all things, to take him (or her) to free air for walking—these are also a part of treatment.

Instructions should be given to the patient who is able to walk and has the power of digestion, to leave his (or her) bed very early in the morning to sit erect in the open air and then to practise inhaling and exhaling slowly. This sort of breathing exercise should be practised daily from fifteen minutes to half-an-hour.

Breathing purifies the bronchial tubes, cleanses the mucous linings and through the help of pure air, makes the lungs aseptic and healthier. Some physicians place Tuberculosis and Phthisis in the same category and get confused on many occasions. But it should always be borne in mind that Tuberculosis can be called Phthisis the moment it attacks the lungs, of course, the action of the disease being much before the lungs are affected and the expert physician can destroy the tubercular germ before the lungs are attacked if he can make proper diagnosis. It is, in Medical science, known as Palmonary T. B.

T. B. attacks various other parts of the body as well but when the lungs are attacked, it is a very serious stage of Phthisis. Yet there is no reason to assume that Phthisis is an incurable disease. There are even some cases where the patients have come round though their lungs were found affected when X-ray was held. In the opinion of doctors, a cavity is generally formed in the lungs at this stage.

Lungs might be attacked or not the physicians should be cautious as soon as slight fever is noticed together with continued cough. Sometimes the physicians take it to be Phthisis when blood is seen coming out of the mouth. But this is not the case. Blood spitting is not a principal symptom of Phthisis. Blood in sputum may be due to many other causes.

According to Ayurveda the common symptoms of Phthisis are as follows—feeling of pain and warmth on the shoulder and sides of the thorax, burning sensation in hands and feet and continuous fever. Phthisis can certainly be cured if proper treatment follows immediately after these symptoms are evident. But is it not wise to take preventive measures rather than to be cured after you have fallen a victim to this disease? You have less possibility of contracting this disease, should you stop the habit of visiting hotels and restaurants, take regular exercise in the morning, such

as walking etc., and drink pure and slightly hot cow's milk from a quarter seer to half-a-seer. Of course, the quantity should be in accordance with the power of digestion. Goat's milk is much better than cow's milk if it is procurable.

Vegetarians do not fall an easy prey to Phthisis. That is why Phthisis is scarcely found among the widows of our country. As soon as childhood passes away, both men and women should practise breathing (pronayam) sitting erect on the bed in the early hours of the morning. This sort of practice enhances the strength of the lungs and no disease pertaining to lungs can easily attack it. Indian saints practise breathing not only for the religious purpose but also for the purpose of health as without a healthy body it is not possible to meditate.

Sun-bath is a great enemy to Phthisis. We can protect ourselves against many diseases if we can control our daily habits regarding food, drink, etc. In case of Phthisis also this is applicable.

Duties of Women

In our country girls generally suppress their disease. The womanfolk do not like to let their husbands or other guardians know their illness for their reluctance to put men into any trouble and because of their natural tendency for concealment and of womanly shyness. But apparently they do not realise the consequence of their serious illness. They really become the source of immense troubles to men for whose undisturbed happiness they conceal their illness and undergo unbearable sufferings themselves. It is needless to mention how many families' peace and happiness have been doomed as a result of this sort of concealment.

It is thus written in our scripture—'the mistress is called the home', yet women of our country are nowadays totally indifferent to their health which is the best worth for the worthy mistress. Can we expect any domestic happiness, beauty and peace from the future mistress if girls are not healthy?

Therefore for the welfare of the society and coming generations, it should be the first and foremost duty of women to look after the betterment of their health as they are advancing in various aspects of life. They should also possess some rudimentary knowledge of health. Uptil youth boys and girls may observe the same principles of health but as soon as girls attain puberty, rules of their health and hygiene are a bit different from those of boys.

The essential principles of health for the boys are regular diet, exercise etc. Girls should, over and above

these rules, regulate the menses ; that is to say, they ought to take special care to see that menstrual discharges are regular. At the root of all the diseases of women there is some sort of menstrual irregularities. Anyway, our object is to say something as to how women can be saved from the hand of consumption. So putting off the discussion regarding the relationship of menstrual irregularities with other diseases, let us now turn our attention to Phthisis alone.

It is an invaluable gift of Creator that girls menstruate. God has planted in it, through the health of women, the seed of the future creation. The woman, who neglect this gift of the Almighty and stops the flow by artificial means ruins her health and does a great harm to the nation as well.

Irregularities in menstruation are due to excessive mental strain with the least physical labour and want of proper health. Some women have immoderate menstrual discharges and some, no discharge at all, and some women again menstruate by small quantities for some consecutive days. If this continues to happen for a long time, Phthisis is sure to come out of this waste. Western education that has been established in this country, is against the nature of our mental make-up and nervous system. Especially the modern school or college education is not at all suitable for the women of our climate.

In ancient times girls and boys of this country used to stay in the "Asram" during their student life and classes were held in free air which was favourable to their nature. But now the practice of our girls and boys is that as soon as it is 9 o'clock in the morning they somehow swallow hot food and the next moment, a glass of cold water and then start hurriedly for the college. In this tropical country they are kept confined from half-past-ten till five o'clock in the evening in the class-rooms with insufficient light and air. This is much harmful to them. Though the boys can somehow manage to bear this for their out-door games and walking in the open air, it is tremendously injurious to the health of girls who generally keep in-doors.

Confinement in Class-Rooms

Confinement in the class-rooms and excessive study bring pressure on the nervous system of the girls and so it tells upon their mental faculties. Consequently, there are in most cases irregularities in the menses. As a result of too much anxiety for study some girls do not have menstruation at all and some suffer from immoderate flow. Bloodlessness (anæmia) comes out of excessive discharge and thereafter Phthisis makes its appearance. There-

fore, if the girls and their guardians take preventive measures in time, there can be no cause of fear from consumption.

Women who do not menstruate even after puberty, should drink sufficient milk. Fish and meat can also be taken as far as digestible; but the meat of flesh-eating animals is not good. Although fish is not forbidden for the Bengalees, it is better not to take it. It is advisable to take pure (Gawa) Ghee and blood-increasing fruits such as apples, grapes etc. After a few days' use of these things girls are sure to discharge menses regularly.

Those who discharge too much at the time of menstruation, should first of all try to stop this extra flow. If this cannot be stopped, there is a great likelihood of Phthisis making its appearance owing to excessive waste of blood. Ayurvedic 'Sahasra Putita' or 'Shata Putita Lauha' (iron incinerated for thousand or hundred times) is an excellent medicine to stop the excessive flow. Wonderful results will be noticed after this medicine has been applied three or four times a day from one grain to four grains.

A glass of cold water should be drunk every morning as long as this over-flow is not stopped. Domestic peace and happiness can be enjoyed, should the girls take voluntary care of their health in this way. The prevalence of Phthisis now-a-days, in almost every household of Bengal, is mainly responsible for the carelessness of men and ignorance of women regarding health and hygiene.

স্বাস্থ্যনীতির বিভাগ

স্বাস্থ্য-নীতির দু' চার কথা

কবিরাজ শ্রীনলিন মোহন সরকার, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী

বায়ুকথা

বায়ুকথা সম্বন্ধে আপনারা সকলেই অনেক কিছু জানেন। আমি এখানে শরীরের সঙ্গে বায়ুর কি সম্বন্ধ সেই বিষয়ে কয়েকটি কথা বলিব। শরীরে কোন কোন বায়ু প্রয়োজন, বায়ুর অভাব হইলে বাধির আবির্ভাব—বায়ু পূরণ করিলে বাধি নিরাময় হয়—সেই কথা সংক্ষেপে বলিব। শরীরস্থ সমানাদিক্রম বলিত বায়ুর অভাব হইলে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক, রক্ত, মাংস, মেদ প্রভৃতির পুষ্টি-হীনতারূপ ব্যাধি জন্মে। যেহেতু শরীর রক্ষার জন্য স্নেহের সর্বদাই ব্যবহার হয়, তথা—ঘৃত তৈল বসা মজ্জা প্রভৃতি এই সকল শরীরস্থ মল-

সার অভাবে শরীরের বাড়বৃদ্ধি হইতে থাকে। শরীরে স্নেহ জাতীয় খাদ্য, যথা—ঘৃত মাখন তৈল চর্বি থাকে মাংসের অভাব হইলে চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি কমে—অন্ধ হইবার শক্তি থাকে না। শরীরের চর্মরক্ষার জন্য তৈল মাখানোর প্রয়োজন হয়—নানাপ্রকার তৈল চর্বে ঘর্ষণ করিতে হয়। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে শরীরের জন্য লৌহের ব্যবহারের নির্দেশ আছে, যথা, মণ্ডুর লৌহ, বাটী লৌহ, গুড়ুচ্যাদি লৌহ, ত্রিফলা লৌহ, সর্বজ্বহর লৌহ, সুবর্ণযুক্ত লৌহ যষ্টিমধু লৌহ, লৌহাসব ইত্যাদি। শরীরের মধ্যে লৌহের অভাব হইলে চুল উঠিয়া যায়, চুল পাকিতে থাকে। আমরা দেখা যায়, লৌহ অভাবে স্নেহের যকৃৎ কার্যালয়ে ও পাকযন্ত্রে, শোষণযন্ত্রে আক্রান্ত হয়। স্নেহের জন্য যবক্ষারজান যুক্ত ও উদযান্তুর ব্যবহার আছে, আমাদের অনেকটার নির্দেশ করিলাম, যথা—লৌহ, গন্ধক, পারদ, তাম্র, সীসা, রাং, ফটকিরি, সোরা, অনেক প্রকার লবণ, খৈষিক মাটি, ক্ষারজাতীয়—আরো অনেক আছে। এবারে ভিটামিনের কথা বলিব—বাস্তবিক পক্ষে নানা প্রকার খাদ্যসমূহে ভিটামিনের সমতা রক্ষা করা কঠিন ব্যাপার। এখন স্নেহের সম্বন্ধে কথা বলিব, যথা—রস যকৃৎ মাংস স্নেহ অস্থি মজ্জা, শেষে শুক্র—এই শুক্রই শরীরের মধ্যে প্রধান। শরীরের মধ্যে সপ্ত ধাতু পূর্ণমাত্রায় থাকিলে স্নেহের পূর্ণ যৌবন ও লাবণ্য দেখা যায়। এই ধাতুসমূহের অভাব হইলে স্নেহ ক্ষয় হইতে থাকে—স্নেহে জরা ব্যাধি বৃদ্ধি আক্রমণ করে। আমাদের স্নেহে কয় প্রকারের প্রকাশ আছে। কয় স্নেহের আছে লবণ ও অম্লরসনা শক্তি, পাকযন্ত্রের রক্তশক্তি আছে—ব্যাধি আক্রমণের ভয় থাকে না। আমাদের শরীরের মধ্যে রসরক্তাদি সপ্ত ধাতুর ভরল ধাতু ও রক্তের সহিত চর্বি তৈল মিশা-উপমিশা মধ্যে চালিত হয়। শরীরমধ্যে বহু স্থানে বহু কোষ আছে। তাহারা রক্ত হইতে নানা বস্তু সংগ্রহ করিয়া নানা স্থানে প্রেরণ করিতেছে। যে অস্থিকোষ, সে রক্ত হইতে হাড়ের জন্য নানা বস্তু সংগ্রহ করিতেছে—যে চক্ষুর দৃষ্টিকোষ, সে রক্ত হইতে রসায়নে অর্থাৎ চক্ষুর জ্যোতি সংগ্রহ করিতেছে—জীবাণুধ্বংসকারী কোষ জীবাণু ধ্বংস করিতেছে। শরীরের মধ্যে উহা যাহাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাব হইলে চক্ষুর ছানি, রোহোয়া অর্থাৎ চক্ষুর মধ্যে নীল লাল রক্তের আলো দেখা দেয়—পক্ষাঘাত অঙ্গবোধ স্নায়বী শূলবোধ বিশ্বাসরোগ হাতের মাংসপিণ্ডিলতা বাত-দুর্বলতা চর্মরোগ উপদংশ ও আরো অন্যান্য ব্যাধি আক্রমণ করে।

শুশ্রূষা

প্রকৃতির আবর্তনে প্রত্যেক মানুষেরই আহারাহারে বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। আর অধিকন্তু যে সকল বিষয় পালন করিয়া এইরূপ পরিবর্তনের অন্যান্য আহারের ত্রিধাতুর সমতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন, তাহা অনুসরণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রীতি যথা প্রকৃতি প্রতি-মানুষেই আহারের পরিবর্তন করিয়া জীবন যাপন প্রণালীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে পারিলে প্রত্যেকেই নীরোগ, বলিষ্ঠ ও কর্মঠ দেহ গঠন করিয়া সুখশান্তি ও সমৃদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হয়। প্রত্যেক অনুচ্ছেদ বিষয় বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছি। বসন্তকালে যে সকল খাদ্য সেই সময়ে সহজ প্রাপ্য, তাহাদের গুণাগুণ যথাসম্ভব পরিচয় প্রদান করিব। এক্ষণে অনুচ্ছেদ কথা

—বারোটী মনে ৯টী অমূল্য কথা বলিব। ৯টী অমূল্য নিয়ম মানিয়া চলিলে ব্যাধি-আক্রমণের ভয় থাকে না।

গ্রীষ্মকাল—বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই দুইটী মাস গ্রীষ্মকাল নামে অভিহিত। এই সময়ে সূর্য-কিরণের প্রখরতাহেতু রসের হ্রাস, বায়ুর বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই জন্য গ্রীষ্মকালে লবণ-অম্লরস-যুক্ত খাদ্য ভোজন শরীরের পক্ষে হিতকর। শরীর সাধারণ পরিশ্রমেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। রৌদ্রতাপে দেহের উষ্ণতার আধিক্য ঘটে। সুতরাং অধিক আয়াস ও রৌদ্রে পর্যটন যথাসম্ভব সংযত করা কর্তব্য।

(সম্পাদকীয়—১০০ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

গুরুজনের বিচার-ভারমের চাপে শিক্ষকের সাধনা বিদ্যালয়ে দুই ভাগের মত বন্ধনা দিবে ও শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা হারাবার সঙ্গে বিদ্যা-দানে ও চরিত্রগঠনে ব্যর্থ ফলে এসে দিবে? ভবেছে, বিদ্যালয়ে ও হোষ্টেলে প্রতিযোগী শাসন বা বিশৃঙ্খল ব্যবস্থার অবসানকল্পে বিশৃঙ্খলাটাই পরম ভরসে। এইভাবে বিরোধের সম্ভোচনের মধ্য দিয়ে ব্যবধানের ক্ষেত্র বাড়লেআত্মিকতাই আসবে—শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে মধুর ও সম্মানজনক সম্বন্ধ বিরাজ করবে। তাতে বিদ্যালয়ে ও সমাজের পথে বাধা সৃষ্টি হবে। বস্তুত অধ্যাপক ও শিক্ষকের সচিত ছাত্রদের যাতে সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে পারে তার জন্য অধ্যাপক ও শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করে অল্প সংখ্যক ছাত্র নিয়ে ক্লাস নেওয়া, টিউটোরিয়াল ও খেলাধূলার ব্যবস্থা থাকা সমীচীন। অভিভাবকদেরও ছেলেদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। শাস্তি ও শাসনের ব্যবস্থা একান্তভাবে হতে পারে না। ঘরে ও বাইরের পরিবেশের উপর শৃঙ্খলা নির্ভর করে। ঘরই ঘরের, ঘরণীই বাইরের পরিবেশ সৃষ্টি করে। অপরপক্ষে, অপরাধী ছাত্রদের শোধরাবার সুযোগ দিতে হবে যেমন দিয়ে থাকেন পিতামাতা তাদের সন্তানদের পক্ষ অপরাধ করলেও; কারণ, মানুষ যেমন অপরাধ করে, তেমন সংশোধন করবারও শক্তি রাখে মানুষ—এমন কি, আদালতও সে-সুবিধা দিয়ে থাকে অনেক সময়। শিক্ষক কি প্রতিষ্ঠানের মেরুদণ্ডস্বরূপ ও সহানুভূতি থাকাই স্নেহ ও গঠনমূলক। সরকারী হস্তক্ষেপ সেখানে অন্যায় ও অবাঞ্ছিত।

স্বাভাবিক জীবনের পরিপন্থে যে কোন কারণে রাজনীতির চর্চা অনিষ্টকর অবশ্যই আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। শিক্ষাক্ষেত্রে যে সংস্কৃতি ও শালীনতার আর্জিত বুদ্ধি ও আচরণ উদ্ভূত হয়, তা শিক্ষক-শিষ্যে ও সমাজে উন্নতর পরিবেশ বিস্তার করে: পরন্তু, ক্ষোভ-বিক্ষোভের মুখে স্থিরতাই সৃষ্টি হয় যা বিদ্যা আদান-প্রদানের পক্ষে অনুকূলতম। স্নেহরসে সিক্ত প্রজ্ঞানত ছাত্র-মানসেই শিক্ষার বীজ অঙ্কুরিত হয়ে ফুলে ফলে সমৃদ্ধ সুশোভিত করে দেশ ও সমাজ। প্রতিযোগিতা কুটীলতার মূলোচ্ছেদ করে ঘরে ঘরে যে ঈর্ষা ছিটান হয়, সেই আদর্শে শিক্ষার পবিত্র ক্ষেত্র মলিনতা ও উত্তেজনার জঞ্জালে পরিণত হবে—জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের ত্রিবেণী-সঙ্গমে অবগাহন করে মহীয়ানবতার সৌধ রচনা করা দূরে থাকুক, শান্তি ও জীবনের উৎকর্ষ সাধনও অসম্ভব হয়ে ওঠে। ছাত্র-সমিতিগুলি হবে আলোচনা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি—রাজনৈতিক দলের প্রতীক নয়—অবসরের সেবা ও কর্ম হবে চিত্তবিনোদনের পন্থা।

এই সময়ে প্রাতঃস্নান অতীব দরকারী। যাহাতে শরীর স্নিগ্ধ থাকে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তোজন ও কার্য্যধারা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। জ্বর, নারিকেলের জল প্রতিদিন সেবন করা কর্ত্তব্য। ইহা প্রকৃতির এক অমূল্য দান। শরতের দিনে ডাবের জল সেবনে শরীরের রোগ-প্রতিরোধের রোগ হইতে পারে না। সর্বদা ও সেদ্ধ বস্ত্রযুক্ত খোলার সাহায্যে উত্তপ্ত পানীয়। ইহার দ্বারা শরীর শীতল ও সহজে পরিষ্কার হয়। পাকা পেঁপে কলা আম জাম কাঁঠাল দ্রাক্ষা প্রভৃতি ফল গ্রীষ্মকালে অমৃততুল্য খাদ্য। এই সময়ে ফল-আহারে শরীর পুষ্ট হয়—রক্তপিত্ত রোগের আক্রমণ হইতে নিরাপদ থাকা যায় ও মানসিক পবিত্রতার সহায়তা করে। লঘু বস্ত্রযুক্ত খাদ্য এই সময়ে বিশেষ প্রয়োজন, কারণ, শরীরের ক্ষয় পূরণ করিতে এবং স্নায়ু-অবসাদনিবারণে ইহার শক্তি অধিকতর। এই সময়ে মাছ মাংস আহার শরীরের পক্ষে হিতকর নহে। তবে প্রয়োজন হইলে ভাজা মাছ মাংস পরিমাণে ব্যবহার করিলে ক্ষতি হয় না। নির্মল বায়ু, বিশুদ্ধ জল, স্নিগ্ধ কিরণ সর্বব্যাধি-বিনাশক পরিত্র তোজন। এই সময়ে বিসূচিকা ভীষণ ব্যাধিরূপে দেখা দেয়। বাসী, পচা খাদ্য তোজন, দূষিত জলপানে প্রকৃতির প্রকোপ মারাত্মক ব্যাধি এই সময়ে ভীষণভাবে আক্রমণ করে। এই সময়ে কর্পূর-মিশ্রিত জলপান করা কর্ত্তব্য। বিসূচিকার প্রথম অবস্থায় যখন দুই একবার দাস্ত ও বমি, প্রস্রাব-বন্ধ, উদরে বেদনা, শরীর অবসন্ন হয়, তখন হরিদ্রার সূক্ষ্ম চূর্ণ এক তোলা পরিমাণে শীতল জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করাইয়া দিবেন। যদি বমির সহিত উঠিয়া যায়, তবে পুনরায় সেবন করাইবেন। প্রয়োজন মত দুই ঘণ্টা অন্তর ২।৩ বার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। প্রথম অবস্থায় বিসূচিকা রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে পাথরকুচির পাতার রস অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে ১ ঘণ্টা অন্তর ৩।৪ বার পান করাইয়া দিবেন। বমনে শান্ত হইবে এবং প্রস্রাব স্বাভাবিক অবস্থায় আসিবে।

বর্ষাচর্য্যা—আষাঢ় ও শ্রাবণ এই দুইটি মাস বর্ষাকাল নামে বিদিত। এই সময়ে প্রচুর বারি-বর্ষণে ভূমিতল সিক্ত ও সূক্ষ্ম জলকণাসম্পর্কে বায়ু আর্দ্র হয়। আনন্দময় মনে এই প্রকার অবস্থান্তর প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের মধ্যে বাস করিয়া দূষিত জলবায়ু ব্যবহার করিয়া মানব বর্ষাকালে নানা প্রকার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। এই সময়ে স্বাস্থ্যের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া আহার-বিহারের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। স্বাস্থ্যনীতির সামান্য অবহেলাতেই বিবিধ ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা আছে। উহাতে দুর্বল হইয়া পড়ে—সেজন্য সকল প্রকার লঘু তোজ্য আহার করিবেন। পুরাতন চাউল, যবের রুটী, ছাগ মাংস, মুগের ডাল, স্নিগ্ধ ও টক দ্রব্য, ঘৃত, মধু-মিশ্র ও লবণ রস হিতকর। বর্ষাকালে দিবানিদ্রা, অতিরিক্ত পরিশ্রম, রৌদ্রে ভ্রমণ শীতল বায়ুতে বাস, শীতল দ্রব্য ব্যবহার শরীরের পক্ষে অহিতকর। এই জন্যই প্রথম বর্ষার রাত্রে গ্রামে গ্রামে বিচুড়ি তোজনের পদ্ধতি প্রচলিত আছে। ব্যবস্থাটী স্বাস্থ্যবিজ্ঞানসম্মত। বর্ষার আধিক্য-হেতু সহসা দেহের উষ্ণতা হ্রাস পায়। বিচুড়ি-তোজনে সেই উষ্ণতার সমতা রক্ষা হইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

॥ সঞ্চয়ে সুখ ও সমৃদ্ধি ॥

আপনার টাকা এগুলিতে লগ্নী করুন ঃ

জাতীয় প্রতিরক্ষা সার্টিফিকেট

জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট

পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক

ক্রমবর্ধমান নির্দিষ্ট মেয়াদী আমানত পরিকল্প

বিস্তারিত বিবরণের জন্য খোঁজ করুন ঃ

ডাকঘরসমূহ, বহু সঞ্চয় অধিকার ডাইরেক্টর বিল্ডিংস, কলিকাতা-১

এবং আঞ্চলিক জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা, হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা-১৩

ডব্লিউ, বি, আই, এস পি, আর (এ, ডি, ভিডি ১৩১১ ১/৬৬

"আয়ুর্বেদ-ভারতী"র নিয়মাবলী

১। 'আয়ুর্বেদ-ভারতী' বৃক্ষ ও প্রাচীন আয়ুর্বিজ্ঞানের যথা-প্রকৃতি ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে প্রাচীন সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করিবেন।

২। ইহার বার্ষিক মূল্য সডাক যাহাতে চারি টাকা ও ষ্টাম্প মাশুল না পড়ে।

৩। বাংলা মাসের অগ্রিমে ইহা প্রকাশিত হইয়া থাকে। যে কোন সময়ে ইহার গ্রাহক হওয়া যায়।

৪। গ্রাহকগণের ঠিকানা-পরিবর্তনে গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

৫। বিজ্ঞাপন বিষয়ে যাবতীয় পত্রাদি-সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পুরাতন্ত্রযোগাযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন—টাকাকড়ি আমার নামে ও আমাদের কোন কোন হইবে।

৬। চিঠিপত্র, টাকাকড়ি, সম্পাদক "আয়ুর্বেদ-ভারতী—৫০, আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৫, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৭। "আয়ুর্বেদ-ভারতী"তে প্রকাশের জন্য যথাপূর্ব প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে।

হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর

কুষ্ঠ রুগ্ন মানবের সেবায় নিম্নোক্তিত সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান

এটীন ও আধুনিক

চিকিৎসা বিজ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয়ে নবীন পদ্ধতিতে

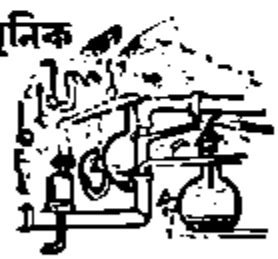

শ্বিত্র ও সবল রোগ আরোগ্য

ইহা ছাড়া গাত্রে চাকা দাগ, অসাড়তা, আঙ্গুলের বক্রতা, একজিমা, সোরাইসিস্, দুষিত ক্ষত ও অন্যান্য জটিল চর্মরোগ আরোগ্য করা হয়। দাদাগণে অথবা পত্রে পরামর্শ লউন এবং বিনামূল্যে বিস্তৃত পুস্তক পাঠ করুন।

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর প্রতিষ্ঠাতা : পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা

১ নং মাধব ঘোষ লেন, হুগলী, হাওড়া। (ফোন : ৬৬-১৩৪৯)

শাখা :—৩৬এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। (পুরবী সিনেমার পাশে)

A revolution in Ayurvedic Medicine...

Baidyanath medicines are Manufactured in 5 big Rasayanshalas by Ras-Shastries (Chemists) and for their effectiveness enjoy the confidence of the Medical profession all over the country and abroad. *Baidyanath* medicines are a symbol of Revolution in the world of Indian Medicine.

SHREE BAIDYANATH AYURVED BHAWAN PRIVATE LTD. CALCUTTA

SHREE
Baidyanath
AYURVED BHAWAN
PRIVATE LTD.

LEADING MANUFACTURERS OF AYURVEDIC AND PATENT MEDICINE

CALCUTTA • PATNA • JHANSI • NAGPUR • ALLAHABAD

পাইওনীয়ার কিউর মিলস্ লিঃ

The Ayurveda-Bharati is printed by the Founder-Editor Kaviraj Bagala Kumar Upadhyay in the Classic Press at 21, Patuatola Lane, Calcutta-9 and published by him from 52, Mahatma Gandhi Road, Calcutta 9.